বিফোর আই গো টু স্লিপ

এস জে ওয়াটসন

BanglaBook.org

অনুবাদ : পঞ্চম নসিব

কেমন হবে যদি একদিন ঘুমের ভেতর আপনার সমস্ত স্মৃতি হারিয়ে যায়?

ক্রিস্টিন লুকাস। বয়স সাতচল্লিশ। একজন অ্যামনেশিয়াক। প্রতিদিন ঘুম থেকে জেগে নিজেকে বিশ বছর বয়স্ক একজন তরুণী ভাবেন। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়ানোর পরই বুঝতে পারেন কোথাও বিন্দুমাত্র কোন চিহ্ন না রেখেই তার মস্তিষ্ক থেকে হারিয়ে গেছে মাঝের অনেকগুলো বছর।

কিন্তু এই অবস্থা হল কিভাবে ক্রিস্টিনের?

মারাত্মক একটা দূর্ঘটনা ক্রিস্টিনের জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে অনেক কিছু। অতীতের কিছুই সে মনে করতে পারে না, এমনকি গতকালের কথাও।

কিন্তু একদিন নিজের অতীতকে নতুন করে আবিষ্কার করতে একটা ডায়েরী লেখা শুরু করে সে। প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে, সব কিছু ভুলে যাওয়ার আগেই সেই ডায়েরীতে লেখা হতে থাকে ক্রিস্টিনের ইতিহাস।

কিন্তু আসল সত্যটা যে কতটা ভয়াবহ সেটা কি সে দুঃস্বপ্নেও কখনো চিন্তা করেছিল?

www.BanglaBook.org

ISBN 984872950-X
9 789848 729502

এস জে ওয়াটসন। জন্ম ইউনাইটেড কিংডমে। বর্তমানে লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাসরত। ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছেন তিনি।

"বিফোর আই গো টু স্লিপ" তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ২০১১ সালে বইটি প্রকাশ হওয়ার পরপরই সাহিত্য অনুরাগী ও সমালোচকদের মাঝে ব্যাপক সমাদৃত হয়। কপালে জোটে ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলারের তকমাসহ নানান রকমের পুরস্কার। ২০১৪ সালে বইটির ঘটনার উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয় পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি। কেন্দ্রিয় চরিত্রে অভিনয় করেন নন্দিত অভিনেত্রী নিকোল কিডম্যান।

বইটি এখন পর্যন্ত প্রায় চল্লিশটি ভাষায় অনুদিত। লেখকের দ্বিতীয় বই সেকেন্ড লাইফ ২০১৫ সালের টপ টেন বেস্টসেলারের একটি।

www.BanglaBook.org

বিফোর আই গো টু স্লিপ

মূল : এস. জে. ওয়াটসন

অনুবাদ:

পঞ্চম নসিব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বিফোর আই গো টু স্লিপ
এস. জে. ওয়াটসন

Before I Go to Sleep by S. J. Watson

অনুবাদ : পঞ্চম নসিব

প্রকাশক: সৈয়দ মোহাম্মদ রেজওয়ান
বুক স্ট্রিট পাবলিশিং হাউজ
স্যুট - ১১, লেভেল - ৩,
সার্কেল আম্বিয়া পয়েন্ট শপিং এলো,
পূর্ব রামপুরা, ঢাকা - ১২১৯

অনুবাদসত্ব : **বুকস্ট্রিট পাবলিশিং হাউজ**

প্রথম প্রকাশ : **নভেম্বর ২০১৭**

প্রচ্ছদ : আসলাম ভাই

মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন,
শিংটোলা, সূত্রাপূর, ঢাকা।
গ্রাফিক্স : ডটপ্রিন্ট, ৩৭/১. বাংলাবাজার, ঢাকা।

কম্পোজ : **অনুবাদক**

পরিবেশক : বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১,
বর্ণমালা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com,
www.facebook.com/bookstreetbd

মূল্য : ৩০০ টাকা
Price : Tk. 300

উৎসর্গ -

এস. এম. ফজলে রাব্বি এবং ফারাহ্ নূর মৌলি, শ্রদ্ধেয় বড়ভাই এবং ভাবি।

আমার দেখা দু'জন নিঃস্বার্থ মানুষ।

আর,

জহির এবং শাহজাহান মামা'কে।

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে এই দু'জন মানুষের দুটো চায়ের দোকান আছে। চাকরী পাবার আগে পকেট যখন মহাশূণ্যের মতন নিঃসঙ্গ থাকতো তখন এই দু'জন ব্যক্তি নিজের ভাগ্নের মতন স্নেহ করে বলেছেন -

টাকা-পয়সা কোন ঘটনা? আপনে একলাখ টাকা বাকি রাখলেও জীবনে চামু না।

খ্যাক।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অনুবাদকের কথা

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, এটা কোনো "মারদাঙ্গা" থ্রিলার না। খুব ধীরে সুস্থে এগোনো একটা ভয়াবহ সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার। ঘটনায় চরিত্রের সংখ্যাও খুব একটা বেশি না। প্রধাণ চরিত্র মাত্র তিনজন। একটা দুর্ঘটনার পর অ্যামনেশিয়ায় আক্রান্ত ক্রিস্টিন লুকাস, তার হাজবেন্ড বেন আর চিকিৎসক ডক্টর ন্যাশ। হাতেগোনা কয়েকটা চরিত্র আর লোকেশন নিয়ে যে এমন সিনিস্টার আবহ সৃষ্টি করে একটা গল্প লেখা যায় - এরকম কিছু আমার জীবনে আমি খুব বেশি দেখিনি।

বেশ কিছু ইংরেজি শব্দ আমি ইংরেজিতেই লিখেছি। ভাষাগত প্রাঞ্জলতা আর গল্পের প্রবাহ ঠিক মতন ধরে রাখতে আমি বইয়ের কিছু অংশ একটু নিজের মত করে গুছিয়ে নিয়েছি। এতে বইয়ের ঘটনার কোথাও হেরফের হয়নি।

নিখিল রামপুরা লেখক সমিতির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, সুলেখক ওয়াসি আহমেদকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বাক্যগঠন ও বানান ঠিক করতে দিতে ভদ্রলোক আমার পান্ডুলিপির একটি পরিপূর্ণ ব্যবচ্ছেদ করে দিয়েছেন।

আগেই বলেছি গল্পটা বেশ ধীরে সুস্থে এগিয়েছে। পাঠকরাও যদি ধীরে সুস্থে বইটা আরাম করে পড়তে পারেন, তবে সত্যি বলছি। একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা হতে যাচ্ছে!

পঞ্চম নসিব

কএলোপুর রেলওয়ে স্টেশন, প্লাটফর্ম নাম্বার তিন।

fb.com/nosib | nosib@live.com

পাবি,

কিন্তু রাখতে পারবি না

- রুশ কবি বসিনস্কি জাহদাভ

(১৯৭৮-২০০৭)

১.

আজকে

শোবার ঘরটাকে কেমন যেন লাগছে। একেবারেই অন্যরকম। এখানে কখন এসেছি, কীভাবে এসেছি - সে বিষয়ে আমার কোন ধারণাই নেই। তবে এতোটুকু বেশ স্পষ্ট যে রাতটা এখানেই কাটিয়েছি। আমার ঘুম ভেঙেছে একটা মহিলোর কণ্ঠস্বরে। প্রথমে ভেবেছিলাম কণ্ঠস্বরের মালিক আমার সাথেই বিছানায় শুয়ে আছে। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম ওটা আসলে একটা রেডিও অ্যালার্ম ছিল। এই অ্যালার্মের শব্দে ঘুমটা ভাঙার পরই নিজেকে এখানে আবিষ্কার করলাম। একটা অপরিচিত বেডরুমে!

ঘরটা আবছা একটা আলোয় ডুবে আছে। আশে পাশে নজর বুলিয়ে ক্লজেটের দরজাটার সাথে মেয়েদের একটা ড্রেসিং গাউন ঝুলে থাকতে দেখলাম, তবে আমার সাইজের না। ওটা শরীরে চাপাতে আমার থেকেও বয়স্ক কাউকে লাগবে। ড্রেসিং টেবিলের চেয়ারটার পেছনে খুব সুন্দর করে ভাঁজ করা কয়েকটা গাঢ় রঙের ট্রাউজার দেখা গেল। আমার সাইজ থেকে সামান্য বড়। তবে অ্যালার্ম ঘড়িটা একটু অন্যরকম। এরকম ঘড়ি আগে কখনও চোখে পড়েনি। ওটার মাথার উপরে থাকা বাটনটা চেপে অ্যালার্মটা বন্ধ করলাম আর এর ঠিক পরের মুহূর্তেই আমার পেছনে নিঃশ্বাস ফেলবার একটা লম্বা আওয়াজ শুনতে পেয়ে বুঝলাম, আমি এখানে একা নেই!

ঘাড় ঘোরাতেই চামড়ায় ভাঁজ পড়া আর কাঁচা-পাঁকা পশমে ভর্তি একটা পিঠ দেখতে পেলাম। লোকটার বাম হাতটা কম্বলের বাইরে। হাতের অনামিকায় সুন্দর একটা সোনালী রিঙ জ্বলজ্বল করছে।

আমি গুঙিয়ে উঠলাম!

BanglaBook.org

এইটা ব্যাটা শুধু বুড়ো না - বিবাহিতও! আমি বিবাহিত একটা লোকের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি! শুধু তাই না, মনে হচ্ছে এটা ওরই বাড়ি। খুব সম্ভবত যে বিছানায় শুয়ে আছি সেখানেই এই লোক তার বউ এর সাথে রাত কাটায়!

আমি ধপ করে শুয়ে পড়লাম।

অনুশোচনায় মনটা যেন কেমন করে উঠল। আমার লজ্জা হওয়া উচিত!

আচ্ছা লোকটার বউ তাহলে কোথায়? আমার কি এটা নিয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত? কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে লোকটার বউ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে আমাকে বেশ্যা বলে বলে গালি দিচ্ছে ... আচ্ছা যদি আসলেও এমন কিছু একটা হয়, আত্মপক্ষ সমর্থন করার মত কিছু কি বলার আছে আমার? তবে স্বস্তির ব্যাপার হলো লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে না এ নিয়ে ওর কোন মাথাব্যথা আছে। সে একটু নড়েচড়ে পাশ ফিরে হালকা নাকও ডাকছে!

একদম স্থির হয়ে শুয়ে থাকলাম বিছানায় কিছুক্ষণ। নড়া চড়া করতেও কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। এমন না যে এরকম পরিস্থিতিতে আমি আগে কখনও পড়িনি। সবসময় না হলেও মোটামুটি প্রতিবারই কীভাবে কি হয়েছে মনে করতে পেরেছি। কিন্তু আজকে মাথাটা একেবারেই ফাঁকা মনে হচ্ছে। খুব সম্ভবত কোন পার্টিতে ছিলাম, নাহলে কোন ট্রিপে - বার, নাহয় কোনো ক্লাবে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে প্রচণ্ড মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম। এতোটাই মাতাল যে কিছুই মনে নেই। ভেবে কোন দিশা খুঁজে পেলাম না। আমি কি এতোটাই মাতাল ছিলাম যে পিঠে পশম আর হাতে বিয়ের আংটি নিয়ে ঘোরা একটা মানুষের বেডরুম পর্যন্ত চলে এলোম?

খুব সাবধানে কম্বলের নিচ থেকে বের হয়ে বিছানার কোনায় এসে বসলাম। এখন সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে, আমার ওয়াশরুমে যাওয়া দরকার। বিছানার নিচে একজোড়া স্লিপার দেখা গেল, কিন্তু সেটা আমলে নেওয়ার প্রশ্নই আসেনা। কারও জামাইয়ের সাথে রাত বিরেতে শুয়ে পড়া এক কথা। আমি মরে গেলেও অন্য কোন মেয়ের জুতো পায়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারি না। শেষমেষ খালি পায়েই বিছানা থেকে নাএলোম।

আমার শরীরে একটা সুতোও নেই। এখন অনেক কিছুই ঘটতে পারে। আমি ভুল করে অন্য কোন দরজা খুলে ফেলতে পারি। এই লোকের অল্পবয়েসী কোন ছেলে মেয়ের গায়ের উপর হোঁচট খেয়েও পড়ে যেতে পারি। কিন্তু ভাগ্যদেবীর অশেষ কৃপায় সেরকম কিছু হলো না। ওয়াশরুমের দরজাটা হালকা খোলাই ছিল। চটজলদি সেটায় ঢুকে পড়ে দরজাটা লক করে দিলাম।

BanglaBook.org

কমোডে বসে কাজ সারলাম। ফ্ল্যাশ করলাম। সাবানটা তুলে নিতে হাতটা বাড়ানো মাত্র একটা ব্যাপার ঘটল। প্রথম কয়েকটা সেকেন্ড আমি বিমূঢ় হয়ে বসে থাকলাম। হচ্ছে কি এসব!

সাবানটা যে হাতে ধরা, সেটা মোটেও আমার হাত না!

এই হাতের চামড়ায় বয়সের স্পষ্ট ছাপ দেখা যাচ্ছে। সাক্ষী হিসেবে ফুটে আছে কিছু ভাঁজ। নখগুলোতে নেইলপলিশের কোন চিহ্নও নেই। সেগুলোতে ক্ষয়ে যাওয়ার উদ্ভট একটা চিহ্ন। বিছানায় শুয়ে নাক ডাকতে থাকা লোকটার নখও অনেকটা এরকম। সব থেকে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে আমার অনামিকায় একটা স্বর্ণের আংটি দেখা যাচ্ছে!

হতবাক হয়ে আংটিটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম কয়েকটা মুহূর্ত। হাতটায় একটা ঝাড়া দিলাম, সাবান ধরে থাকা হাতটাও সেটাই করল। সাবানটা হাত পিছলে টুপ করে বেসিনের মাঝে পড়ে গেল। সত্যিই এটা আমার হাত? হতভম্ব হয়ে আয়নার প্রতিবিম্বের দিকে তাকালাম আমি।

সেখানে যার ছায়া দেখা যাচ্ছে সেটা আমার না। চুলে কোন নির্দিষ্ট কাট নেই, অনেক ছোট করে কাটা সেগুলো। আমি জীবনেও এভাবে চুল কাটিনি। গাল আর থুতনির নিচের চামড়া ঝুলে পড়েছে। ঠোঁটজোড়াও অনেক ছোট দেখাচ্ছে!

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। ভেতর থেকে একটা বোবা চিৎকার বেরিয়ে এলো। কীভাবে ধাতস্থ করব নিজেকে? ঠিক তখনই আমার চোখ জোড়ার দিকে নজর পড়ল। অন্য কোনকিছুর সাথে মিলো না থাকলেও আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, চোখ জোড়া একান্তই আমার। কোন সন্দেহ নেই। আয়নার মানুষটা আমি নিজেই, তবে আমার বয়স কম করে হলেও বিশ বছর বেড়ে গেছে ... মানে, পঁয়তাল্লিশ!

এটা কীভাবে সম্ভব? আমার শরীর কাঁপতে শুরু করল। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাব। বেসিনের কোণ দুটো শক্ত করে চেপে ধরলাম। বুকের ভেতর থেকে একটা চিৎকার ক্রমেই উপরে উঠতে চাচ্ছিলো, কিন্তু সেটা অস্ফুট একটা আর্তনাদের সাথে পেঁচিয়ে গিয়ে একটা বোবা, অস্পষ্ট আস্ফালনের মত বেরিয়ে এলো। আয়নার সামনে থেকে এক পা পিছিয়ে গেলাম। আর ঠিক তখনই আমার চোখ পড়ল আয়নার চারপাশে হলুদ টেপ দিয়ে আটকানো একগাদা ফটোগ্রাফ আর নোটসের দিকে। সেগুলোর মাঝেও বয়সের একটা স্পষ্ট ছাপ। পুরনো এবং মলিন।

BanglaBook.org

একটা ছবির উপর নজর পড়ল আমার। ছবির মেয়েটার উপরে মার্কার দিয়ে *ক্রিস্টিন* নামটা লেখা। ছবিটায় আমার পুরনো *আমি* কে দেখা যাচ্ছে। জেটির পাশে একটা বেঞ্চের কোনায় একটা ছেলের পাশে বসে আছি আমি। ওর নামটাও পরিচিত ঠেকছে। কিন্তু সেটাও হালকাভাবে। ছবিটায় আমি ছেলেটার হাত ধরে বসে আছি। হাসছি। ছেলেটার চেহারা বেশ আকর্ষণীয়। হ্যান্ডসাম। আরেকটু ভালোভাবে খেয়াল করতেই বুঝলাম এই লোকের সাথেই আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম। ছবিতে ওর উপর মার্কার দিয়ে লেখা - *বেন, তোমার হাজবেন্ড।*

ছবিটা দেয়াল থেকে টেনে খুলে ফেললাম। এটা কীভাবে সম্ভব! বাকি ছবিগুলোর উপরও নজর বোলানো শুরু করলাম। সবগুলো ছবিই আমার। *আমার আর ওই লোকটার*। একটা ছবিতে আমি উদ্ভট একটা ড্রেস পড়ে গিফটের র‍্যাপিং পেপার খুলছি, আরেকটায় আমরা দু'জনই একই রকমের ওয়াটারপ্রুফ জ্যাকেট পড়ে একটা ঝর্ণার পাশে দাঁড়িয়ে কুকুরের মতন দাঁত ক্যালাচ্ছি। আরেকটা ছবিতে লোকটার পাশে বসে হাতে অরেঞ্জ জুসের একটা গ্লাস ধরে আছি। পরণে একটা ড্রেসিং গাউন। গাউনটা আমার পরিচিত। হ্যাঙ্গারে তখন এই গাউনটাই ঝুলছিল!

আয়নার সামনে থেকে পেছাতে পেছাতে একটা পর্যায়ে পিঠে টাইলসের ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করলাম। বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারলাম - আমার স্মৃতি প্রতারণা করছে। যতোই মনে করার চেষ্টা করতে থাকলাম, সেটা ততই হারিয়ে যাবার জন্য ছটফট করা শুরু করল। সবকিছু যেন বাতাসে ছাইয়ের মতন মিলিয়ে যাচ্ছিল।

আমি অন্য কেউ ছিলাম। এখন আরেকজন হয়ে গিয়েছি। এই অন্য কেউ থেকে আরেকজন হওয়ার মাঝের সময়টুকুতে স্তব্ধতা ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। কেমন অসহ্যকর একটা অন্ধকার। এই অন্ধকারই হয়তো আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। বিছানায় শুয়ে থাকা একজন অপরিচিত মানুষ আর অপরিচিত একটা বাড়িতে!

*

আমি শোবার ঘরে ফিরে এলোাম। আমার হাতে তখনো টেনে খুলে ফেলা সেই ছবিটা ধরা।

"কি হচ্ছে এসব?," তীব্র কষ্টে আমার গাল বেয়ে পানি পড়ছে। কথা গুলো আমি চিৎকার করে উচ্চারণ করছিলাম, "কে তুমি? সত্যি করে বলো!"

BanglaBook.org

অযাচিত এই চিৎকারে বিছানায় শুয়ে থাকা লোকটার ঘুম ভেঙে গেল। সে হুড়মুড় করে বিছানায় উঠে বসল।

"আমি তোমার হাজবেন্ড," সে শ্লেষ্মা জড়ানো কণ্ঠে উত্তর দিল। চেহারায় এখনো ঘুমের ছাপ লেগে আছে ওর। তবে সেখানে বিরক্তির লেশমাত্রও নেই। সে আমার নগ্ন শরীর উপেক্ষা করে সরাসরি চোখের দিকে তাকালো, "আমাদের বিয়ে হয়েছে তাও প্রায় অনেক বছর হতে চলল।"

"কি বলছ তুমি এসব?," আমার ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আমার তো যাওয়ার কোন জায়গা নেই, "কিসের বিয়ে? কিসের অনেক বছর?"

সে বিছানা থেকে উঠে আমার দিকে ড্রেসিং গাউনটা এগিয়ে দিল। আমি সেটা গায়ে জড়ালাম। সেও এই ফাঁকে বিশাল সাইজের একটা ট্রাউজারের মধ্যে ঢুকে একটা সাদা টি-শার্ট চাপালো গায়ে। এই পোশাকে ওকে কেন যেন আমার বাবার মত দেখাচ্ছিল। সে বলল, "আমরা বিয়ে করেছি ১৯৮৫ তে। বাইশ বছর আগে।"

"কী?," আতংকে আমার মুখ থেকে যেন রক্ত সরে গেল। মনে হচ্ছিল পুরো রুমটা বনবন করে ঘুরছে। অনেক দূরে একটা ঘড়ি টিকটিক শব্দ করছে। কিন্তু আমার কানে সেটা হাতুড়ি পেটাচ্ছিলো, "কিন্তু -," লোকটা আমার দিকে এক পা এগিয়ে এলো, "মানে কীভাবে!"

"ক্রিস্টিন, তোমার বয়স এখন ৪৭," সে বলল। আমি লোকটার দিকে তাকালাম। নিতান্তই অপরিচিত একটা মুখ। তার কথা এক বিন্দুও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না আমার। এমনকি আর কিছু শুনতেও চাচ্ছিলাম না। তারপরও সে বলল, "তুমি একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছিলে। খুব বাজে একটা অ্যাকসিডেন্ট। মাথায় বেশ ব্যাথা পেয়েছিলে তখন। তারপর থেকেই তুমি কিছু মনে করতে পারনা।"

"কি মনে করতে পারি না?," আমি বললাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না যে পঁচিশ বছরের স্মৃতি আমি কীভাবে ভুলে বসে আছি!

সে আমার দিকে আরও এক'পা এগিয়ে এলো। দেখে মনে হচ্ছিল আমি আটকে পড়া, ভয়ে আধমরা একটা প্রাণী, "কিছুই না," সে বলল, "তোমার বিশ বছর বয়সের পরের কোন স্মৃতিই তুমি মনে করতে পারনা।"

আমার মাথা ঘুরে গেলো। তারিখ, মাস, বছর - সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেল মাথার ভেতর, "কবে ... কখন আমার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল?"

BanglaBook.org

ওর চেহারায় সমবেদনা আর ভয় - দুটো একইসাথে ফুটে উঠল, "তোমার বয়স তখন ২৯ ..."

আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। কোনভাবেই কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তবে মনে হচ্ছিল কথাগুলো সত্য। নিজের অজান্তেই গুঙিয়ে কেঁদে ফেললাম। কান্নার আওয়াজে বেন দরজার দিকে এগিয়ে এলো। পাশে ওর উপস্থিতি অনুভব করতে পারছিলাম। সে কোমর জড়িয়ে ধরল। বাঁধা দিলাম না। সে আমাকে বুকে টেনে নিল। মনে হলো এই স্পর্শ, এই অনুভূতির সাথে আমি পরিচিত।

"আমি তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসি ক্রিস্টিন," সে বলল। আমি জানি প্রত্যুত্তরে আমার কিছু একটা বলা উচিত। কিন্তু বললাম না। এভাবে কাউকে ভালোবাসা যায়? পুরোপুরি অপরিচিত একটা মানুষ সে! আমার মাথায় তখন অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি কীভাবে এখানে এলোম? ওরকম একটা এ্যাকসিডেন্টের পর বেঁচেই বা ছিলাম কীভাবে? কিন্তু পারলাম না। এসব কীভাবে জিজ্ঞেস করতে হয় সেসব যেন আমি ভুলে গিয়েছি।

"আমার ভয় করছে," অস্ফুট শব্দে উচ্চারণ করলাম।

"আমি জানি," সে উত্তর দিল, "ভয়ের কিছু নেই। আমি আছি। সব ঠিক হয়ে যাবে, বিশ্বাস করো!"

*

আমি একটু শান্ত হয়েছি। তবে পুরোপুরি না। সে বলল আমাকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাবে। আমার পরণে এখন ট্রাউজার আর পুরনো একটা টি-শার্ট। ঠাণ্ডা লাগছিল বলে সেটার উপর একটা রোবও পরে নিয়েছি। বেনের সাথে আমি উপরের ফ্লোরটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম।

"বাথরুমটা তো চেনা হয়েই গিয়েছে তোমার," সেটার পাশের একটা দরজা খুলে বলল সে, "এটা হচ্ছে অফিস," কাঁচের ডেস্কের উপরে একটা যন্ত্র দেখা গেল সেখানে। খুব সম্ভবত কম্পিউটার। তবে সেটা হাস্যকর রকমের ছোট। তেখতে অনেকটা খেলনার মতো। সেটার পাশে একটা ফাইলিং কেবিনেট। আর উপরে একটা ওয়াল প্ল্যানার। সবকিছু পরিপাটি করে গোছানো, "আমি বাড়িতে থাকলে এখানে বসেই কাজ করি।"

অফিস পার হয়ে সে আরেকটা দরজা খুললো। নতুন একটা বেডরুম। তবে এটা পাশের বেডরুমটার মতোই, "মাঝে মধ্যে তুমি এখানে ঘুমাও। তবে

BanglaBook.org

সেটা খুবই কম। তুমি একা জাগতে একদমই পছন্দ করো না। ঘুম থেকে উঠে পাশে কাউকে না দেখলে তুমি প্যানিকড হয়ে যাও।"

আমি মাথা নাড়লাম। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল বাড়িটা আমি ভাড়া নিতে এসেছি। আর বাড়ির মালিক আমাকে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে, "চলো তাহলে, এবার নিচে যাই।"

বেনের সাথে নিচে নেমে একটা লিভিং রুম দেখতে পেলাম। বাদামী সোফার সাথে মিলিয়ে বাদামী কিছু চেয়ার, দেয়ালের সাথে সাঁটানো একটা পাতলা কাঁচ। বেন বলল ওটা নাকি একটা টেলিভিশন। একটা ডাইনিং, আর কিচেন। সবকিছু আমার অচেনা। মনে হচ্ছে এসবের সাথে জীবনেও আমার কোন পরিচয় ছিল না। একেবারে ভাবলেশহীন হয়ে বেনের সাথে ঘুরে দেখতে লাগলাম সবকিছু। একেবারে অনুভূতিহীন। এমনকি যখন রুমের দেয়ালে আমার আর বেনের বাঁধাই করা একটা ছবি দেখতে পেলাম, তখনও।

"পেছনে একটা বাগান আছে," বেন বলল। আমি কিচেনের গ্লাস ডোরের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকালাম। ভোরের আলো সবেমাত্র ফুটতে শুরু করেছে। রাতের আকাশ নীল কালির মত রঙ ছড়াচ্ছে। একটানা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ওই মেঘগুলোকে একটা বিশাল গাছ বলে ভ্রম হতে পারে। তখনই হঠাৎ করে প্রশ্নটা আমার মাথায় বাড়ি খেলো। পৃথিবীর কোন জায়গায় আছি আমি সেটাও মনে করতে পারছি না!

"আমরা কোথায় আছি এখন?," আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মানে জায়গাটার নাম কী?"

বেন আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। গ্লাস ডোরে আমাদের দু'জনেরই অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। আমি আর আমার মধ্যবয়স্ক জামাই!

"লন্ডনের দক্ষিণে," সে উত্তর দিল, "ক্রাউচ এন্ডে।"

আমি এক পা পিছিয়ে গেলাম। এতক্ষণের দমিয়ে রাখা আতঙ্কটা আবার যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাচ্ছে, "হায় খোদা!," বললাম আমি, "কোথায় থাকি আমি এটাও মনে রাখতে পারি না!"

বেন আমার একটা হাত স্পর্শ করে বলল, "তুমি চিন্তা করো না এতো, প্লিজ! সব ঠিক হয়ে যাবে," আমি ঘুরে ওর দিকে তাকালাম। ভাবলাম আমি কীভাবে ঠিক হয়ে যাবে সে ব্যাপারে ও হয়তো কিছু বলবে। কিন্তু সে নিশ্চুপ।

"তোমাকে কফি দিব একটু?," বেন জানতে চাইল।

BanglaBook.org

একটা মুহূর্তের জন্য ওকে আমার খুব বিরক্ত লাগল। কিন্তু সেটা বুঝতে দিলাম না, "হ্যাঁ, প্লিজ। একটা ব্ল্যাক কফি। চিনি ছাড়া।"

"আমি জানি," সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, "সাথে টোস্ট খাবে?"

আমি উত্তরে হ্যাঁ বললাম। সে নিশ্চিতভাবেই আমার ব্যাপারে অনেক কিছু জানে। কিন্তু তারপরও মনে হচ্ছে এটা *ওয়ান নাইট স্ট্যান্ডের* পরের কোন একটা সকাল। একজন অপরিচিত মানুষের বাড়িতে সকালের নাস্তা। ভাবতে থাকা, কীভাবে পালাতে পারলে বিষয়টা যথেষ্ট রকমের অশোভন দেখায় না। কিন্তু এখন ঘটনা ভিন্ন। এটাই আসলে আমার ঘর!

"আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না," আমি বললাম।

"তুমি লিভিং রুমে গিয়ে বসো। আমি দু' মিনিটের মধ্যে আসছি।"

আমি কিচেন থেকে বের হয়ে সোফায় গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরই বেন চলে এলো লিভিংরুমে। সে আমার হাতে একটা বই ধরিয়ে দিল।

"এটা একটা স্ক্র্যাপবুক," বেন বলল, "ঘেটে দেখো এটা। কাজে আসবে।"

এলোটটা দেখতে চামড়ার মনে হলেও ওটা আসলে প্লাস্টিকের। বইটা একটা লাল রিবন দিয়ে বাঁধা।

"তুমি একটু বসো। আমি দু' মিনিটের মধ্যে আসছি," বলে বেন বের হয়ে গেল রুম থেকে।

আমি সোফায় বসে আছি। কোলের উপর রাখা বইটাকে খুব ভারী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে চুরি করে কারও ব্যক্তিগত ডায়েরী ঘাটতে হচ্ছে আমাকে। এখানে যাই আছে না কেন, সেগুলো একান্তই আমার - কথাটা নিজেকে বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হলো।

রিবনটা খুলে বইয়ের মাঝখান থেকে একটা পৃষ্ঠা খুললাম। আমার আর বেনের একটা ছবি। অনেক আগের। দু'জনের বয়সই বেশ অল্প দেখাচ্ছে। আমি ঠাস করে বইটা বন্ধ করে ফেললাম। কিছুক্ষণ এলোমেলো ভাবে হাত বোলালাম বইটার উপর। ভেবে অবাক হতে হচ্ছে যে, প্রতিদিনই হয়তো আমাকে এই কাজগুলো করতে হয়!

ব্যাপারগুলো মেনে নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। আমার মন বলছে কোথাও একটা বড়সড় ঘাপলা আছে। কিন্তু বাস্তবতা পুরোপুরি ভিন্ন, কারণ সমস্ত প্রমাণ আমার হাতে, আমার আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। উপরতলার আয়নায়, হাতের ভাঁজগুলোতে, যে হাত দিয়ে আমি বইটা ধরে রেখেছি। ঘুম ভাঙার পর থেকে আমি আর আমি নেই। আমি হয়ে গিয়েছি *অন্য কেউ*!

BanglaBook.org

কিন্তু এই অন্য কেউ টা আসলে কে? আমি চোখ বন্ধ করলাম। মনে হলো বাতাসে ভাসছি। বাঁধাহীন, তবে হারিয়ে যাওয়ার ভয় আছে অনেক। স্থির হতে পারছিলাম না একটুও। নিজেকে স্থির করার চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ। একটা কিছুতে মনোযোগ দিতে চাইছিলাম। যে কোন কিছু! কিন্তু কিছুই পেলাম না। জীবনের অনেকগুলো বছর আমি হারিয়ে ফেলেছি!

এই স্ক্র্যাপবুক আমাকে আমার পরিচয় বলে দেবে, কিন্তু সেটা এখনো জানতে চাচ্ছিনা আমি। সম্ভাবনা আর সত্যের একটা গোলকধাঁধাঁয় আটকে গিয়েছি। নিজের অতীতটাকে জানতে ভয় হচ্ছে আমার। কারণ কী পেয়েছি, আর কী পাইনি - সেসবের কিছুই তো জানি না!

বেন হাতে একটা ট্রে নিয়ে ফিরে এলো। সেখানে কয়েকটা টোস্ট, দু কাপ কফি আর দুধের একটা জগ।

"তুমি ঠিক আছো?," বেন জানতে চাইল। আমি কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নাড়লাম। সে আমার পাশে এসে বসল।

ও শেভ করেছে। পরণে কালো প্যান্ট, শার্ট আর গলায় টাই। ওকে দেখতে এখন আর আমার বাবার মত লাগছেনা। নতুন এই পোশাকে ওকে ব্যাংক, নাহয় অফিসের বড় কোন কর্মকর্তার মত দেখাচ্ছে। "আমার প্রতিটা দিন কি এভাবেই শুরু হয়?," আমি জানতে চাইলাম। বেন ওর প্লেটে একটা টোস্ট নিয়ে সেটায় মাখন লাগিয়ে কামড় দিল।

"প্রায়," সে বলল, "আমাদের আগের এ্যাপার্টমেন্টে আগুন লেগেছিল একবার। পুরনো জিনিসপত্রের সাথে সবার আমাদের অনেকগুলো ছবি পুড়ে গিয়েছিল। যেগুলো বেঁচে গিয়েছিল সেসব এই বইটার ভেতরে রেখে দিয়েছি," সে বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠাটা খুললো, "এই যে, এটা তোমার গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রীর সার্টিফিকেট ... আর এই যে, তোমার কনভোকেশনের ছবি।"

ছবিটার দিকে তাকালাম। আমি হাসছি। রোদের কারণে চোখ কুঁচকে আছে। পরণে একটা কালো গাউন, মাথায় হ্যাট। পাশেই স্যুট টাই পড়া একটা লোক দাঁড়ানো। তবে মুখ অন্যপাশে ফেরানো। লোকটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, "এটা তুমি?"

সে হাসল, "না। আমি তোমার সাথে পাশ করিনি। আমি তখনও পড়ছিলাম। কেমিস্ট্রিতে।"

আমি মুখ তুলে ওর দিকে তাকালাম। জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের বিয়েটা কবে হয়েছিল?"

BanglaBook.org

সে আমার দিকে তাকিয়ে আমার হাত ধরল। ওর হাতগুলো খুব শক্ত, "তোমার পিএইচডি শেষ করার পরের বছরে। আমরা কয়েক বছর ধরে ডেট করছিলাম। তারপর তুমি - মানে আমরা, আমরা চাচ্ছিলাম তোমার পিএইচডি শেষ করার পরই আমাদের বিয়েটা হোক।"

পুরোপুরি অবাস্তব শোনাল ওর কথাটা। ওকে বিয়ে করার জন্য এতোটা পাগল ছিলাম?

বেন খুব সম্ভবত আমার মনে কথাটা বুঝতে পারল। সে বলল, "আমরা দু'জনই দু'জনকে খুব ভালোবাসতাম ... এবং এখনো বাসি!"

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। একটু হাসলাম। কফিতে একটা বড় চুমুক দিয়ে সে আবার বইটার দিকে নজর দিল।

"তুমি ইংলিশে পড়তে," বেন বলল, "এলোমেলো ভাবে কয়েকটা চাকরি করেছিলে গ্র্যাজুয়েশনের আগে। সেক্রেটারির কাজ, সেলসের কাজ। আসলে তুমি তখনও জানতে না আসলে কি করতে চাও। আমি ব্যাচেলর ডিগ্রী নিয়ে টিচার্স ট্রেইনিং নিয়েছিলাম। কয়েকটা বছর বেশ টানাটানি ছিল আমাদের। তারপর আমার প্রমোশন হলো, বেতন বাড়লো। এরপর থেকে আমরা এখানেই আছি।"

আমি লিভিংরুমটায় ভালোভাবে নজর বোলালাম। সুন্দর, সাজানো, ছিমছাম। সাধারণ মধ্যবিত্তদের লিভিংরুম যেমনটা হয়। ফায়ারপ্লেসের উপরে একটা সুন্দর পেইন্টিং ঝুলছে। ঘড়ির পাশে ম্যান্টেলপিসের উপর কয়েকটা ছোট ছোট চাইনিজ ভাস্কর্য। আমি কি ঘর সাজাতে ওকে কোন সাহায্য করেছিলাম?

"আমি এখন একটা হাইস্কুলে পড়াই। স্কুলটা আমাদের বাসা থেকে বেশি দূরে না। আমি এখন সেখানকার ডিপার্টমেন্টাল হেড," বেন বলল। ওর কথায় অহংকারের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই।

"আর আমি?," জিজ্ঞেস করলাম। যদিও জানি উত্তরটা কী হতে পারে।

"এ্যাকসিডেন্টের পর তোমাকে চাকরি ছাড়তে হয়েছিল। তুমি এখন কিছু করো না," সে বোধহয় আমার হতাশাটা আঁচ করতে পারল, "আসলে তোমার এখন কোন কাজ করার প্রয়োজনও হয় না। আমি ভালো বেতন পাই। আরামেই কেটে যাচ্ছে আমাদের।"

আমি চোখ বন্ধ করে কপালে হাত রাখলাম। অনেক হয়েছে। আমি চাই বেন ওর মুখটা যেন বন্ধ রাখে। ও এর মাঝেই প্রয়োজনের চাইতে অনেক

BanglaBook.org

বেশি বলে ফেলেছে। সেসব হজম করতেই আমার খবর হয়ে যাচ্ছে। ও যদি আর কিছুক্ষণ এসব বলতে থাকে তাহলে মাথাটা ফেটে ঘিলু বের হয়ে গেলেও আমি অবাক হবোনা।

তাহলে সারাদিন আমি কী করি?

জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম। কিন্তু করলাম না। উত্তরটা শুনতে ইচ্ছে করছিল না আমার।

খাওয়া শেষ করে বেন ট্রে'টা নিয়ে কিচেনের দিকে গেল। কিছুক্ষণ পর হাতে একটা ওভারকোট নিয়ে ফিরে এলো, "আমার এখন বেরোতে হবে," বলল সে।

আমি আঁতকে উঠলাম। বেন অবশ্য সেটা বুঝতে পারল। বলল, "ভয়ের কিছু নেই। তুমি আরামেই থাকবে। আর ফোনে তো যোগাযোগ হবেই। অন্য দিনগুলোর মতো আজকের দিনটাও ঝামেলা ছাড়াই কেটে যাবে।"

"কিন্তু -, " একটা কিছু বলব ভাবছিলাম। কিন্তু সে থামিয়ে দিল।

"দেখো, আমার যেতেই হবে। জানি তোমার খারাপ লাগছে। সেজন্য আমি দুঃখিত। আসলে কিছু করার নেই," বেন বলল, "এসো, যাওয়ার আগে দরকারী জিনিসগুলো তোমাকে দেখিয়ে দিই।"

কিচেনে নিয়ে কোন কেবিনেটে কি রাখা আছে সব বুঝিয়ে দিল আমাকে। বলল, ফ্রিজে গতকালের কিছু খাবার আছে, চাইলে সেগুলো লাঞ্চে খেয়ে নিতে পারি। ফ্রিজের পাশে একটা মার্কার আর হোয়াইট বোর্ড ঝোলানো, বেন সেটা দেখিয়ে বলল, "আমি মাঝে মাঝে এখানে তোমার জন্য মেসেজ লিখে যাই।"

বেন বোর্ডে বড় করে শুক্রবার কথাটা লিখে রেখেছে। আর সেটার নিচে লেখা, লন্ড্রি? হাঁটাহাঁটি? ফোন? টিভি?

লাঞ্চ শব্দটার নিচে সে ফ্রিজের লেফ্‌টওভারের কথা লিখে রেখেছে। সেটার নিচে লেখা, *ছয়টার মধ্যে বাড়ি ফিরবো আমি*।

"তোমার একটা ডায়েরী আছে," বেন বলল, "ওখানে দরকারী ফোন নাম্বার আর বাসার ঠিকানা লেখা আছে। আর একটা সেলফোন ..."

"কি ফোন?," আমি জানতে চাইলাম।

"সেলফোন। মানে কর্ডলেস ফোন আরকি। সব জায়গায় ব্যবহার করা যায়। বাসার বাইরে গেলেও ওটা দিয়ে ফোন করতে পারবে। তোমার

BanglaBook.org

হ্যান্ডব্যাগে হাত দিলেই পেয়ে যাবে। যদি বাইরে যেতে চাও তাহলে এই জিনিসগুলো অবশ্যই সাথে নেবে।"

"ঠিক আছে," বললাম আমি।

লিভিংরুমে ফিরে গিয়ে সে হাতে একটা লেদারের ব্রিফকেস তুলে নিলো, "আসি তাহলে, কেমন?"

"আচ্ছা," বললাম আমি। আসলে বুঝতে পারছিলাম না যে কি বলা উচিত। মনে হচ্ছিল আমি বাচ্চা একটা মেয়ে। আমার স্কুলে যেতে হয় না। বাসায় টিউটর এসে পড়িয়ে যায়। আমাকে বাসায় একা রেখে বাবা-মা বাইরে কোথাও যাচ্ছে। যাবার আগে বলে যাচ্ছে *উল্টো পাল্টা কিছু করো না!*

যাওয়ার আগে আমার গালে একটা চুমু খেলো সে। আমি বাঁধা দিলাম না, তবে কোন প্রতুত্তরও দিলাম না। সে দরজার হাতলে হাত দিয়ে হঠাৎ থেমে গেল।

"ওহহো!," সে বলল, "আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম," সে কণ্ঠে জোর করে আনা আনন্দের একটা ভাব নিয়ে বলল। কিন্তু সেটাকে কেমন মেকি মনে হচ্ছিল । কিন্তু কথাটা শোনার পর বিষয়টা অতোটাও মেকি শোনাল না।

"ভাবছিলাম এই মাসের শেষে কোথাও যদি ঘুরতে যাওয়া যায়," সে বলল, "ওইদিন আমাদের এ্যানিভার্সারি, তাই ভাবছিলাম কোথাও ঘুরে আসলে যদি একটু ভালো লাগে তোমার ..."

"ঠিক আছে, যাব," আমি মাথা নাড়লাম।

ও হাসল। মনে হলো হাফ ছেড়ে বেঁচেছে। বলল, "কি মনে হয়? কোথায় গেলে ভালো হবে? সমুদ্রের কাছে গেলে কেমন হয়? ওই বাতাসটা আমার খুব প্রিয়। শরীর, মন একেবারে চনমনে করে দেয়!"

বেন দরজা খুললো, "আমি তোমাকে ফোন দিব, কেমন? দেখলে তুমি কীভাবে সবকিছু ধরে ফেলছো?"

"হ্যাঁ," আমি বললাম, "প্লিজ, ফোন করো।"

"আমি তোমাকে ভালোবাসি ক্রিস্টিন," সে বলল, "কথাটা মনে রেখো।"

সে দরজাটা বন্ধ করে দিল, আর আমি পেছনে ঘুরলাম।

ঘরে ফিরতে হবে, তাই!

BanglaBook.org

*

ডিশগুলো পরিষ্কার করে গুছিয়ে, লন্ড্রিগুলো মেশিনে দিয়ে আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে আছি আমি। নিজেকে যতটুকু পারা যায় ব্যস্ত রাখছি। কিন্তু চারিদিকে বাজে রকমের একটা নিঃসঙ্গতা। আমার কোন স্মৃতি নেই। বেনের কথা একবিন্দুও মিথ্যা নয়। পুরো বাড়িটাই আমার অপরিচিত। এমন একটা কিছুও নেই যেটা দেখে আমার মনে হয়েছে, আচ্ছা! এটা তো আগেও কোথাও দেখেছি!

স্ক্র্যাপবুক আর বাথরুমে টাঙানো ছবিগুলো বলতে গেলে কোন কাজেই আসছে না। একটা দুটো ছবি দেখে কিছু হালকা পাতলা স্মৃতি মনে পড়ল, তবে বেনের কোনকিছুই আমি মনে করতে পারছি না। যতটুকু মনে আছে, ততটুকু আজকে সকালেই মাত্র জানতে পেরেছি। অসহ্যকর একটা যন্ত্রণা!

আমি চোখবন্ধ করে কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করতে থাকলাম। যে কোন কিছু। গতকালের কথা, এর আগের ক্রিসমাসের কথা, যে কোন ক্রিসমাসের কথা, আমার বিয়ের দিনটার কথা। কিন্তু লাভ হলো না। আমার মাথায় কিচ্ছু নেই। সব ফাঁকা!

আমি উঠে দাঁড়ালাম। একটা ঘর থেকে আরেকটা ঘরে বেশ সময় নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকলাম। প্রতিটা ঘরের দেয়াল, আসবাপত্র ছুঁয়ে উদ্ভ্রান্তের মতন হাঁটতে থাকলাম। ডোরাকাটা কার্পেট, ম্যান্টেলপিসের উপর কয়েকটা ছোট চাইনিজ ভাস্কর্য, ডাইনিঙে সাজিয়ে রাখা তৈজসপত্র, কিছুই যেন আমার না! নিজেকে বোঝাতে থাকলাম, এ সবই আমার। একান্তই আমার। এটা আমার বাড়ি, বেন আমার হাজবেন্ড, এটাই আমার পরিচয় - কিন্তু পারলাম না। মনের ভেতর থেকে বাজে একটা অনুভূতি এসে গ্রাস করে ফেলল আমাকে। বলল, এসবের কিছুই তোমার না ক্রিস্টিন!

ক্লজেটে অনেকগুলো জামা-কাপড় ঝুলে আছে। একটাও আমার পরিচিত না। মনে হচ্ছে এসব অন্য কারও। এ সবকিছুই অন্য একটা মেয়ের। যার বাড়িতে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, যার সাবান আর শ্যাম্পু মেখে আমি কিছুক্ষণ আগে গোসল সেরেছি, যার স্লিপার পায়ে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছি। সে আমার মধ্যে ভূতের মতন লুকিয়ে আছে। অনেক ভেতরে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে নিজের চেহারার দিকে তাকালাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম নিজেকে। কপালের উপর বয়সের ছাপ পড়েছে। সেখানে একটা কালচে দাগ। চোখের নিচের চামড়াতেও লেগেছে বয়সের স্পর্শ। আমি আয়নার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। দাঁতগুলো ঠিকই আছে। তবে

BanglaBook.org

হাসলে গালের ভাঁজগুলো আর লুকিয়ে থাকে না। কপালের নিচে আর নাকের উপরে কয়েকটা ছোটছোট কালো দাগ। কালচে দাগ আর গালের উপর হালকা মেকআপ ঘষলাম আমি। আমার মা-ও অনেকটা এভাবেই মেকআপ করতেন।

আমার মায়ের চেহারার সাথে নিজের ঐলো খুঁজে পেলাম। কিছুক্ষণ তার কথা ভাবার চেষ্টা করলাম। তবে তেমন কিছু মনে পড়ল না। সবকিছু কেমন অস্পষ্ট আর ধোঁয়াটে। শীতের কুয়াশা রোদ পড়লে যেভাবে মিলিয়ে যায়, স্মৃতিগুলোও যেন সেভাবে হারিয়ে যাচ্ছিল।

আমি কিচেনে গিয়ে কেবিনেট খুলো পাস্তা, *আরবরিও* চালের একটা প্যাকেট আর *কিডনি বিনস* এর একটা ক্যান খুঁজে পেলাম। খাবারগুলোও আমার অপরিচিত। এসব কীভাবে রান্না করে সেটাও আমি জানি না।

হোয়াইট বোর্ড'টা এখন আর সাদা নেই। অনেকদিনের ব্যবহারে মলিন হয়ে গিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, এটার উপর দিয়েও কম ধকল যায় না।

আমার জীবনটা তাহলে এমনই?

ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি মার্কারটা তুলে নিয়ে বোর্ডে লিখলাম - *ব্যাগ গোছাতে হবে।*

আমার কানে অদ্ভুত একটা আওয়াজ ভেসে এলো। শব্দের উৎস খুঁজতে খুঁজতে আমি লিভিংরুমে চলে এলোম। শব্দটা আসছে আমার ব্যাগের ভেতর থেকে। চেইন খুলে পুরোটা ব্যাগ আমি সোফার উপর উল্টে ফেললাম। ছোট একটা পার্স, কয়েকটা টিস্যু, কলম, লিপস্টিক, পাউডারের বক্স আর প্লাস্টিকের উদ্ভট একটা খেলনা। খুব সম্ভবত এটাই বেনের বলে যাওয়া সেই *সেলফোন*!

ফোনটা হাতে নিলাম। একনাগাড়ে বেজেই চলছে। পুরোপুরি আন্দাজের উপর একটা বাটন চেপে কানে ধরলাম জিনিসটা।

"হ্যালো?," বললাম আমি। তবে উত্তরে যেই গলার স্বর শোনা গেল সেটা বেনের নয়।

"হাই," ওপাশ থেকে বলল, "ক্রিস্টিন? ক্রিস্টিন লুকাস?"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। নিজের পদবী অন্যের মুখে শুনে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম।

"ক্রিস্টিন, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন?," ওপাশ থেকে আবার বলে উঠল লোকটা।

BanglaBook.org

কে হতে পারে এই ভদ্রলোক? চাপা একটা অস্বস্তি অনুভব করা শুরু করলাম আমি। চাচ্ছিলাম ফোনটা কেটে দিতে।

"ক্রিস্টিন আমি ডক্টর ন্যাশ বলছি। প্লিজ, উত্তর দিন!," উদগ্রীব স্বরে উচ্চারণ করল লোকটা।

যদিও নামটা আমার একদমই পরিচিত নয়, তবুও উত্তর দিলাম, "কে বলছেন?"

ওপাশ থেকে কণ্ঠটা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, "আমি ডক্টর ন্যাশ। আমিই আপনার চিকিৎসা করছি বর্তমানে।"

আমার অস্বস্তিটা বেড়ে গেল, "আমার চিকিৎসা করছেন?," জানতে চাইলাম। কিন্তু আমি তো অসুস্থ নই - ভাবলাম আমি। পরক্ষণেই মনে হলো আমি সুস্থ কিনা, সেটাও একটা প্রশ্নের বিষয়!

"হ্যাঁ," অপরপ্রান্ত থেকে উত্তর এলো, "তবে চিন্তার কিছু নেই। আমরা বেশ কয়েকদিন ধরে আপনার হারানো স্মৃতি নিয়ে কাজ করছি।"

বেশ কয়েকদিন ধরে। ভাবলাম আমি। তার মানে আরেকজন পাওয়া গেল, যার সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই, সব ভুলে বসে আছি।

"হারানো স্মৃতি নিয়ে কাজ?," জিজ্ঞেস করলাম, "কী রকম কাজ?"

"এই রোগটা কীভাবে হলো সেটা বের করার চেষ্টা করছি। সাথে কীভাবে একটা সমাধানে আসা যায় সেটা নিয়েও কাজ করছি আমরা।"

ঘটনা কি? - ভাবলাম আমি। বেন তো এই বিষয়ে কিছু বলেনি আমাকে।

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না," বললাম আমি।

"আপনি কয়েক সপ্তাহ যাবত সপ্তায় দু' তিনবার করে আমার সাথে আপনার সমস্যাটা নিয়ে কনসাল্ট করছেন।"

আমার কি তাকে বিশ্বাস করা উচিত? সপ্তাহে দু' তিনবার করে তার সাথে আমার দেখা হয়, অথচ তার কোন স্মৃতিই আমার মাথায় নেই। উদ্ভট!

"আমি মনে করতে পারছি না কিছুই," আমি বললাম।

"চিন্তার কিছু নেই," লোকটার কণ্ঠস্বর খুব নরম শোনাল, "আমি বুঝতে পারছি বিষয়টা।"

লোকটা যদি সত্যিই আমাকে চিনে থাকে তাহলে আমার অবস্থাটা বোঝার কথা। সে জানাল তার সাথে আজকে একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার।

BanglaBook.org

"আজ?," আমি বলে উঠলাম। কিচেনের বোর্ডটায় বেনের লিখে যাওয়া কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করতে থাকলাম, "কিন্তু আমার হাজবেন্ড এ বিষয়ে কিছু বলে যায়নি আমাকে!"

কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। তারপর ন্যাশ বললেন, "আমার বিষয়ে বেন এখনও কিছু জানে না।"

সে আমার হাজবেন্ডের নাম জানে। তবুও তার কথা আমার কাছে নিপাট মিথ্যার মতন শোনাল, "এটা হতেই পারে না! বেন জানবে না কেন?"

ওপাশ থেকে নিঃশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া গেল, "দেখুন ক্রিস্টিন, আমাকে বিশ্বাস করতে হবে আপনার। দেখা হলে আমি সব কিছু গুছিয়ে বলব। আপনার সমস্যাটা নিয়ে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি!"

দেখা হলে গুছিয়ে বলবে? কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব? এক বিন্দু পরিচয় জানা ছাড়া কীভাবে তার সাথে দেখা করব আমি?

"আমি দুঃখিত," আমি জানালাম, "আমি পারব না।"

"ক্রিস্টিন," ন্যাশ বললেন, "ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনার ব্যাগে একটা ডায়েরী আছে। সেটা চেক করলেই বুঝতে পারবেন আমি সত্যি বলছি কিনা।"

"দাঁড়ান, এক সেকেন্ড," বলে সোফার উপর এলোমেলো করে রাখা জিনিসগুলোর মাঝে পড়ে থাকা ডায়েরীটা তুলে নিলাম। উপরে সোনালী হরফে চিকচিক করছে সালটা। ২০০৭।

"পেয়েছি," সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম।

"দয়া করে আজকের তারিখ লেখা পৃষ্ঠাটা চেক করুন। নভেম্বরের ত্রিশ তারিখ। পেয়েছেন?"

আমি ডায়েরীর পাতা উল্টে সেখানে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ খুঁজে পেলাম। সেখানে লেখা *৩০ নভেম্বর, ড. ন্যাশের সাথে দেখা করতে হবে*। এই হাতের লেখা আমার কোনকালেই পরিচিত ছিল না। অবাক করা বিষয় হলো সেটার নিচে লেখা - *বেন যেন না জানে!*

বেন কি এই চিরকুটটা দেখেছে? ও আমার ব্যক্তিগত জিনিস ঘেটে দেখে নাকি সেটাও তো জানি না! তবে কেন যেন মনে হলো ওর ঘেটে দেখার কোন কারণ নেই। সবগুলো পৃষ্ঠা সাদা। কোন বিশেষ দিন, কারও জন্মদিন, বা কোন উৎসব - কিচ্ছু নোট করা নেই এখানে। কিছুই না।

BanglaBook.org

কয়েকটা মুহূর্ত চিন্তা করলাম। তারপর বললাম, "ঠিক আছে। আমি দেখা করব।"

ন্যাশ বললেন তিনি এখানে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। এক ঘন্টার মতন সময় লাগবে তার।

"কিন্তু বেন?," আমি জানতে চাইলাম।

"চিন্তার কিছু নেই। ও ফিরে আসার আগেই আপনাকে পৌঁছে দিব।"

হচ্ছে না ম্যান্টেলপিসের উপর টিকটিক করতে থাকা ঘড়িটার দিকে তাকালাম আমি। জিনিসটা পুরনো। ভারী একটা কাঠের কেস আর মাঝে বড়সড় একটা ডায়াল। রোমান হরফগুলো জ্বলজ্বল করছে সেখানে। এগারোটা বেজে ত্রিশ মিনিট। সেটার পাশেই ঘড়িতে দম দেবার একটা রূপার চাবি শোভা পাচ্ছে। ঘড়িটা বেশ পুরনো। প্রায় এ্যান্টিক। আচ্ছা, এমন পুরনো একটা জিনিস আমাদের হাতে এলো কীভাবে? এই ঘড়ির পেছনে কি কোন ইতিহাস আছে? মনে হয় নেই। হয়তো আমি আর বেন কোন একটা এ্যান্টিক শপে কেনা-কাটা করতে গিয়েছিলাম, তারপর হয়তো এটা পছন্দ হয়ে গিয়েছিল।

আমি এই একবারই লোকটার সাথে দেখা করব। তারপর বেন বাড়ি ফিরলেই ওকে সব খুলে বলব। এরকম একটা বিষয় আমি কেন ওর থেকে লুকিয়ে রেখেছি আমি বুঝতেই পারছি না। ওর উপর আমি পুরোপুরি নির্ভরশীল। এভাবে কিছু গোপন করা একদমই শোভন দেখায় না।

কিন্তু ন্যাশের কণ্ঠস্বরটা আমার কেন যেন পরিচিত মনে হচ্ছে। বেনের মতন তাকে একেবারেই অপরিচিত মনে হচ্ছে না। মনে হলো বেন থেকে বরং ড. ন্যাশকেই আমার বিশ্বাস করতে আটকাচ্ছে না কোথাও!

আপনার সমস্যাটা নিয়ে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি - লোকটার এই কথাটা আমার মাথায় বিঁধে আছে। কতটুকু এগিয়েছি সেটা আমি জানতে চাই।

"ঠিক আছে," বললাম আমি, "চলে আসুন। আমি অপেক্ষা করছি।"

*

"আমি একজন নিউরো-সাইকোলজিস্ট," ন্যাশ হাসিমুখে বললেন। মিটিঙের সময়গুলোতে হয়তো প্রতিবারই আমাকে নতুন করে পরিচয় দিতে হয় তার, "আমি ব্রেইন ডিজঅর্ডারের রোগীদের নিয়ে কাজ করি। তবে নিউরো-ইমেজিং টেকনিকগুলোতেও আমার যথেষ্ট ইন্টারেস্ট আছে। আসলে মেমোরি প্রসেসিং আর ফাংশন নিয়ে জানার খুব আগ্রহ আমার। মেডিকেল

BanglaBook.org

জার্নালে আপনার বিষয়ে একবার পড়েছিলাম। সেখান থেকেই খুঁজতে খুঁজতে আপনার সাথে পরিচয়।"

আমি আর ডক্টর ন্যাশ টাউনের শেষ প্রান্তের ছিমছাম একটা পার্কের ক্যাফেতে মুখোমুখি বসে আছি। ফোনে কণ্ঠস্বর শুনে তাকে যেরকম বয়স্ক মনে হয়েছিল বাস্তবে একেবারেই উল্টো। তার বয়স বেশ কম। ভেতরে এসেই তিনি বললেন আগে কোথাও বসে আমার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে চান। পার্কের ভেতরে একটা সুন্দর ক্যাফে আছে। সেখানে কফি খেতে খেতে গল্প করা যাবে। লোকটা পুরোপুরি অপরিচিত। তারপরও, আমার ভেতর থেকে কেমন একটা আওয়াজ এসে বলল তাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে। কিন্তু মনের আরেকটা অংশ সাথে সাথে সতর্ক করে দিল, যে কোন সময় কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে। আমি একটা বাচ্চার থেকেও বেশি অসহায়!

"মেডিকেল জার্নাল?," আমি ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ। আপনার রোগটা নিয়ে বেশ কয়েকটা মেডিকেল জার্নালে কেস স্টাডি করা হয়েছিল। পরে আপনাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়ার আগে যেখানে আপনার ট্রিটমেন্ট চলছিল সেখানে খোঁজ নিলাম। সেখান থেকেই একটু বুদ্ধি খাটিয়ে আপনার ঠিকানা বের করেছি।"

"কিন্তু আমাকে এভাবে খুঁজে বের করার মানে কী?"

সে হাসল। বলল, "আমি অনেক দিন ধরেই এই ধরণের রোগীদের নিয়ে কাজ করছি। গতানুগতিক পেশেন্টদের যেভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়, এই ধরণের কেসের জন্য আমার মতে সেটা যথেষ্ট না। তাদের আরও ইনটেনসিভ চিকিৎসা দিতে হবে বলে আমার বিশ্বাস। আপনার কেসটা দেখে মনে হয়েছে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব, আর তাছাড়া," সে একটু থামলো, "আমি আপনার উপর একটা পেপার করছি। আপনার কেসটা একটু বেশিই উদ্ভট। এই ব্যাপারটা নিয়ে রিসার্চ করলে ব্রেইন আর মেমরী কীভাবে কাজ করে সেটার একটা নতুন দিক উন্মোচন করা যাবে।"

ডিজঅর্ডার, রিসার্চ, উদ্ভট - এই বাক্যগুলো আমার মাথায় ঘুরপাক খাওয়া শুরু করল। একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকলাম। পারলাম না। একটা শরীরের মাঝে এখন দু'টো স্বত্ত্বা। একটা ৪৭ বছর বয়স্ক একজন মহিলোর। শান্ত, ভদ্র। আরেকটা বিশ বছর বয়স্ক তরুণীর। সে মোটেই স্থির না। ছটফট করছে। আমি বুঝতে পারলাম না আমি আসলে কোনটা। দূর থেকে ভেসে আসা ট্রাফিকের আওয়াজ, খেলতে থাকা বাচ্চাদের

BanglaBook.org

কোলাহলো আমার কানে এসে আওয়াজ করছে। নাহ্, নিজের এই বয়স্ক স্বত্তাকে আমি মেনে নিতে পারছি না।

"দেখুন," আমি বললাম, "এসব কী হচ্ছে আসলে? আজ সকালে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা রুমে এক আধবুড়ো লোকের পাশে আমার ঘুম ভেঙেছে, যে নিজেকে আমার হাজবেন্ড হিসেবে দাবি করছে। অথচ আমার মনে হচ্ছে এই লোককে আমি জীবনেও দেখিনি। আর এখন আপনি, কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে আমার থেকেও বেশি চেনেন। এসব আর নিতে পারছি না আমি!"

ন্যাশ খুব ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন, "স্বাভাবিক। দেখুন, আপনি একজন অ্যামনেশিয়ার রোগী," তিনি আমার হাতের উপর হাত রাখলেন, "অনেক বছর ধরে এই রোগটা আপনার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনি নতুন স্মৃতিগুলো মাথায় রাখতে পারছেন না। পুরো তরুণ বয়সটাই আপনি ভুলে গিয়েছেন। প্রতিদিন একজন তরুণী হিসেবে আপনার ঘুম ভাঙে। মাঝেমাঝে ঘুম ভেঙে নিজেকে আপনি একদম বাচ্চাও ভাবেন।"

"তার মানে এটা সত্য?," একজন ডক্টরের মুখে কথাটা শুনতে আমার একদমই ভালো লাগল না।

"হ্যাঁ," তিনি উত্তর দিলেন, "আপনি ঘুম ভেঙে যাকে দেখেছেন, তিনি আপনার হাজবেন্ড - বেন। আপনারা অনেক বছর ধরেই সংসার করছেন। এই বিচ্ছিরি রোগে আক্রান্ত হওয়ার অনেক আগে থেকে ... আচ্ছা, আপনার কপালে কি হয়েছে?"

"কপালে?," আমি অবাক হলাম। পরক্ষণেই ওই কালচে দাগটার কথা মনে পড়ল। মেকআপ দিয়েও সেটা পুরোপুরি ঢাকা পরে নি, "ঠিক বলতে পারছি না।"

ন্যাশ কোন উত্তর দিলেন না। নিঃশব্দে কফির মগে চুমুক দিলেন।

"তার মানে আমার হাজবেন্ডই আমার দেখাশোনা করে?," আমি জানতে চাইলাম।

কফির মগটা টেবিলে রেখে ন্যাশ আমার দিকে তাকালেন, "হ্যাঁ, এখন উনিই আপনার দেখাশোনা করছেন। তবে এর আগে আপনার অবস্থা অনেক গুরুতর ছিল। আপনাকে সবসময়ই চোখে চোখে রাখতে হতো। তখন আপনি একটা হসপিটালে ছিলেন। কয়েকমাস আগে আপনার হাজবেন্ড সেখান থেকে আপনাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে।"

BanglaBook.org

তার মানে আমার কিছুটা উন্নতি হয়েছে, ভাবলাম আমি। আরও খারাপ সময়গুলোর কোন স্মৃতি নেই বলে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলাম।

"আমার মনে হয় সে আসলেই আমাকে ভালোবাসে," হালকা হেসে বাক্যটা উচ্চারণ করলাম।

"আমারও তাই মনে হয়," মগে একটা চুমুক দিয়ে বললেন তিনি।

"কিন্তু সে আপনার বিষয়ে কিছু জানে না কেন?," প্রশ্ন করলাম।

কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। সে হাতের উপর ভর দিয়ে একটু কাছে ঝুঁকে এলো, "আমি মিথ্যা বলব না," সে বলল, "আসলে আমিই আপনাকে বলেছিলাম বেনকে বিষয়টা না জানাতে।"

একটা জমাট বাঁধা ভয় আমার পেটের ভেতর কেমন করে উঠল যেন। জিজ্ঞেস করলাম, "এর কারণ?"

"এখন পর্যন্ত অনেক ডক্টর, সাইকিয়াট্রিস্ট, সাইকোলজিস্ট বেনকে আপনার রোগটা নিয়ে কাজ করার কথা অফার করেছিল। কিন্তু বেন সবসময়ই আপনাকে এসব প্রফেশনাল হেল্প থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে। সে বলেছে এর আগে বেশ বড় সময় ধরে আপনার চিকিৎসা হয়েছে। সেটা আপনাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু ফলাফল শূন্য। তিনি নতুন করে আর কোন কষ্ট দিতে চান না আপনাকে।"

তার মানে কী বেন চায় না যে আমি সেরে উঠি? - ভাবলাম আমি, "এ কারণে আপনি তাকে না জানিয়েই আমাকে এসব বুঝিয়েছেন? যাতে আমি আপনার সাথে দেখা করি?"

"হ্যাঁ," তিনি উত্তর দিলেন, "আমি প্রথমে বেনের সাথেই যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে মুখের উপর না করে দিয়েছিলেন। তাই সরাসারি আপনার সাথে যোগাযোগ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।"

"কিন্তু যোগাযোগটা করেছিলেন কীভাবে?," অবাক হয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলাম আমি।

"আপনার বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আপনার বের হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। একটা সময় আপনি বের হলেন। আপনার কাছে নিজের পরিচয় দিলাম। কিন্তু প্রথমে কথাই বলতে চাচ্ছিলেন না আমার সাথে। পরে বহু কষ্টে শুধু একটা সেশনের জন্য রাজি করালাম আপনাকে। বললাম, আপনি যদি বেন কে না জানান, তাহলে সেটা আমার জন্য ভালো, আর যদি জানাতে চান - সেটা একান্তই আপনার ব্যাপার ..."

BanglaBook.org

"... আর আমি ঠিক করেছিলাম যে আমি জানাব না?," চোখে প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে তাকালাম।

"হ্যাঁ," ন্যাশ বললেন, "আপনি বলেছিলেন আপনার অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত আপনি বেনের কাছ থেকে বিষয়টা গোপন রাখবেন।"

"সেরকম কিছু কি হয়েছিল?"

"কোন রকম?"

"উন্নতি," বললাম আমি, "কোন উন্নতি হয়েছিল?"

ন্যাশ মগে একটা চুমুক দিয়ে সেটা টেবিলের উপর রাখলেন, "আসলে এসব ক্ষেত্রে উন্নতির বিষয়টা একটু আপেক্ষিক। তবে শেষ কয়েক সপ্তাহে আপনার হারিয়ে যাওয়া অনেক স্মৃতিই আপনি মনে করতে পেরেছেন। আশার কথা হচ্ছে ওই স্মৃতিগুলো আপনি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। এতো দিনের চিকিৎসার পরও সেগুলো আপনি মনে করতে পারছিলেন না। আর তাছাড়া কিছু কিছু সময় আপনার স্মৃতি বেশ ভালো কাজ করছে। এখন আপনি মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে মনে করতে পারেন যে আপনি বিবাহিত। আর ..."

সে থামলো, "আর?," জানতে চাইলাম।

"আপনি এখন আর বেন এর উপর অতটা নির্ভরশীল না।"

"এতটুকুই?"

"এটা কিন্তু হেলোফেলার কথা না মতন না ক্রিস্টিন," বললেন তিনি, "অনেক বড় একটা উন্নতি!"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। প্রায় খালি হয়ে যাওয়া মগ থেকে কফির শেষ চুমুকটুকু শেষ করলাম। বিশ্বাসই হতে চায় না যে এই জায়গাটা আমার বাড়ি এতো কাছে। কারণ আর কিছুই না। আমার স্মৃতি। সবকিছুই আমার কাছে অচেনা।

"আপনি বলেছিলেন আমি বেশ কিছুদিন ধরে আপনার সাথে কনসাল্ট করছি," আমি বললাম, "আমরা মূলত কী করছি?"

"আপনার কিছুই মনে নেই?"

"না। আমার মনে হচ্ছে আমি জীবনে এই প্রথম আপনার চেহারা দেখলাম।"

BanglaBook.org

"বিচিত্র সমস্যা," ন্যাশ মাথা নাড়লেন, "তবে মাঝে মাঝে আপনার এমন হয়। আপনি কিছুই মনে করতে পারেন না।"

"আপনার কোন সেশনের স্মৃতিই আমার মাথায় নেই। এমনকি গতকাল কি হয়েছে আমি সেটাও মনে করতে পারছি না। এই বছর বা এর আগের বছর। কিচ্ছু না। কিন্তু বহুবছর আগের স্মৃতিগুলো ভাসা ভাসা মনে পড়ছে। ছোটবেলার কথা, মায়ের কথা, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কথা। যদি সবকিছুই মুছে যায় মাথা থেকে তাহলে এই স্মৃতিগুলো কীভাবে মনে করতে পারছি?"

"মেমোরি জিনিসটা খুব কমপ্লেক্স। আমাদের শর্ট-টার্ম মেমোরি এক মিনিট বা এর থেকে সামান্য বেশি কিছু সময় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মনে রাখতে পারে। তারপরই সেটা ট্রান্সফার হয়ে যায় লং-টার্ম মেমোরিতে। মেমোরির এই দুটো অংশ ব্রেইনের বিভিন্ন পার্টস থেকে নিয়ন্ত্রণ হয়। এদের মধ্যে আবার নিউরাল কানেকশনও আছে," তিনি একটু থামলেন, "সাধারণ এ্যামানেশিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সব থেকে কমন যেটা, সেটা হচ্ছে আক্রান্ত ব্যক্তি অতীতের কিছুই মনে করতে পারে না। অনেক সময় বর্তমান সময়ের স্মৃতিও খুব বাজে ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ধরুন কেউ যদি গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করে মাথায় চোট পায়, এমনও হতে পারে যে সে অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার সময় বা এর দু' তিন সপ্তাহ আগের কিছুই মনে করতে পারবে না। কিন্তু এর আগের সবকিছুই আবার স্পষ্ট মনে করতে পারবে।"

"আর অন্যটা?"

"ওটা খুব বিরল। এক্ষেত্রে শর্ট টার্ম মেমোরি লং-টার্মে ট্রান্সফার হওয়ার সিস্টেমটা ব্যহত হয়। এরা শুধুই বর্তমান সময়ে থাকে। ইংলিশে বললে, দে লিভ ইন দ্য মোমেন্ট। পুরনো স্মৃতির খুব ছোট ছোট অংশ এরা মনে রাখতে পারে।

কিছুক্ষণের নীরবতা। বললাম, "তার মানে আমার দুটোই আছে?"

ন্যাশ হালকা কেশে গলা পরিষ্কার করল, "বিষয়টা তাই। এটা একেবারেই বিরল। তবে আরোগ্যের উর্ধ্বে নয়। মূল সমস্যাটা হলো আপনার অ্যামনেশিয়ার ধরণ। শৈশবের পরের কোন স্মৃতিই আপনি মনে করতে পারেন না, কিন্তু কোন একটা বিচিত্র উপায়ে আপনি নতুন স্মৃতিগুলো মাথায় রাখতে পারছেন। আমি কখনও এমন কেস দেখিনি। আমি যদি এখন এখান থেকে উঠে চলে গিয়ে আবার দু'মিনিট পর ফেরত আসি, বেশীরভাগ অ্যামনেশিয়ার রোগীই আমাকে আর চিনতে পারবে না। কিন্তু আপনি এসব মনে রাখতে পারেন, তবে চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত - তারপর ভুলে যান। সাধারণত এমন হয় না

BanglaBook.org

কখনও। সত্যি কথা বলতে এমন হওয়ার কোন মানেই নেই। ব্রেইনের মেমরী ফাংশন সম্পর্কে আমাদের যেই প্রচলিত ধারণা আছে, সেটার সাথে এই বিষয়টা একেবারেই মেলেনা। এক্ষেত্রে এটা বেশ স্পষ্ট যে আপনি শর্ট টার্ম মেমোরি গুলো লং-টার্মে ট্রান্সফার করতে পারছেন, কিন্তু সেটা কেন প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে পারছেন না, এটা একটা রহস্য।"

আমি একটা বিক্ষিপ্ত জীবন যাপন করছি। কিন্তু বিক্ষিপ্ত টুকরো গুলো পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। সেগুলো হয়তো কখনও জোড়া লাগার একটা সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে নিজের কপালটা এতোটাও মন্দ আচরণ করেনি আমার সাথে - ভাবলাম আমি।

"কিন্তু এই সমস্যাটা শুরু হয়েছিল কীভাবে?"

সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। জায়গাটায় একটা নীরবতা নেমে এলো। আমার মনে হলো বাতাসটাও থেমে গিয়েছে। সে বলল, "অনেক কারণেই হতে পারে। রোগ, মানসিক আঘাত, ড্রাগস নেওয়া। এটা আসলে একেকজনের ক্ষেত্রে একেক রকম।"

"কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কারণটা কি?"

ন্যাশ আমার দিকে তাকলো, "বেন আপনাকে কি বলেছে?"

"সে আমাকে সেভাবে কিছু বলেনি। বলেছে আমার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।"

"হ্যাঁ," টেবিলের নিচে রাখা ব্যাগটা উপরে তুললো সে, "একটা মানসিক আঘাত থেকে আপনার অ্যামনেশিয়ার সূত্রপাত হয়েছিল। সে ঠিকই বলেছে। এক অর্থে সেটা অ্যাকসিডেন্টই," বলে সে ব্যাগ খুলে একটা ডায়েরী বের করল। তারপর সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটা আপনার কাছে রাখুন। আমি সবকিছুই বিস্তারিত বলব আপনাকে।"

আমি ডায়েরীটা হাতে নিলাম। বললাম, "এটা দিয়ে আমি কি করব?"

"এটা একটা ডায়েরী," ন্যাশ বললেন, "কয়েক সপ্তাহ যাবত এটা আপনার কাছেই ছিল।"

আমি অবাক হলাম, "ডায়েরী?," যদি এটা আমারই হয়ে থাকে তাহলে সেটা তার কাছে গেল কীভাবে? - ভাবলাম আমি।

"হ্যাঁ," তিনি উত্তর দিলেন, "আপনি এখন কি কি করছেন এখানে সবকিছু লেখা আছে। আসলে এটা আপনার চিকিৎসার একটা অংশ। আপনার পুরনো

BanglaBook.org

স্মৃতির কতটুকু আপনি ব্যবহার করতে পারছেন এই ডায়েরী দিয়ে আমি সেটা বোঝার চেষ্টা করছি।"

"তার মানে এখানে যা আছে সব আমারই লেখা?"

"হ্যাঁ। আমি আপনাকে বলেছিলাম মাথায় যা আসে তাই লিখে রাখতে এখানে। আসলে এটা অনেক অ্যামনেশিয়াকই চিকিৎসার একটা পর্যায়ে ব্যবহার করে থাকে। আর তাছাড়া আমি মনে করি স্মৃতিশক্তি একটা মাসলের মতো। সেটাকে যত ব্যবহার করা হবে ততই ভালো কাজ করবে।"

"আমার হাজবেন্ড কি এই ডায়েরীটা পড়েছে?"

"না," তিনি বললেন, "আপনি এটা গোপনে লিখছেন।"

"কিন্তু কীভাবে?," আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ও তো আজ সকালে একটা ডায়েরীর কথা বলেছে আমাকে!"

"খুব সম্ভবত সে অন্য কোন ডায়েরীর কথা বলেছে। আপনি এটা গোপনেই লিখছেন। আর তাছাড়া আমি প্রতিদিন ফোন করে এই ডায়েরীটা লুকিয়ে রাখার কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিয়েছি। আমি মোটামুটি নিশ্চিত, বেন এটা পড়ে দেখেনি।"

কিন্তু কেন? - ভাবলাম আমি। এখানে এমন কি আছে যেটা আমি বেনের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাইবো?

"আপনি পড়েছেন এই ডায়েরীটা?," জানতে চাইলাম।

"কিছুদিন আগে আপনি আমাকে ডায়েরীটা দিয়ে পড়ে দেখতে বলেছিলেন। ওই একবারই পড়েছিলাম আমি।"

আমি ডায়েরীটার দিয়ে তাকিয়ে কেমন একটা উত্তেজনা অনুভব করলাম। আমার লেখা একটা ডায়েরী। যেটা হতে পারে আমার হারিয়ে যাওয়া অতীত আর বর্তমানের একটা যোগসূত্র।

"আপনি কি পুরো ডায়েরীটাই পড়েছেন?"

"হ্যাঁ। তবে আমি কিন্তু আপনাকে জোর করিনি। আপনি নিজেই আমাকে সেটা পড়তে বলেছিলেন।"

আমি মাথা নাড়লাম। ডায়েরীর পাতা উল্টাতে উল্টাতে নিঃশব্দে বাকি ড্রিংকটুকু শেষ করলাম। প্রথম পৃষ্ঠাতে কিছু তারিখ দেখা গেল। আমি ন্যাশকে প্রশ্ন করলাম, "এগুলো কিসের তারিখ?"

BanglaBook.org

"এই দিনগুলোতে আপনি আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। যদিও এ্যাপয়েনমেন্ট থাকলে আমি ফোন করে মনে করিয়ে দিই।"

"কিন্তু আজকের তারিখটা অন্য একটা ডায়েরীতে লেখা ছিল।"

"এই ডায়েরীটা আমার কাছে ছিল। তাই ওখানেই মিটিংটার কথা লিখে দিয়েছিলাম আমি।"

আমি মাথা নেড়ে ডায়েরীটার পৃষ্ঠা উল্টে দেখতে লাগলাম। পাতার পর পাতা হিজিবিজি হাতের লেখা। নিজের লেখা আমি চিনতেই পারছি না।

আমি ডায়েরীটা বন্ধ করলাম। আমার পাশের টেবিলে জিন্স আর টি-শার্ট পড়া এক যুবক এসে বসল। সে একবার আমার দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলো। দ্বিতীয়বার তাকানোর মতন কোন প্রয়োজন তার ভাব ভঙ্গিতে টের পাওয়া গেলনা। টেবিলের উপর রাখা পত্রিকাটা নিয়ে সে নজর বোলানো শুরু করল। আমার ভেতরের থাকা বিশ বছরের তরুণীর মন কেঁদে উঠল। মনে হলো আমি অদৃশ্য। আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছেনা।

"আমি কি এখন উঠতে পারি?," প্রশ্ন করলাম।

ন্যাশ মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আমরা যে পথে এসেছিলাম সে পথেই হেঁটে গাড়ির দিকে এগোনো শুরু করলাম। আকাশে মেঘ করেছে। আশ-পাশটা কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে। বাতাসে হালকা কুয়াশা।

"আমরা কি এখানে প্রায়ই দেখা করি?" ন্যাশের কাছে জানতে চাইলাম।

"না, অফিসেই দেখা হয় আমাদের।"

"তাহলে আজ এখানে কেন?"

"আমি আপনার ডায়েরীটা ফেরত দিতে চাইছিলাম। জিনিসটা আপনার কাছে নেই ভেবে দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিল ।"

"আমি কি এটার উপর খুব বেশি নির্ভরশীল?"

"এক অর্থে হ্যাঁ, আপনি এটার উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল।"

গাড়িতে করে আমরা এগোতে থাকলাম। পথ ঘাট সবকিছু আমার অচেনা। অন্ধকার হয়ে আসছে। রাস্তার সব বাতিগুলো জ্বলে কেমন অদ্ভুত একটা আলো ছড়াচ্ছে। খানিকক্ষণ পর ন্যাশ সামনে বাগানওয়ালা একটা বাড়ির সামনে গাড়িটা থামালেন। পরমুহূর্তেই আমি জায়গাটা চিনতে পারলাম। এটা আমার

BanglaBook.org

বাড়ি। আমি আর বেন এখানেই থাকি। যদিও এ বিষয়টা মেনে নিতে আমার বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

"আপনি কি ভেতরে আসবেন?," গাড়ি থেকে নেমে জানতে চাইলাম।

"না," তিনি বললেন, "আজ না। আমি আমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে যাব। এই সপ্তায় ওর সাথে একবারও দেখা হয়নি।"

আমি মুচকি হাসলাম। এই ছোটখাটো বিষয়গুলো আমার মনে থাকার কথা। কিন্তু থাকছেনা। হতে পারে ডায়েরীতে লেখা বিক্ষিপ্ত লেখাগুলোর মাঝে এই স্মৃতিগুলোর টুকরো কিছু অংশ আমি রেখে দিয়েছি। এই টুকরোগুলোর উপরই আমার এই জীবনটা ঝুলে আছে।

"আমি তাহলে ভেতরে যাই। আমার ব্যাগ গোছাতে হবে। আমরা ঘুরতে যাচ্ছি এই মাসের শেষে। খুব সম্ভবত সমুদ্রের দিকে।"

"গুডবাই ক্রিস্টিন," তিনি হাসলেন, "ডায়েরীতে আমার নাম্বার লেখা আছে। যদি আমার কাছে ট্রিটমেন্ট চালিয়ে যেতে চান তাহলে আমাকে ফোন করতে দ্বিধা করবেন না।"

"যদি?," অবাক হলাম, "আমি তো ভেবেছি আমি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আমার চিকিৎসা চালিয়ে যাবেন!"

"আপনি ডায়েরীটা পড়া শুরু করুন। তাহলে সব বুঝে যাবেন।"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না!"

"পারবেন," তার স্বর নরম শোনাল, "একবার পড়া শুরু করলেই সব বুঝতে পারবেন আপনি। সত্যি বলছি।"

"ঠিক আছে," বললাম আমি। অনুভব করলাম এই লোকটাকে আমি বিশ্বাস করি। ভেবে আস্বস্ত হলাম যে শুধু বেনের উপরই আমি নির্ভরশীল না।

"আজ তাহলে আসি," ন্যাশ বললেন, "প্রয়োজন মনে করলে অবশ্যই ফোন করবেন।"

গাড়িটা ধীরে ধীরে আমার বাড়ির সামনে থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা দেখা গেলো, আমি তাকিয়ে থাকলাম। ভেতরে এসে এক কাপ কফি বানিয়ে লিভিং রুমে ডায়েরীটা নিয়ে বসলাম। ভেতরে ভেতরে আমার খুবই নার্ভাস লাগছে। জানি না এর ভেতরে কি অপেক্ষা করছে।

BanglaBook.org

কফি টেবিলের উপর বেনের বানানো স্ক্র্যাপবুক'টা পড়ে আছে। সেখানে আমার অতীতের একটা ভার্সন আছে, তবে সেটা বেনের বানানো। কিন্তু ন্যাশের দেওয়া এই ভার্সন'টায় কি আছে?

আমি সেটা খুললাম। নিজের হাতের লেখায় ক্রিস্টিন লুকাস নাম'টা জ্বলজ্বল করছে। আমি পৃষ্ঠা উল্টালাম। সাথে সাথে আমার মনে হলো আমার ভেতরের সবকিছু উল্টে পাল্টে যাচ্ছে। পেটের ভেতরে যেন হাজারটা প্রজাপতি ডানা ঝাপটাচ্ছে। নীলচে কালিতে বড়বড় অক্ষরে সেখানে লেখা-

বেনকে ভুলেও বিশ্বাস করো না!

কাঁপা কাঁপা হাতে আমি পৃষ্ঠা উল্টালাম। আমার ইতিহাস পড়া শুরু করলাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

২.

ক্রিস্টিন লুকাসের ডায়েরী

শুক্রবার, নভেম্বরের চার তারিখ।

আমি ক্রিস্টিন লুকাস, বয়স সাতচল্লিশ, একজন অ্যামনেশিয়ার রোগী। অপরিচিত একটা বিছানায় বসে আমার জীবনের গল্প লিখছি। আমার পরণে একটা সিল্কের নাইটি। নিচে যে লোকটা বসে আছে, ওর নাম বেন। সে নিজেকে আমার হাজবেন্ড হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। ওর মতে এই সিল্কের নাইটিটা ছিল আমার ছেচল্লিশতম জন্মদিনের উপহার।

এই মুহূর্তে আমার রুমটা নিস্তব্ধ। একমাত্র আলোর উৎস হিসেবে কাজ করছে বেডসাইড টেবিলের উপর রাখা ল্যাম্পটা। একটা মোলায়াম কএলোটে আলো। আমার মনে হচ্ছে আমি ভাসছি। বিশাল একটা আলোর নদীতে আমি ভেসে যাচ্ছি।

রুমের দরজাটা বন্ধ করা। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে লিখছি। লিভিংরুম থেকে বেনের টুকটাক আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সোফায় ওর নাড়াচাড়া, মাঝে মধ্যে গলা খাকারি দেবার শব্দ। ওর উপরে উঠে আসার কোন আওয়াজ পেলেই আমি ডায়েরীটা লুকিয়ে ফেলব। বিছানার নিচে, নাহলে বালিশের ভেতর। আমি চাই না সে আমার এই লেখা পড়ুক। ডায়েরীর বিষয়ে কিছুই জানাতে চাইনা ওকে।

বেডসাইড টেবিলে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকালাম। প্রায় এগারোটা। আমার আরও দ্রুত লেখা উচিত। হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই টেলিভিশনের আওয়াজটা বন্ধ হয়ে যাবে, ফ্লোরবোর্ডের উপর পাওয়া যাবে মৃদু পদশব্দ, কিচেনের লাইট বন্ধ করে দেওয়ার মৃদু আওয়াজ কিংবা গ্লাসে পানি ভবার শব্দ। নাকি সে সরাসরি এখানে চলে আসবে? আমি জানি না। তার স্বভাব-চরিত্র নিয়ে আমার কোন ধারণাই নেই। এমনকি নিজের ব্যাপারেও আমি বেশি কিছু জানি না।

BanglaBook.org

এর কারণ আমার স্মৃতি। ডক্টর ন্যাশ বলেছেন আজ রাতে ঘুমানো মাত্রই আমার মস্তিষ্ক আজকের সব স্মৃতি মুছে ফেলবে। আগামীকাল আমি আবার আজকের মতন জেগে উঠবো। তখন মনে হবে আমি একটা বাচ্চা মেয়ে। জীবন কাটানোর জন্য পুরোটা সময় সামনে পড়ে আছে।

তারপর ভুলটা ভাঙবে। বুঝব যে আমি যা ভাবছি সেটা আসলে মিথ্যা। কারণ অর্ধেকটা জীবন এরইমধ্যে কাটানো শেষ হয়ে গিয়েছে।

আমার ডক্টরের নাম এডমুন্ড ন্যাশ। সকালে আমাকে ফোন দিয়ে জানিয়েছিলেন যে তিনি আসছেন। তারপর তার গাড়িতে করে আমাকে অফিসে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বলেছিলাম যে তাকে একদমই চিনতে পারছি না আমি। কথা শুনে তিনি হেসে ফেলেছিলেন। তবে প্রাণবন্ত হাসি। সেখানে বিদ্রুপের কোন ছাপ ছিল না।

অফিসে পৌছানোর পর তিনি ডেস্কের উপর রাখা কম্পিউটারে আমাকে একটা ভিডিও দেখতে দিলেন। সেখানে আমি ন্যাশ এর মুখোমুখি বসে আছি। এই অফিসটাতেই। সবকিছু একইরকম। শুধু আমার পরণের কাপড়টা আলাদা। তিনি আমাকে আয়নাতে কয়েকটা শেইপ দেখিয়ে সেগুলো কাগজে আঁকতে বলছিলেন। শেইপগুলো উল্টো দেখাচ্ছিল বলে আমার বুঝতে খুব সমস্যা হচ্ছিল । আঁকা শেষ করে কাগজটা ন্যাশের হাতে দেওয়ার পর তিনি মুচকি হেসে বললেন, "ভালো হয়েছে। এবার আগের থেকেও কম সময় নিয়েছেন।"

তিনি জানালেন আমার নিউরণের কোথাও না কোথাও আমার এই প্র্যাকটিস গুলো জমানো থাকছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে আমার লং-টার্ম মেমোরি মোটামুটি ভালোই কাজ করছে।

আমি হাসলাম। তবে মোটেও আশ্বস্ত দেখাল না আমাকে।

ন্যাশ ভিডিওটা বন্ধ করে বললেন, তিনি কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার চিকিৎসা করছেন। এই কয়দিনে তিনি যেটা বুঝতে পেরেছেন সেটা হলো মাথায় আঘাত পাওয়ার পর আমার এপিসোডিক মেমোরিতে বেশ বড় একটা ঝামেলা হয়েছে। এর মানে আমি নির্দিষ্ট কোন ঘটনা এবং নিজের অটোবায়োগ্রাফিকাল বিষয়গুলো মনে রাখতে পারি না। এটা একটা নিউরোলজিক্যাল সমস্যা। সেটা স্ট্রাকচারাল, কেমিক্যাল অথবা হরমোনাল ইমব্যালেন্স এর কারণেও হতে পারে। তবে কথা হচ্ছে এই রোগটা খুবই বিরল আর সব থেকে ভয়ের কথা হলো রোগটা খুব বাজে ভাবে আমাকে ধরে বসেছে।

BanglaBook.org

কতটা বাজে ভাবে?

আমি জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, মাঝে মাঝে ঘুম থেকে ওঠার পর আমি শৈশবের কথা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারি না। আমি আজকের দিনটার কথা ভাবলাম। ঘুম থেকে জাগার পর নিজেকে তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের তরুণী মনে হচ্ছিল । এর পরের কোন কিছুই আমি মনে করতে পারছিলাম না।

"এরকম কখন হয় আমার? মাঝে মাঝে? নাকি সবসময়?," জানতে চাইলাম।

প্রায় দিনই!

"আসলে গতানুগতিক অ্যামনেশিয়ার চিকিৎসা আছে। ওষুধ, হিপনোসিস। তবে আপনার উপর এ সব কিছুই প্রয়োগ করা হয়েছে। তেমন কোন লাভ হয়নি। আসলে আপনার কেসটাই আলাদা। আপনার নিজেকেই নিজে সাহায্য করতে হবে," ন্যাশ বললেন, "কারণ রোগটা কোন সাধারণ অ্যামনেশিয়া নয়।"

"আপনার রোগের ধরণটা কিন্তু এটা বলছে না যে আপনার স্মৃতি একদম চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে," তিনি বললেন, "আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মনে রাখতে পারেন। মাঝে মাঝে ঘুমানোর পরও আপনি আনেক কিছুই মনে করতে পারেন। তবে সমস্যা হচ্ছে গভীর ঘুম নিয়ে। ঘুমের গভীর স্তরে চলে গেলে আপনি আর কিছু মনে রাখতে পারেন না। বিষয়টা উদ্ভট। কারণ অ্যামনেশিয়ার রোগীদের আসলে এমন হয় না। ওরা নতুন জিনিসগুলো কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই ভুলে যায় ...," হঠাৎ করেই থেমে গেলেন তিনি।

"আর?," আমি জানতে চাইলাম।

"আমার মনে হয় আপনার পুরো ট্রিটমেন্ট'টা ভিডিও করে রাখা দরকার। এই সেশনগুলোতে যা-ই হচ্ছে না কেন, সেসবের রেকর্ড থাকলে আপনার - আমার দু'জনের সুবিধা হবে। এটা নিন -, " বলে আমার দিকে একটা ডায়েরী এগিয়ে দিলেন।

"তাহলে এটাই আমার চিকিৎসা?," আমি ভাবলাম, "একটা ডায়েরীতে সবকিছু টুকে রাখা? আমি বিষয়গুলো মনে রাখতে চাই। লিখতে না!"

"আসলে মাঝে মাঝে লিখতে গিয়ে দেখবেন একটা লেখার প্রসঙ্গে পুরনো অনেক কথা চলে আসে। বিষয়টা আপনার জন্য ভালো হবে। কিছু লিখতে

BanglaBook.org

লিখতে যদি পুরনো কিছু মনে পড়ে যায় আপনার, বুঝতেই পারছেন নিশ্চয়?," মুচকি হেসে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন তিনি।

আমি এক সেকেন্ডের জন্য চুপ করে করে বললাম, "আচ্ছা। ঠিক আছে।"

"বেশ," ন্যাশ বললেন, "আমি ডায়েরীর প্রথম পাতায় আমার ফোন নাম্বার লিখে রেখেছি। কোন সমস্যা হলে আমাকে অবশ্যই কল করবেন।"

বইটা হাতে নিয়ে আমি নাড়লাম। বললাম, "ঠিক আছে।"

ন্যাশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, "ক'দিন ধরে আমরা আপনার শৈশব-স্মৃতিগুলো নিয়ে কাজ করছি। মানে, ছবি দেখে আপনার কিছু মনে পড়ে নাকি - এসব হাবিজাবি," বলে তার সামনে রাখা ফাইলটা থেকে একটা ছবি বের করে আমার দিকে তাকালেন, "দেখুন তো, চিনতে পারছেন?"

একটা বাড়ির ছবি। এক পলকের জন্য জায়গাটাকে আমার একেবারেই অপরিচিত মনে হলো। কিন্তু এরপরই পরিচিত রোডটা দেখে বাড়িটার কথা মনে পড়ে গেল। আজকে ঘুম ভাঙার পর ভেবেছিলাম আমি এই ছবির বাড়িটাতেই আছি। যদিও ছবিতে বাড়িটাকে একটু অন্য রকম দেখাচ্ছিল। তবুও আমার চিনতে কোন সমস্যা হলো না। একটা ঢোঁক গিলে বললাম, "চিনতে পারছি। ছোটবেলায় আমি এখানেই থাকতাম।"

তিনি মাথা নাড়িয়ে বললেন আমার বেশিরভাগ লংটার্ম মেমোরির-ই কোন ক্ষতি হয়নি। বাড়ির ভেতরটা কেমন ছিল সেটা মনে করার চেষ্টা করতে বললেন।

আমি বললাম, সদর-দরজা খুললেই আমাদের লিভিংরুমটা দেখা যেতো। সেটার পেছনে একটা ছোট ডাইনিং তারপর রান্নাঘর।

"আর?," ন্যাশ জানতে চাইলেন, "উপরতলায় কি কি ছিল?"

"দুটো বেডরুম," আমি উত্তর দিলাম, "একটা সামনে, আরেকটা পেছনে। রুম দুটোর মাঝে ছিল শাওয়ার আর ওয়াশরুম। বাড়ির একদম পেছনে একটা আলাদা বিল্ডিং ছিল। পরে অবশ্য আলাদা ইট আর টিন দিয়ে ওটাকেও বাড়ির সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

"আর?," তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ছোট-খাটো যা-ই মনে পড়েনা কেন বলতে থাকুন।"

"কিচেনের একদম উপরের তাকে চিনির লেবেল আটকানো একটা জারে মা পয়সা জমাতো। সেখানে জ্যামের বয়ামগুলোও থাকতো। মা নিজেই বানাতেন ওসব। বাড়ির পাশেই বনের একটা অংশ ছিল। ওখানে আমরা জাম

BanglaBook.org

কুড়োতে যেতাম। তবে জায়গাটা ঠিক কোথায় ছিল আমার মনে নেই। তবে আমরা তিনজন ব্যাগ নিয়ে বনের একদম ভেতরে চলে যেতাম। তারপর ব্যাগভর্তি করে জাম নিয়ে এসে মা'কে দিতাম।"

"চমৎকার," ন্যাশ বলে উঠলেন। সামনে রাখা ফাইলটাতে তিনি কথাগুলো লিখে রাখছিলেন। লেখা শেষ করে আরও কয়েকটা ছবি বের করে বললেন, "এবার এসব দেখে বলুন আর কি কি মনে পড়ছে।"

আমার মায়ের ছবিটা দেখার কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই আমি চিনে ফেললাম। আমার ছোটবেলার কয়েকটা ছবিও দেখালেন। ওসব চিনতে আমার তেমন কোন সমস্যা হলো না।

ভদ্রলোকের মুখে তৃপ্তির হাসি দেখো গেল। বললেন, "আজকে আপনি অনেক কিছু মনে করতে পেরেছেন। আগে কখনোই এতোটা পারেননি। খুব সম্ভবত ছবিগুলোর জন্যই পেরেছেন। পরেরবার আরও কিছু ছবি নিয়ে আসবো সাথে। কেমন?"

আমি অবাক হলাম। ভাবলাম এই ছবিগুলো তার হাতে এলো কীভাবে? তিনি আমার জীবনের কতটুকু খবর জানেন?

"পুরনো বাড়ির ছবিটা কি আমি রাখতে পারি?" জানতে চাইলাম আমি।

"অবশ্যই," বলে তিনি ছবিটা আমার ডায়েরীর মাঝে দিয়ে দিলেন।

কাজ শেষে তিনি আমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছেন। এর মাঝেই তিনি আরও একবার আমাকে ব্যাখ্যা করেছেন যে বেন তার বিষয়টা জানে না। ডায়েরীটার ব্যাপারে আমি বেনকে কিছু বলতে চাই নাকি সেটা তিনি আরেকবার ভেবে দেখতে বললেন আমাকে।

"আপনার নিজেকে অস্থির লাগতে পারে," ন্যাশ বললেন, "এমন কিছু জিনিস হয়তো মাথায় আসবে যেগুলো লিখতে ইচ্ছা করবেনা। কিন্তু যা-ই আপনার মাথায় আসেনা কেন, সেটা লিখে রাখতে হবে। আপনার চিকিৎসার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটা। আর আপনার চিকিৎসার কথা শুনলে বেন হয়তো বিষয়টা স্বাভাবিক ভাবে নেবে না। তাই আমি বলব," কথাটা বলে একটু থামলেন, "এই বিষয়টা লুকিয়ে রাখাই ভালো হবে।"

"কিন্তু আমি কীভাবে লিখব? আপনি কি আমাকে মনে করিয়ে দেবেন?"

"অবশ্যই!"

"কিন্তু ডায়েরীটা আপনি কোথায় লুকিয়ে রাখবেন সেটা আমাকে অবশ্যই জানাবেন।"

BanglaBook.org

"ক্লজেট!," আমি বললাম, "ক্লজেটের ভেতরে একটা জুতার বাক্স আছে," আজ সকালের কথা মনে করে বললাম, "আমি ডায়েরীটা ওখানেই রাখবো।"

"গুড আইডিয়া," ন্যাশ হাসলেন, "তবে মনে রাখবেন, আপনি ঘুমাতে যাওয়ার আগেই ডায়েরীটা লিখতে হবে। অবশ্যই ঘুমানোর আগে। নাহলে আগামী কালও কিছুই মনে করতে পারবেন না আপনি।"

মাথা নেড়ে আমি গাড়ি থেকে নাএলোাম।

এখন আমি বেডের উপর উপুড় হয়ে লিখছি। বেন যে কোন সময় এসে পড়তে পারে। আমার পুরনো বাড়ির ছবিটার দিকে একটু নজর বোলালাম। স্বাভাবিক, বিষাদগ্রস্থ, পরিচিত একটা ছবি।

ওখান থেকে এখানে আমি কি করে এলোাম? মাঝের? কি হয়েছিল আসলে?

লিভিংরুমের ঘড়িটা বেজে উঠল। সিঁড়িতে বেনের উপরে ওঠার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আমি এখন এই ডায়েরীটা ক্লজেটের জুতার বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখবো। যদি ন্যাশ কাল ফোন করে, তাহলে এখানে আরও কিছু লাইন যোগ হবে।

BanglaBook.org

শনিবার, নভেম্বরের দশ তারিখ।

এখন দুপুর। বেন নিচে পড়াশোনা করছে। ও ভাবছে আমি ঘুমিয়ে আছি। আমি ক্লান্ত। তবুও লিখছি। আমার বিশ্রাম নিলে চলবে অন্যকেথাওনা। আমার লিখতে হবে। হারিয়ে ফেলার আগেই যা যা হচ্ছে, আর যা কিছু মনে পড়ছে সব এই ডায়েরীতে লিখে রাখতে হবে।

বেন বলেছে আজকে বিকেলে আমরা হাঁটতে যাব। যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিতে বলেছে। আমার হাতে এক ঘন্টা সময় আছে। এর মাঝেই সবকিছু লিখে নিচ্ছি।

আজ সকালেও আমি পুরোপুরি শূন্য একটা মাথা নিয়ে ঘুম থেকে উঠেছি। উঠে আমার মনে হচ্ছিল আমি ছোট একটা বাচ্চা মেয়ে। খরগোশের পুতুলটা বুকে জড়িয়ে নিয়ে ঘুমাচ্ছি। মা নিচে বেকন বানাচ্ছে। চোখ পাশে ফেরালেই আমার ছোট টেবিল ঘড়িটা দেখতে পাবো।

কিন্তু সেটা হয়নি। আমার ঘুম ভেঙেছে অন্য কোথাও। অচেনা একটা জায়গাতে। ওয়াশরুমে আয়নার সামনে অনেকগুলো অচেনা, কিন্তু চেনা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। কিচেনে গিয়ে আয়নার পাশে আটকানো ছবির মানুষটার সাথে দেখা হলো। মার্কার দিয়ে ওর চেহারার উপর *বেন* নামটা লেখা ছিল।

আমি প্রায় মাতালের মতন কিচেনে ঢুকেছিলাম। সেখানে একটা অবয়ব দেখে বুকের ভেতর ধক করে উঠেছিল, ভেবেছিলাম সেখানে আমার মা'কে দেখতে পাবো। কিন্তু না, সেটা হলো না। দেখা গেল ছবির উপর আবছা হয়ে আসা নাম, বেন নামধারী যুবকটাকে। কিন্তু সে আর যুবক নেই। বয়স বেড়ে গিয়েছে ওর। অনেকখানি।

আমি অস্ফুট শব্দে উচ্চারণ করলাম, "বেন?"

BanglaBook.org

সে চমকে ঘুরে তাকালো। চোখে চিন্তায় ডুবে থাকা একটা অভিব্যক্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ক্রিস্টিন, তুমি ঠিক আছো?"

"মনে হচ্ছে ঠিক নেই ..."

"চিন্তা করো না," সে হাসল, "সবকিছু বুঝিয়ে বলছি তোমাকে। তার আগে চলো ব্রেকফাস্ট সেরে নেই। ওয়াশরুমের ছবিগুলো দেখেছো তুমি?"

"হ্যাঁ," বললাম।

সে আরেকবার হাসল। বেশ প্রাণবন্ত। সাদর আমন্ত্রণের হাসি।

আমরা একসাথে ব্রেকফাস্ট করলাম। এরই মাঝে সে আমাকে আমার অসুখের কথা জানাল। কিচেনের হোয়াইটবোর্ডটা দেখিয়ে দিল। এসব হয়তো ওকে প্রতিদিনই করতে হয়। ম্যান্টেলপিসের পেছনে একটা জারে কিছু পাউন্ড রোল করে রাখা। সে বলল এগুলো ইমার্জেন্সির জন্য জমিয়ে রাখা। প্রয়োজন পড়লে যাতে আমি খরচ করতে একদমই দ্বিধা না করি।

আমার হাতে একটা স্ক্র্যাপবুক ধরিয়ে দিল সে। জানাল এখানে আমার অতীত সম্পর্কিত প্রচুর তথ্য আছে। বলল, এটা ঘেটে দেখলে আমার অনেক কিছু মনে পড়বে। আমার তালগোল পাকানো অবস্থা দেখে সে শংকিত হয়ে গেল। বলল, "তোমাকে আজ একটু বেশিই মলিন দেখাচ্ছে। চল, বাইরে গিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করে আসি। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগলে ভালো লাগবে তোমার।"

আমি রুমে ঢুকলাম। সবকিছু কেমন যেন অবাস্তব লাগছিল। ঠিক তখনই আমার হ্যান্ডব্যাগের ভেতর থেকে একটা বিচিত্র বিপবিপ আওয়াজ ভেসে এলো। আমার ফোন বাজছে - ভেতর থেকে কথাটা কে যেন বলে উঠল।

আমি ফোন রিসিভ করে কানে ধরতেই ওপাশ থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এলো, "হ্যালো, ক্রিস্টিন?"

"হ্যাঁ, কে বলছেন?"

"আমি আপনার ডক্টর। ন্যাশ। বেন কি আশে পাশে আছে?"

"না, কি হয়েছে?"

তিনি আমাকে আমার চিকিৎসার ব্যাপারে সবকিছু বিস্তারিত বলা শুরু করলেন। যদিও তার কথা আমার একবিন্দুও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না।

BanglaBook.org

"প্লিজ," ন্যাশের কণ্ঠে করুণা ঝরে পড়ল, "আমাকে একটু বিশ্বাস করার চেষ্টা করুন। ক্লজেটের ভেতর যে জুতার বাক্সটা আছে, সেখানে একটা ডায়েরী লুকানো আছে। সেটা পড়ে দেখুন।"

আমি অবাক হলাম, "আপনি এসব জানেন কীভাবে?"

"কারণ গতকাল আপনিই আমাকে বলেছেন যে ডায়েরীটা আপনি সেখানে লুকিয়ে রাখবেন।"

আমি পায়ে পায়ে ক্লজেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। জুতার বাক্সে সত্যিই একটা ডায়েরী পাওয়া গেল।

"পেয়েছেন?," ন্যাশ জানতে চাইলেন।

"হ্যাঁ," আমার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

"দয়া করে ডায়েরীটা খুলে দেখুন।"

আমি পৃষ্ঠা উল্টালাম। প্রথম পাতাতেই নিজের লেখা দেখতে পেলাম। সেখানে লেখা - আমি ক্রিস্টিন লুকাস। বয়স সাতচল্লিশ। আমি একজন অ্যামনেশিয়াক।

"কিছু পেলেন?"

"হ্যাঁ,"

"জোশ!," ন্যাশ শিস দিয়ে উঠলেন, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পড়া শুরু করুন। আমি কাল আবার ফোন করব আপনাকে।"

ন্যাশ ফোন কেটে দিলেন। আমি ডায়েরীটা নিয়ে বিছানায় বসে পড়া শুরু করলাম। আমার কাছে সমস্ত লেখা ফিকশনের মতন মনে হলো। মনে হলো এসব আমার সাথে জীবনেও ঘটেনি। ডায়েরী পড়তে পড়তে ভেতরে একটা ছবি পাওয়া গেল। আমার পুরনো বাড়ির ছবি। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ভেবেছিলাম আমি এই ছবির বাড়িটাতেই আছি। এটা পাওয়ার পর আমার ডায়েরীতে লেখা কথাগুলো বিশ্বাস হওয়া শুরু করল। কারণ ডায়েরীর লেখা অনুযায়ী গতকালই ডক্টর ন্যাশের কাছ থেকে আমি ছবিটা চেয়ে নিয়েছি।

আমি চোখ বুঁজলাম। ডায়েরীর ভাষ্যমতে গতকাল আমি ডক্টরের কাছে অতীতের অনেক কিছু বর্ণনা করেছি। কবরের মত চাপা পড়ে থাকা স্মৃতির দু'একটা হাড় আর অবশিষ্টাংশ আমি বের করতে পেরেছি। আমি কি পুরো কফিনটা তুলে আনতে পারব? পুরোটা না হোক, অন্তত কিছু অংশ তো পারব!

BanglaBook.org

বাবা-মার কথা ভাবতে শুরু করলাম। চোখ-ভ্রু কুঁচকে আমি ধোঁয়াশার মাঝে হাতড়ানো শুরু করলাম। একটা কএলোরঙা কার্পেট, একটা জলপাইরঙা ফুলদানি, লিভিং রুমের মেরুন রং এর সোফা আমার মাথার মধ্যে ভাসতে লাগল।

রঙ আর শেইপ। কিন্তু কোন স্মৃতি কেন ভেসে আসছে না? আমি আমার বাবা-মা'কে দেখতে চাই। এসব না। তারপর হঠাৎ করে অন্ধকারের মাঝে আলোর একটুখানি ঝলক। আমার মনে পড়ল আমার বাবা-মা কেউই বেঁচে নেই।

আমি চোখ খুললাম। কলম তুলে নিলাম ডায়েরীতে বিষয়টা লিখে রাখার জন্য। ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল। মাথা থেকে কীভাবে যেন হঠাৎ করেই বাবা-মা'র বিষয়টা দূরে চলে গেল। তারপর বিচিত্র একটা অনুভূতি। মনে হলো অনেকবড় একটা ঘুমের পর জেগে উঠেছে আমার মন। বেশ জীবন্ত একটা অনুভূতি। ভাসা ভাসা কিছু স্মৃতি জীবন ফিরে পেতে যেন লাফানো শুরু করেছে।

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমি দূরে কোথাও যাচ্ছি। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে আমার মন আমাকে দূরে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। আমি আর আমার বেডরুমে নেই এখন- অতীতে ফিরে গিয়েছি। সবকিছু এতটাই জীবন্ত যে মনে হচ্ছে চাইলে সব স্পর্শ করা যাবে!

আমি নিজেকে আমাদের পুরনো বাড়ির ভেতর আবিষ্কার করলাম। এই বাড়িতেই আমি বড় হয়েছি। আমার সামনে অনেকগুলো বইপত্র ছড়ানো। সামনের রাখা নোটবুকে আমি একটা গল্প লিখছি। কিন্তু সেটা শেষ করতে পারছি না। মিসেস রয়েস কয়দিন আগে বলেছেন আমার লেখার হাত খুব ভালো। আমি চাইলে এই প্রতিভা নিয়ে অনেক দূর যেতে পারব।

আমি বিরক্ত হয়ে খাতাটা রেখে কিচেনে গেলাম ফ্রিজ থেকে একটা কোক বের করব বলে। গ্লাসে কোক ঢালার সময় টেবিলের উপর একটা নোট খুঁজে পেলাম। সেখানে লেখা - জরুরী কাজে বাইরে যাচ্ছি। তোমার আংকেল তোমাকে নিতে আসবেন। ছয়টার সময়।

আমার খুব বিরক্ত লাগল। আমি কাগজটাকে দুমড়ে কিচেনের এককোণে ছুড়ে ফেললাম।

তারপর ... তারপর সবকিছু হঠাৎ চোখের সামনে আবার বদলে যেতে শুরু করল। নিজেকে আবিষ্কার করলাম একটা গাড়ির ব্যাকসিটে। সিটকভারের

BanglaBook.org

ঘ্রাণ যেন আমার নাকে এসে লাগল। ড্রাইভিং সিটে আমার বাবা, পাশে মা। পুরো দৃশ্যটা প্রচণ্ড জীবন্ত। উইন্ডশিল্ডে একটা মরা মাছি আটকে আছে। আমি সেটার দিকে ঠায় তাকিয়ে আছি। হঠাৎ আমি কথা বলে উঠলাম।

"তোমরা কখন বলবে আমাকে?," চেঁচিয়ে বললাম আমি।

কেউ কোন উত্তর দিল না। আমি কথাটা আবার চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম।

"ক্রিস্টিন!," মা বললেন, "চুপ থাকো, প্লিজ!"

"বাবা?," আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বলো আমাকে! তোমরা কি কখনও মারা যাবে?"

মা ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। বাবা হাসি মুখে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। তারপর ড্রাইভিং-এ মনোযোগ দিলেন।

"কখনোই না, মা," বাবা বললেন, "এতো তাড়াতাড়ি মরে যাবার তো প্রশ্নই আসে না! যতদিন না আমার নাতিপুতি ঘরজুড়ে হুটোপুটি করে বেড়াবে, আমি ততদিন বেঁচে থাকব," বলে বাবা হেসে ফেললেন।

আমি জানতাম বাবা মিথ্যা বলছে। সবকিছু যেভাবে শুরু হয়েছিল। সেভাবেই হঠাৎ মিলিয়ে গেল। পুরোটা দৃশ্যপটি আস্তে আস্তে মিইয়ে গেল। আমি আবার বয়স্ক হয়ে গেলাম। বিমূঢ় হয়ে বসে থাকলাম বিছানার উপর। কয়েক মিনিট কোন নড়াচড়াই করতে পারলাম না।

আমি চোখ খুললাম। এই সেই রুম সেখানে আমার ঘুম ভেঙেছিল। কিন্তু তারপরও সবকিছু কেমন যেন অপরিচিত, রঙহীন লাগছে। আমি নিচে তাকালাম।

সাদা পৃষ্ঠাটার উপর একটা নীলচে দাগ ফেলে কলমটা পড়ে গিয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিলাম। চোখ বন্ধ করে সবকিছু আবার ভাবার চেষ্টা করলাম। জিনিসগুলো আমার মাথা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আমাকে এখনই এসব লিখে রাখতে হবে। জলদি, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়!

নিচ থেকে বেন আমাকে ডেকে বলল আমি বাইরে যাবার জন্য রেডি কিনা। আমি ইতিবাচক উত্তর দিয়েই তাড়াতাড়ি করে ডায়েরীটা আবার লুকিয়ে ফেললাম।

আমি আবার লিখব। যদি মনে থাকে!

BanglaBook.org

*

কিছুক্ষণ আগে বাড়ি ফিরেছি।

বিকেলে আমরা বাইরে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ আগে ফিরেছি। বেন কিচেনে, ডিনারের জন্য রান্না করছে। ওকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে। রেডিওতে একটা জ্যাজ মিউজিকের প্রোগ্রাম হচ্ছে, সেটা শুনতে শুনতে বেশ আরাম করে রান্না করছে সে। আমার বোধহয় ভদ্রতা করেও ওকে একবার বলা উচিত ছিল যে কোন সাহায্য লাগবে কিনা, কিন্তু আমি সেটা বলিনি। আমি দ্রুত উপরে ফিরে এসে ক্লজেট থেকে লুকনো ডায়েরীটা বের করে লিখতে বসেছি। বেনও কিছু সন্দেহ করেনি, বলেছে হাঁটাহাঁটি করে তুমি ক্লান্ত, উপরে গিয়ে একটু জিরিয়ে নাও।

আমরা বেশি দুরে যাইনি। জায়গাটা বাড়ি থেকে বেশ কাছে। গাড়িতে করে মিনিট পনেরো লেগেছে পৌঁছাতে। বেন জানাল জায়গাটার নাম পার্লামেন্ট হিলো।

জায়গাটা বেশ সুন্দর। পুরনো কিছু পরিত্যক্ত বাড়ি পাহাড়ি এলোকাটাতে হাজার বছরের পুরনো পাহারাদারের মতন দাঁড়িয়ে আছে। কেমন একটা বিষণ্নতা পুরো জায়গাটা ঘিরে। তবে সেটা জমতে পারছে না। আশে-পাশে মানুষজনের সংখ্যা কম নয়। বাচ্চারা বাবা-মা'র সাথে খেলতে এসেছে, কেউ হাঁটছে, কেউ বেঞ্চে একা বসে আছে। আমাদের পাশে নিয়ে একটা ছ'-সাত বছরের বাচ্চা ঘুড়ি নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে গেল। পেছনে ওর বাবা, সাথে একটা সাদা কুকুর। বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে তাকে। চারপাশে অনেক আনন্দ, কিন্তু আমার মাঝে হাহাকার। প্রবল একটা বিষন্নতা।

আমরা দু'জন অনেকখানি পথ হেঁটে একটা বড় পাথরের কাছে এলোম। সামনে পুরো শহর দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলো মেঘের নিচে কেমন খেলনার মতন লাগছে পুরো শহরটাকে। দুর থেকে দেখলে কেমন একটা শান্তি ভাব হয়। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো জায়গাটা আমার পরিচিত।

"আমার মনে হয় এই জায়গাটা আমার পরিচিত," আমি বললাম।

"আমরা এখানে প্রায়ই আসি ক্রিস্টিন," বেন হাসিমুখে বলল।

বেশিরভাগ বেঞ্চই দখল করা হয়ে গেছে। বসার জন্য জায়গা পেতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হলো। অনেকখানি হেঁটে একটা বেঞ্চ পাওয়া গেল। সেখানে টমেটো সস আর একটা আধখাওয়া বার্গার পড়ে আছে। বেন সেটা তুলে নিয়ে একটা বিনে ফেলে আমার পাশে এসে বসল।

BanglaBook.org

আমাদের সামনে একটা বড়সড় বিল্ডিং। বেশ সেটা দেখিয়ে বলল, "এটা ক্যানারী ওঅর্ফ। নব্বই এর দশকে বানানো," এতো দূর থেকে বিল্ডিংটাকে একটা বড়সড় দৈত্যের মতন দেখাচ্ছে।

নব্বই এর দশক!

কথাটা খুব নাড়িয়ে গেল আমাকে। তখনকার কোন স্মৃতিই নেই আমার মাথায়। নিশ্চয় অনেক কিছু মিস করে ফেলেছি এর মাঝে। অনেক গান, অনেক সিনেমা, অনেক অনেক খবর, হয়তো দু-একটা যুদ্ধও। এখানে আমরা প্রায়ই আসি। তারপরও কতটা অপরিচিত সবকিছু। আমার ভেতরটা বিষিয়ে উঠল।

"বেন?,' আমি বললাম, "আমাদের সম্পর্কে কিছু বলো।"

"আমাদের? মানে?"

আমি ওর দিকে তাকালাম। ঠাণ্ডা পাহাড়ি বাতাস আমার মুখে এসে ঝাপটা লাগালো। আমার চুল এলোমেলো করে দিল, "আমি আমাদের সম্পর্কে কিছুই জানি না। এমনকি তোমার সাথে আমার পরিচয় কীভাবে হয়েছে সেটাও আমি বলতে পারব না।"

সে মুচকি এসে আমার দিকে খানিকটা এগিয়ে এলো। একটা হাত আমার কাঁধে রেখে আমাকে ওর দিকে টেনে নিলো। আমার অস্বস্তি লাগা শুরু হলো। কিন্তু তারপরই মনে হলো, সে হয়তো অপরিচিত, কিন্তু আমার হাজবেন্ড। আমি খুশি মনে ওকে বিয়ে করেছিলাম। "বলো কি জানতে চাও," বেন বলল।

"আমাদের দেখা হয়েছিল কীভাবে?," জানতে চাইলাম।

"তুমি তখন তোমার পিএইচডি শুরু করেছ," বেন বলল, "মনে আছে?"

"না।"

"আমরা তখন একই ভার্সিটিতে ছিলাম। তুমি ইংলিশে পড়তে," সাথে সাথে আমার মাথায় একটা ছবি ভেসে উঠল। গাদাখানেক বই আর পেপার নিয়ে আমি লাইব্রেরি'র একটা টেবিলে বসে আছি। থিসিসের ড্রাফট করছি। আমার টপিকের নাম ফেমিনিস্ট থিওরি এবং আর্লি টুয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরি।

"আমি কেমিস্ট্রিতে পড়তাম। তোমার সাথে আমার ক্যান্টিনে, লাইব্রেরিতে, বারে প্রায়ই দেখা হতো। কথা বলতে ইচ্ছে করতো। কিন্তু সাহস করে এগোতে পারতাম না।"

আমি হাসলাম।

BanglaBook.org

"তোমাকে সবসময় প্রচণ্ড কনফিডেন্ট দেখাত। হাসিখুশি। আমি ছিলাম নার্ভাস প্রকৃতির। একদিন তুমি লাইব্রেরিতে আমার পাশেই বসে ছিলে। হঠাৎ হাত লেগে আমার বই খাতার উপর একগাদা কফি ঢেলে দিলে। অনেকবার সরিও বলেছিলে সেদিন," বেন হাসল, "তারপর তুমিই আমাকে কফির দাওয়াত দিয়েছিলে। আমাদের পরিচয়ের শুরু সেখান থেকেই।"

আমি বিষয়গুলো মাথায় নিয়ে মনে করার চেষ্টা করলাম। কিছুই মনে পড়ল না। শূন্য। পুরো মাথাটা খালি মনে হলো।

"তারপর আমরা ডেট করা শুরু করি। আমি তখন ভার্সিটির পাশেই একটা এ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম। তুমি থাকতে আরেকটু দূরে। এক বান্ধবীর সাথে শেয়ার করে থাকতে। মাসখানেক পর তুমি আমার ওখানে চলে এসেছিলে।"

"আমি সেখানে কার সাথে থাকতাম?" জিজ্ঞেস করলাম।

"ঠিক মনে নেই। ওর সাথে সেভাবে কখনও কথাও হয়নি। তুমি চলে আসার পরপরই বিয়ে হয়ে যায় ওর। আমাদের দাওয়াত করেছিল। কিন্তু যাওয়া হয়নি। আমার তখন টিচার্স ট্রেনিং চলছিল। হাতে একদমই পয়সা ছিল না।"

"আমাদের বিয়ের কোন ছবি নেই?," বললাম।

"আমাদের পুরনো এ্যাপার্টমেন্টে একবার আগুন লেগেছিল। তখনই অনেক কিছু হারিয়েছি আমরা। বিয়ের এ্যালবামটাও।"

এটা একদমই ঠিক না, ভাবলাম। ওকে তো কিছু মনে নেই তার উপর ভাগ্য এমন একটা খেলা না খেললেও পারতো।

"তারপর কী হয়েছিল?"

"তারপর যা হয় ... বিয়ে, হানিমুন!"

আমার প্রচণ্ড হতাশ লাগল। এই আমার জীবন? একটা বিয়ে, একটা প্রেম, হানিমুন, এতটুকুই? আমি তো এই জীবনের কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি কখনও। সবসময়ই প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্খী ছিলাম। আমার পরিণতি কি কোন ভাবে মেনে নেওয়ার মতো?

হঠাৎ করে মাথায় আসার কথাটা যেন ঝড়ের মতো করল আমাকে। আমাদের কোন বাচ্চা নেই?

পুরো ঘরে কোথাও কোন বাচ্চার ছবি নেই। তার মানে কি আমাদের জীবনে কোন বাচ্চা আসেনি? ছেলে বা মেয়ে? কিছুই না?

BanglaBook.org

"আমাদের কোন ছেলে মেয়ে নেই, তাই না?," কথাটা প্রশ্নের মতো শোনালেও উত্তরটা আমার জানাই আছে।

"না," সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ভেতরে তীভ্র কষ্ট অনুভব করলাম। বেন আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরল। সে আমার অপরিচিত, কিন্তু একটা পরিচিত স্বাচ্ছন্দ খুঁজে পেলাম সেখানে।

"কেন নেই?"

বেন কোন উত্তর দিল না। ওর চেহারাতেও একরাশ দুঃখ। সেটা ঢাকতে সে একটু খানি হাসল। মলিন। খুব মলিন।

"আমার অ্যাকসিডেন্টটা কীভাবে হয়েছিল?," নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বেন বলা শুরু করল, "সেদিন তুমি সারাদিন বাইরে ছিলে। অফিসের কাজে। একটা এজেন্সিতে তখন তুমি সেক্রেটারির কাজ করতে। তোমার অফিসটা বাসা থেকে বেশি দূরে ছিল না। প্রায়ই হেঁটে যাওয়া আসা করতে। আসলে তোমার অ্যাকসিডেন্টট কীভাবে হয়েছিল পরিষ্কার করে কেউই বলতে পারে না। কেউ কিছু দেখও নি। তুমি রাস্তা পার হবার সময় খুব সম্ভবত ভারী কোন গাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়েছিলে। ডক্টররা ধারণা করেছিল হুডের উপর মাথা ঠুকে একদম সরাসরি কংক্রিটের রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল তোমার মাথা। তোমার সমস্যাটার সূত্রপাত হয়েছিল ওই আঘাতটা থেকেই। সব থেকে বাজে ব্যাপার ছিল এতোবড় একটা কান্ডের পরও ড্রাইভার গাড়ি থামায়নি। আশে পাশে কাউকে দেখাও যায়নি। অনেক'টা হিট এন্ড রান।"

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। ভেতর থেকে একটা দলা পাকানো ক্রোধ হঠাৎ করেই উগড়ে দিলাম। চিৎকার করে বললাম, "কেন! আমার সাথেই কেন এমন হলো!"

বেন কোন উত্তর দিল না। আসলে এই প্রশ্নের কোন উত্তর হয় না। সে ব্যাথিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

"আমি সেক্রেটারির কাজ কেন করছিলাম এই যোগ্যতা নিয়ে?," বিরক্ত হয়ে জানতে চাইলাম।

"আসলে সেই সময়টাই ছিল খারাপ। তুমি মনমতো কোন কাজ পাচ্ছিলে না। ওই কাজটা নিতে অনেকটাই বাধ্য ছিলে তখন। আমার হাতেও তখন পয়সা ছিল না। ট্রেনিং চলছিল আমার।"

"আমি কি কখনও লেখালিখির চেষ্টা করেছি? নভেল বা ছোটগল্প?"

BanglaBook.org

"না, কখনোই না।"

আচ্ছা, তাহলে সেটা সাময়িক একটা শখ ছিল। ছেলেবেলার পাগলামী - একটু আগে মাথায় ফ্ল্যাশব্যাকটার কথা ভাবলাম আমি।

কিছু সময়ের নীরবতা। অন্ধকার নেমে আসছে। চারিদিকের কোলাহলো আমাকে স্পর্শ করছে না । ঠাণ্ডা বাতাস আমার চুল নাড়িয়ে দিয়ে গেল। বেন আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে কাছে টেনে নিলো। আমি অনুভূতিবিহীন হয়ে পড়ে থাকলাম। শূন্য। খালি।

হঠাৎ করে আকাশটা আলোকিত হয়ে উঠল। শহরে খুব সম্ভবত কোন উৎসব চলছে। একটা বড় কমের আতশবাজি পুরো আকাশটা আলোকিত করে দিল।

"আমরা প্রায়ই এখানে ফায়ারওয়ার্কস দেখতে আসি। তোমার পছন্দের জিনিস," বেন বলল।

হঠাৎ সেই পুরনো অনুভূতি। আমার শরীরে কাঁটা দিল। এই শহর, এই ফায়ারওয়ার্কস আমার চোখের সামনে থেকে বিলীন হয়ে যেতে শুরু করল। নিজেকে আবিষ্কার করলাম একটা পার্টিতে। নতুন একটা দৃশ্যপটে। আমার সথে লালচুলের একটা মেয়ে। ছাদের উপর পার্টি চলছে। আমি হা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। সেখানেও এককই একটা বিশাল আতশবাজি আকাশটাকে আলোকিত করে দিল কিছু সময়ের জন্য।

পুরো দৃশ্যটা ভয়াবহ রকমের বাস্তব।

আমার কানে লাউডস্পিকারে বাজতে থাকা জ্যাজ মিউকের আওয়াজ এসে ধাক্কা খাচ্ছে। বাতাসে এ্যালকোহলো আর সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ। আমার পরণে একটা জিন্স আর পাতলা টপস। আমার একটুও ঠাণ্ডা লাগছেনা। বরঞ্চ মনে হচ্ছে টপস'টা খুলে ফেলতে পারলেই আমার ভালো লাগতো!

"ক্রিসি!," মেয়েটা বলল, "ফ্যান্সি আ ট্যাব?"

মেয়েটার কথার কোন মানে বুঝলাম না। হা করে তাকিয়ে থাকলাম।

"আহাম্মকের মতন তাকিয়ে আছিস কেন! এসিডের কথা বলছি! নাইজে'র আজকে নিয়ে আসার কথা মনে নেই! চেখে দেখবি নাকি একটু?," বলে চোখ টিপ দিয়ে একটা ইশারা করল।

"এখনো শিওর না আমি," বলে আঙুলের ফাকে চেপে ধরে জয়েন্টটা টেনে ফুসফুস ভরে ফেললাম ধোঁয়া দিয়ে।

BanglaBook.org

"চল!," মেয়েটা হাসল, "নতুন অভিজ্ঞতা!"

"না!," বললাম, "আমি আজ গাজা আর বিয়ারেই সন্তুষ্ট থাকতে চাই।"

মেয়েটা বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়লো, "নিচে চল। তোকে একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব!"

"প্লিজ! তোমার কোর্সের কোন আবাল-মার্কা ছেলের সাথে পরিচয় হতে চান না আমি!"

সে আমার হাত ধরে টেনে নিচে গেল। সিঁড়িতে একজোড়া কাপল বেহুশের মতন কিস করছিল। ওদেরকে ডিঙিয়ে নিচে নাএলোম আমরা।

"এ্যালেনকে তোর ভালো লেগেছিল?," মেয়েটা জানতে চাইল।

"খুব। কিন্তু যখন শুনলাম ও আরেকটা ছেলের প্রেমে মশগুল, তখন আর ভালো লাগেনি!"

সে খিলখিল করে হেসে উঠল, "এবারের ছেলেটা বেশ। তোর অবশ্যই ভালো লাগবে।"

লিভিংরুমের পার্টিটা আরো জম্পেশ। বাতাস ভারী হয়ে আছে বিয়ার আর সিগারেটের গন্ধে। নতুন দুটো বিয়ার নিয়ে আমরা জানালার পাশে দাঁড়ালাম।

আমার একটু সামনেই কিথ দাঁড়িয়ে আছে। এই ছেলেটার সাথে অন্য একটা পার্টিতে পরিচয় হয়েছিল। সেবার আমরা কিস করতে করতে একটা বেডরুমেও চলে গিয়েছিলাম কিন্তু পরে আর এগোইনি। কিথ অন্য একটা মেয়ের সাথে কথা বলছিল। আমাকে খেয়াল করল না। সে কি আমাকে ইগনোর করছে?

"কীথের সাথে একটু কথা বলে আসি," আমার বান্ধবী বলল, "তারপর আমি নতুন ছেলেটার সাথে তোকে পরিচয় করিয়ে দিব।"

আমি হাসলাম, "আচ্ছা!"

সে চলে গেল। এ্যালকোহল আর গাজার পিনিকটা এবার স্পষ্টই অনুভব করতে পারছি। মাথাটা হালকা লাগছে। একটু অন্য রকম। তবে বিষয়টা বেশ উপভোগ করছি আমি!

দূর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এলো। আবছা ভাবে। কয়েক সেকেন্ড পর সেটা আরো জোরে শোনা গেল - *ক্রিস্টিন তুমি ঠিক আছো?*

বেন আমাকে হালকাভাবে নাড়িয়ে দিল। চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি ঠিক আছো?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ," বললাম, "সরি। আমি ঠিক আছি।"

"তোমার কী শরীর খারাপ লাগছে? তুমি কাঁপছিলে!"

"একটু। আমরা কি এখন বাড়ি ফিরতে পারি?," বললাম কথাটা। ফ্ল্যাশব্যাকটা ভুলে যাওয়ার আগেই আমাকে লিখে রাখতে হবে।

*

বেন ড্রাইভ করছে। রাস্তা'টা মোটামুটি নির্জন। আমার বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। দৃশ্যটা এতো বাস্তব ছিল যে সেটার ধাক্কা আমি এখনো সহ্য করে নিতে পারিনি। প্রচণ্ড রকমের পরিষ্কার, রঙিন ছিল পুরো ঘটনাটা। এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল আমি সত্যিই সেখানে চলে গিয়েছি। বিয়ারের স্বাদ, গাজার সেই বাজ - সবকিছু অতিরিক্ত রকমের বাস্তব ছিল। কোন পিছুটান ছিল না। কবেকার ঘটনা হতে পারে এসব? কতো বছর আগের? খুব সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের শেষের দিকের। এতোটা স্বাধীনতা একমাত্র তখনই ছিল আমার।

মেয়েটার নাম অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলাম না আমি, কিন্তু আমার অনুভূতি বলছে মেয়েটা আমার খুব কাছের। ওর পাশে নিজেকে খুব নিরাপদ মনে হচ্ছিল । গাঢ় একটা হৃদ্যতার ছাপ ছিল সেখানে। একবার ভাবলাম বেনকে বলি বিষয়টা। কিন্তু পরমুহূর্তেই চিন্তাটা মাথা থেকে তাড়িয়ে দিলাম। তবে আমার বন্ধু-বান্ধবের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

"তোমার অনেক বন্ধু ছিল," বেন বলল, "তুমি খুব পপুলার ছিলে।"

"আমার কোন বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল?"

"সেভাবে কেউ ছিল না। তবে অনেকেই ছিল। আমাকে আলাদা করে কোন বন্ধু-বান্ধবের কথা কিছু বলোনি তুমি।"

আমার মেজাজ খারাপ হলো। কিথ আর এ্যালেনের নাম মনে আছে অথচ এই মেয়েটার নাম মনে নেই!

বেনকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। চুপচাপ ড্রাইভ করছে সে। কয়েক মিনিট পরেই একেবারে ঝুম বৃষ্টি নামলো। দোকানের নিওন সাইন আর ল্যাম্পপোস্টের আলো রাস্তায় অদ্ভুত একটা দৃশ্য সৃষ্টি করল। আমি বেনকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই, কিন্তু ইচ্ছে করছে না।

*

BanglaBook.org

বেন গভীর ঘুমে। ডিনার পুরোটা শেষ না করেই আমি শরীর খারাপের অযুহাতে ঘরে এসে শুয়ে ছিলাম। কৌতুহল দমাতে না পেরে বেনকে ফ্ল্যাশব্যাকটার কথা বলেই ফেলেছিলাম। তবে বেনের উত্তর আমাকে হতাশ করে দিয়েছে। মনে হয় ওকে না বলাটাই ভালো ছিল। বেন বলল এমন একটা ফ্ল্যাশব্যাক নাকি আমি প্রায়ই দেখি।

বেন আজ বিছানায় বেশ ঘনিষ্ট হতে চেয়েছিল। কিন্তু আমার অনিচ্ছার কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। ও আমার কাছে পুরোপুরি অপরিচিত একজন মানুষ। আমি কীভাবে এসব করব ওর সাথে? বেনের শারীরিক চাহিদা কীভাবে পূরণ হয় আমি জানি না। আমি নিশ্চয় এখন একটা বোঝার মতন ওর মাথার উপর চেপে বসে আছি। ও আর কয়দিন আমাকে সহ্য করবে?

আমি বেনকে জানতে চাই, চিনতে চাই। অনেক রাত হয়েছে। লেখাটা শেষ করা উচিত। ডায়েরীটা ক্লজেটে লুকিয়ে আমি ঘুমাতে যাব। শুভরাত্রি!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সোমবার, নভেম্বরের বারো তারিখ।

ঘড়িতে চারটা বাজে। বেনের পৌঁছাতে এখনো ঘন্টাখানেক সময় লাগবে। এই ফাঁকে ডায়েরী লিখছি আমি। আজ ডক্টর ন্যাশের সাথে দেখা হয়েছে। প্রতিদিনের মতো আজও শূন্য মাথা নিয়ে ঘুম ভেঙেছে আমার। বেন নামের এক মধ্যবয়স্ক লোক নিজেকে আমার হাজবেন্ড হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। সে আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে চলে যাবার পর ন্যাশের ফোন আসে। তারপর আমি আমার লুকনো ডায়েরীটা পড়া শুরু করি।

"ডায়েরীটা কি সাহায্য করছে আপনাকে?," ডক্টর ন্যাশ জিজ্ঞেস করেছিলেন আমাকে। তখন আমি তার চেম্বারে।

ইতিবাচক উত্তর দিয়েছিলাম। গতরাতের সেই ফ্ল্যাশব্যাকের কথা খুলে বললাম। বাবা-মা বেঁচে নেই এই কথা যে আমার মনে পড়েছে সেটাও বললাম তাকে। তিনি মনোযোগ দিয়ে সবকথা শুনলেন। মাঝে মাঝে কিছু নোটও নিলেন।

"গতরাতের কথা কিছু মনে পড়ে আপনার?," প্রশ্ন করেছিলেন তিনি।

সত্যি কথা বলতে - না। আমার ডায়েরীটা পড়ার সময় আমার কাছে সবকিছু ফিকশনের মতন লাগছিল। মনে হচ্ছিল এসব কীছুই বাস্তব নয়। তবে পড়তে পড়তে একটা পর্যায়ে কিছু জিনিস কেন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, ভেতর থেকে কেমন একটা আওয়াজ এসে বলে এ সবই সত্য!

বেন আমাকে আমার সম্পর্কে, আমাদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছে সেসব পড়ার সময় বিষয়গুলো আমাকে কেন যেন স্পর্শ করেনা। কিন্তু সেই লালচুলের মেয়েটা, কিথ, এ্যালেন, সেই পার্টি, ফায়ারওয়ার্কস - এসব কেন যেন অনেক বাস্তব মনে হয়। অদ্ভুত!

এমনকি গতকালের লেখা পড়ার সময় সেই লালচুলের মেয়েটার আরও অনেক স্মৃতি আমার মনে পড়তে শুরু করেছে। ও সবসময় কালো কাপড়

BanglaBook.org

পড়তে পছন্দ করতো। গাঢ় লিপস্টিক দিতো। এতো সুন্দর করে সিগারেট টানতো যে দেখে মনে হতো এর থেকে সুন্দর কাজ পৃথিবীতেই নেই।

আমার ওর নাম মনে পড়ছে না কিন্তু ওর সাথে কীভাবে পরিচয় হয়েছিল সেটা পরিষ্কার মনে পড়ছে। একটা পার্টিতে ওর থেকে আমি লাইটার ধার করেছিলাম। ও হেসে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে ওদের সাথে জয়েন করতে বলেছিল। সে রাতে আমি গলা পর্যন্ত ভদকা গিলে একেবারে বেসামাল হয়ে গিয়েছিলাম। ও কমোডের উপর আমার মাথা ধরে অনেকটা জোর করেই বমি করিয়েছিল। আমি একটু ধাতস্থ হয়ে বলেছিলাম যে, আমি কোনদিন আমার কোন বন্ধুর জন্যও এতোটা করতাম না।

ও হেসে বলেছিল তার মানে আমরা এখন বন্ধু হয়ে গেলাম, ঠিক আছে?

সেদিন ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত আমরা কথা বলেছিলাম। ও ছবি আঁকতো। সে রাতে ওর আঁকা অনেকগুলো ছবি দেখিয়েছিল আমাকে। মেয়েটা আমার ভার্সিটিতেই ফাইন আর্টসে পড়াশোনা করছিল।

সেদিন পার্লামেন্ট হিলে না গেলে হয়তো আমার স্মৃতিতে এসব জেগে উঠতো না। মনেও পড়তো না। তার মানে একটা কিছু ধরতে পারলে আমি এগোতে পারি। কিন্তু বেন? ওর বিষয়ে কিছুই তো মনে করতে পারি না আমি। কিন্তু কেন?

ডক্টর ন্যাশকে আমি বিষয়টা খুলে বললাম। গতকাল আমার ছোটবেলার যেসব ঘটনা মনে করতে পেরেছি, সেসব আমার মাথায় থেকে যাচ্ছে। কিন্তু গতকাল আমি কি করেছি সেসব কিছুই আমি মনে করতে পারছি না। ডায়েরীতে পড়ে বিষয়গুলো আমার মনে পড়ে। কিন্তু সেসব আমি কল্পনা করে নেই, সেগুলো আমার স্মৃতিতে কোনভাবেই কোন প্রভাব ফেলেনা। যথেষ্ট আক্ষেপ নিয়ে তাকে জানালাম, আমি বেনের কথা মনে করতে চাই।

ন্যাশ সবকিছু শুনে হাসলেন। তাকে বেশ খুশি মনে হলো। বললেন, "আপনার অবস্থায় একটা উন্নতির আভাস দেখতে পাচ্ছি। বিষয়টা হচ্ছে, আপনার কোন স্মৃতিই পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। সেটা নিউরনে জমা আছে। কিন্তু সেই স্মৃতিভান্ডারে আপনার কোন এ্যাকসেস নেই।"

আমার বেশ হতাশ লাগল, "এখন তাহলে কি করা উচিত?"

"স্মৃতিশক্তি একটা মাসলের মতন, আগেও বলেছিলাম আপনাকে। যত ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন সেটা ততোই কার্যকর থাকবে। এর আগে

BanglaBook.org

আপনাকে একটা ছবি দেখিয়ে আপনার ছেলেবেলার বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলাম, মনে আছে?"

"হ্যাঁ।"

"এই ছবিটা দেখুন তো," বলে একটা ছবি এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

একটা চার্চের ছবি। দেখে বিশেষ কিছু মনে পড়ল না।

"কিছু মনে পড়ছে?," ন্যাশ জানতে চাইলেন।

"না।"

তাকে একটু হতাশ দেখাল, "এখানেই বিয়ে হয়েছিল আপনার আর বেনের।"

আমি চোখ বন্ধ করে চার্চটার কথা ভাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না।

"আপনি নিশ্চিত?," ন্যাশ জানতে চাইলেন।

"হ্যাঁ," বললাম, "আমার কিছুই মনে পড়ছে না।"

"আপনাদের বিয়ে হওয়ার পর এই চার্চটায় তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। আপনার কেন কিছু মনে পড়ছে না বুঝলাম না। বিষয়টা একটু অস্বাভাবিক।"

"আমাদের বিয়েরও কোন ছবি নেই," হতাশ হয়ে বললাম।

"হ্যাঁ," দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডক্টর, "বিষয়টা দুঃখজনক।"

"আমাদের বিয়ে কবে হয়েছিল বলতে পারেন?," জানতে চাইলাম আমি।

"আশির দশকের মাঝামাঝি কোন সময়ে।"

"তার মানে আমার অ্যাকসিডেন্টটার আগে।"

"বেন আপনাকে একসিডেন্টের ব্যাপারে কিছু বলেছে?"

"হ্যাঁ," বললাম।

"ঘটনাটা শুনে কী মনে হয়েছে আপনার?"

"আমার ঘটনাটার কোন স্মৃতিই নেই। কেউ একজন আমারে এই অবস্থা করে, পুরো জীবনটা ধ্বংস করে দিয়ে চলে গেছে অথচ তার কোন শাস্তিই হলো না, বিষয়টা আমি মেনে নিতে পারছি না।"

"আপনার তাই মনে হয়?," ন্যাশ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে?"

BanglaBook.org

"কথাটা কি ভুল বলেছি আমি?"

ন্যাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "ক্রিস্টিন, বিশ্বাস করুন, আমি আমার সবটুকু দিয়ে আপনাকে ভালো করার চেষ্টা করছি," তিনি আমার হাত ধরলেন, "কিন্তু আপনার আশা হারালে চলবে না। আপনাকে চেষ্টা করতে হবে।"

"করব," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম।

তিনি চট করে আমার হাতটা ছেড়ে দিলেন। বোঝাই গেল বিষয়টাতে তিনি বিব্রতবোধ করছেন, "আমি আপনার কেইসটা লিখে সায়েন্টিফিক কমিউনিটিতে জমা দিতে চাই। বিষয়টা নিয়ে রিসার্চ হওয়া দরকার। সেটা আপনার জন্যেও ভালো হবে। আপনার কোন আপত্তি নেই তো?"

আমি কি তার গবেষণায় সাহায্য করার শুধু একটা সাবজেক্ট মাত্র? আমার রাগ লাগল। একবার মনে হলো বলি, প্লিজ না। লিখবেন না। কিন্তু সেটা করলাম না। বললাম, "না। সমস্যা নেই।"

"আমি যতটুকু জানি পরিচয়ের পর আপনি আর বেন ইস্ট লন্ডনের একটা এ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন। বিয়ের পরও আপনারা সেখানেই উঠেছিলেন। আমার মনে হয় আপনি একবার সেখানে গেলে অনেক কিছু মনে করতে পারবেন।

আমি অবাক হলাম, "কিন্তু সেটা কি সম্ভব?"

"এখন ওখানে যারা থাকেন আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করেছি। বিষয়টা খুলে বলার পর তারা খুব সহজেই রাজি হয়ে গিয়েছেন," ন্যাশ আমার দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে হাসলেন, "যেতে চান?"

"অবশ্যই। পারলে এখনই!"

"চলুন তাহলে।"

*

সেখানে পৌঁছানোর পর আমান্ডা নামের একজন ভদ্রমহিলো দরজা খুললেন। আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন যতক্ষণ ইচ্ছে হয় থাকতে পারি আমরা। কোনো সমস্যা নেই।

কার্পেটিং করা সুন্দর একটা হলওয়ে। বেশ পরিপাটি। কাঁচ ভেদ করে রোদ এসে ঝলএলো করছে জায়গাটা। আমান্ডা বললেন, "এ্যাপার্টমেন্টটা আমাদের খুব পছন্দের। অনেক যত্ন করে সাজয়েছি সব। আসুন, লিভিংরুমটা দেখাই আপনাদের।"

BanglaBook.org

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আসতে দেওয়ার জন্য মিসেস আমান্ডা," ডক্টর ন্যাশ বললেন।

"আহ্," আমান্ডা বললেন, "লজ্জা দিচ্ছেন কেন আমাকে!"

সাজানো গোছানো একটা লিভিং রুম। দেয়ালে সাদা রঙ। ক্রিম কালারের সোফা। একদম অপরিচিত। কিছুই মনে পড়ল না আমার।

"আপনারা আসার পর কি এ্যাপান্টমেন্টের ডেকোরেশন পাল্টিয়েছেন?," জানতে চাইলাম।

"কিছু কিছু," হেসে উত্তর দিলেন, "আমরা এসে এখানে বিস্কিটরঙা কার্পেট আর দেয়ালে স্ট্রাইপড ওয়ালপেপার দেখেছিলাম। একটা ফায়ারপ্লেসও ছিল। ওটা আমার হাজবেন্ড ভেঙে ফেলেছিল। পরে অবশ্য অনেক আফসোস করেছে। জিনিসটা খুব সুন্দর ছিল। আপনারা চাইলে উপরে গিয়েও দেখতে পারেন। কোনো সমস্যা নেই। একদম সংকোচ করবেন না।"

আমরা উপরে উঠলাম। উপরে দুটো বেডরুম। প্রথমটা ভদ্রমহিলোর হাজবেন্ডের অফিস হিসেবে ব্যবহার করেন। দ্বিতীয়টা খালি।

"এই রুমটা অন্যান্য রুম গুলোর থেকে বড়। তবে এখানে আমরা ঘুমাতে পারি না। বাইরে থেকে গাড়ির প্রচুর আওয়াজ আসে। গেইলস নীরবতা পছন্দ করে। ও আবার আর্কিটেক্ট। কোলাহল বেশি হলে মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। তবে মজার ব্যাপার কি জানেন?," মহিলো আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমরা যার কাছ থেকে এই এ্যাপার্টমেন্টটা কিনেছি তিনিও একজন আর্কিটেক্ট-ই ছিলেন।"

আর্কিটেক্ট, ভাবলাম আমি - টিচার নয়। তার মানে বেন ওদের কাছে এই বাড়ি বিক্রি করেনি।

"কিছু মনে পড়ছে?," ন্যাশ জানতে চাইলেন।

"না।"

আমরা অন্যান্য রুমগুলোও ঘুরে দেখলাম। কিন্তু কোন কিছুই আমাকে স্পর্শ করল না। একবারও মনে হলো না যে এককালে এই এ্যাপার্টমেন্টেই আমি আর বেন থাকতাম। আমি আর ন্যাশ, দু'জনই বেশ হতাশ হলাম। শেষে বাথরুম আর কিচেনটাও ঘুরে দেখলাম।

"একটু পানি পেতে পারি?," আমান্ডাকে জিজ্ঞেস করলাম।

BanglaBook.org

"অবশ্যই," মহিলো বললেন, "অন্যকিছু খাবেন? একটু হোয়াইট ওয়াইন?," বলে থামলেন তিনি, "এটা আবার জিজ্ঞেস করার কি আছে। সরি! আপনি দাঁড়ান, আমি নিয়ে আসছি।"

হড়বড় করে কথাগুলো বলে বের হয়ে গেলেন মহিলো। আমার কানে হোয়াইট ওয়াইন কথাটা বাজতেই থাকল। কেন যেন শব্দটা খুব পরিচিত লাগছে। অনেক আপন, অনেকে মায়াবী!

হঠাৎ মনে হলো আমি পরিচিত কোন একটা কিচেনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার পাশে ডক্টর ন্যাশ নেই। আমান্ডাও নেই। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেন! ওর বয়স একেবারেই কম। হাতে হোয়াইট ওয়াইনের একটা বোতল ধরা। হালকা পাতলা একজন যুবক। চুলগুলো কালো, পাক ধরা নয়। পুরো চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। তবে নাকের নিচে গোফটা খুব সুন্দরভাবে ফুটে আছে। শরীরে কোন ভাঁজ নেই, কোন কাপড়ও নেই। ও জিজ্ঞেস করল, "রেড না হোয়াইট?"

"হোয়াইট," আমি হাসলাম।

বেন কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। হাজার বছরের পুরনো এক অনুভূতি। আমি ওর ভেতর একদম হারিয়ে গেলাম। দু'জোড়া ঠোঁট এক হতে সময় লাগল না। আমার ভেতর থেকে একটা সুপ্ত কামনা জেগে উঠল।

হঠাৎ আমার মাথার ভেতর নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আমি নিজেকেই নিজে বলছি - *এই অনুভূতি গুলো মনে রেখো ক্রিস্টিন। আমি ঠিক এমনই একটা অভিজ্ঞতা আমার বইয়ে লিখতে চাই।*

"থামো," আমি ওর কানে ফিসফিস করে বললাম। কিন্তু আমি চাই না ও থামুক। আমার সমস্ত শরীরে ওর স্পর্শ বিচরণ করা শুরু করেছে। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমার মাথার ভেতর আমার কে যেন বলো উঠল - *এসব ভুলে যেওনা। মনে রেখো!*

আমার সম্বিত ফিরলো ন্যাশের কথায়।

"আপনি ঠিক আছেন?," ন্যাশ জানতে চাইলেন, "অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল আপনাকে।"

"আমি বেনের কথা মনে করতে পেরেছি ন্যাশ," খুশিতে উচ্ছ্বাসিত হয়ে বললাম আমি।

"বলেন কি!," ন্যাশের কণ্ঠেও ঝরে পড়ল একটা আনন্দের আভাস।

BanglaBook.org

আমি বেনের কথা মনে করতে পেরেছি, ভাবলাম আমি - আমরা দু'জন দু'জনকে গভীর ভাবে ভালোবাসি। ফ্ল্যাশবাকে এই ধ্রুবসত্যকে খুব ভালো ভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছি। তার মানে বেন যতবার আমাকে ভালোবাসি বলেছে গভীর আবেগ নিয়েই বলেছে!

ফিরে আসার সময় বাইরের পৃথিবীটাকে আর নিরানন্দময় লাগল না। মনে হলো প্রচুর সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে এখানে। ডক্টর ন্যাশকেও বেশ উৎফুল্ল দেখাল। বারবার "বেশ ভালো" আর "খুব ভালো" শব্দ দুটো উচ্চারণ করছিলেন। এটা কি আমার জন্য ভালো নাকি তার ক্যারিয়ারের জন্য সেটা যদিও আমি জানতে চাইনি।

ন্যাশ আমাকে বললেন তিনি আমার একটা স্ক্যান করাতে চান। কোনকিছু না ভেবেই আমি রাজি হয়ে গেলাম। তিনি আমাকে আরেকটা ফোন দিলেন। বললেন, এটা আগে তার গার্লফ্রেন্ড ব্যবহার করতো। *একটা স্পেয়ার ফোনের দরকার আছে*, বললেন তিনি। নামিয়ে দেওয়ার সময় বললেন আমাকে আগামীকালও ফোন করে ডায়েরী লেখার কথা মনে করিয়ে দিবেন তিনি।

বেশ আনন্দ নিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। আমি বেনের কথা মনে করতে পেরেছি। গতকাল রাতে বিছানায় ওকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য খুব খারাপ লাগল। তবে আজ রাতে আমি ওর আফসোস ঘুচিয়ে দিব। অনেক দিন পর আমার খুব ভালো লাগছে!

BanglaBook.org

মঙ্গলবার, নভেম্বরের তেরো তারিখ।

সময় দুপুর দু'টা। বেডরুমের জানালার পাশে রাখা টেবিলটাতে বসে লিখছি। জায়গাটা সুন্দর। রাস্তাটাও সবসময় ফাঁকা থাকে। রাস্তার ওপাশের বেশিরভাগ বাড়িই খালি। সেখানেও মানুষজন তেমন নেই। আমি এতোটুকু লিখতে লিখতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো। আশ-পাশটা অন্ধকার হয়ে গেল। বৃষ্টির ফোঁটার আমার সামনের জানালার কাঁচগুলোকে ঘোলাটে করে দিল। একদম আমার মনের মতন!

আজ সকালেও আমার ঘুম ভেঙেছে অপরিচিত একটা মানুষের সাথে। প্রতিদিনের মতো আজও সে ধৈর্য্য নিয়ে আমাকে নিজের পরিচয় দিয়েছে। সে চলে যাওয়ার পর ডক্টর ন্যাশের ফোন আসে। তিনি আমাকে ক্লজেটে লুকানো জুতার বাক্সটা থেকে ডায়েরীটা বের করে পড়তে বললেন। পুরোটা ডায়েরী আমি গল্পের বই এর মতন পড়েছি। কিছুই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি। গতকাল আমি আর ন্যাশ আমাদের পুরনো এ্যাপার্টমেন্টটাতে গিয়েছিলাম। সেখানে বেনের কথা আমার মনে পড়েছে - এই জায়গাটুকু পড়তে পড়তে আমার মাথায় আরও অনেক কিছু ভেসে এলো। ন্যাশ ঠিকই বলেছিলেন, স্মৃতিশক্তি একটা মাসলের মতন!

পুরনো এ্যাপার্ন্টমেন্টের সেই বেডরুমে আমি আর বেন একজন আরেকজনকে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে শুয়ে আছি। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম আমি গভীরভাবে ওকে ভালোবাসি। আমরা একই তালে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম। উদ্দাম একটা সময় কাটানোর পর আরাম করে বৃষ্টির আওয়াজ শোনার মতন ভালোবাসা কাজ করছিল দু'জনের ভেতরে।

বেন একটু নড়েচড়ে উঠল। ওর কণ্ঠস্বর আমার মাথায় ভেসে উঠল, "আমার যেতে হবে। নাহলে ট্রেন মিস হয়ে যাবে।"

"আরেকটু থাকো না!," আমি আহ্লাদ করে বললাম, "পরের ট্রেনটা ধরো!"

BanglaBook.org

"উহু ক্রিস্টিন," আমার কপালে চুমু খেলো বেন, "আমাকে যেতেই হবে। কাজ ফাঁকি দিলে চলবে না।"

"আচ্ছা যাও," বললাম আমি।

বেন যাওয়ার পর আমি গোসল করলাম। ডাইনিঙে ফিরে লাইট জ্বেলে টেবিলে বসলাম। সেখানে একটা টাইপরাইটার রাখা। পাশে গাদাখানেক কাগজ। টাইপরাইটারে আটকে থাকা কাগজটাতে লেখা - *চ্যাপ্টার টু।*

চেয়ারটাতে বসে খটাখট শব্দ তুলে একটা লাইন লিখলাম আমি। তারপর বিরক্ত হয়ে কাগজটা টেনে ছুড়ে ফেলে নতুন একটা কাগজ বসালাম। পাশে থাকা সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট জ্বালিয়ে একটা দীর্ঘ টান দিলাম।

ভাবলাম, এর আগেও আমি একবার করে দেখিয়েছি। এবারও পারব। এতো টেনশনের কিছু নেই। আমি উঠে গিয়ে পেছনের বুকশেলফ থেকে একটা বই টেনে নিলাম।

ফর দ্য মর্নিং বার্ডস

ক্রিস্টিন লুকাস।

হঠাৎ করেই পুরো দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে থেকে সরে গেল। আমি অবাক হয়ে বসে থাকলাম অনেকখানি সময়। আমি সত্যিই একটা বই লিখেছিলাম? কিন্তু এই বিষয়ে তো ও আমাকে কিছুই বলেনি। একটা লাইনও না। ডায়েরীতে লেখা এন্ট্রিগুলোর মতে পার্লামেন্ট হিলে আমি যখন ওকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন সে একবাক্যে অস্বীকার করেছে বিষয়টা। বলেছে আমি কাজ করেছি একজন সেক্রেটারি হিসেবে!

এমন একটা কথা লুকিয়ে রাখার মানে কি? আমি ছোট্ট একটা প্রমাণের আশায় পুরো বাড়ি চষে ফেললাম। কিছুই পেলাম না। বেনের অফিস রুমের কম্পিউটারটা খোলাই ছিল। সেটা দেখে আমার মাথায় একটা জিনিস খেলে গেল। আমি চেয়ার টেনে মেশিনটার সামনে বসলাম।

স্ক্রিনে ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড - এ দুটো শব্দ উঠে আছে। আমি কি-বোর্ডের উপর হাত রাখলাম। চোখ বন্ধ করে আমার দশটা আঙুল চালালাম বাটনগুলোর উপর দিয়ে। চোখ খুলে ফলাফল দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। ইউজার নেমের পাশে জ্বলজ্বল করছে একটা বাক্য।

BanglaBook.org

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

আমার রক্ত ছলকে উঠল ভেতরে। তার মানে আমি টাইপ করতে পারি! টাইপরাইটারে নভেল লেখার বিষয়টা আদৌ কোন কল্পনা ছিল না। ওটা তাহলে একটা বাস্তব স্মৃতিই ছিল ... কিন্তু বেন তো বলেছে আমি সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করতাম। হয়তো আমি সেখানেই টাইপ করা শিখেছি!

আমি রুমে ছুটে গিয়ে ন্যাশকে ফোন করলাম। তিনি ফোন ধরলেন।

"আমি কি কখনও কোন নভেল লিখেছি?," আমি হড়বড় করে কথাটা জিজ্ঞেস করলাম।

"মানে?," ন্যাশ অবাক হলেন, "বেন আপনাকে এই বিষয়ে কিছু বলেনি?"

"না।"

"আপনার প্রথম বই প্রকাশ হয়েছিল। দ্বিতীয় বই এর কাজ করছিলেন। তখনই আমার আপনার অ্যাকসিডেন্টটা হয়েছিল। বইটা যদিও বেস্টসেলার ছিল না। কিন্তু বেশ ভালো ছিল। অনেকেই পড়েছে। পাঠকরা খুব ভালোভাবে গ্রহণ করেছিল আপনার লেখা।"

আমি কিছু না বলেই ফোন কেটে দিলাম। এর মানে কি তাহলে? পুরো বাড়িতে আমার বইয়ের একটাও কপি নেই কেন? বেন কেন আমাকে এই বিষয়য়ে কিছু বলেনি!

ন্যাশের কথাগুলো আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। বইটা বেশ ভালো ছিল। আমি একটা বইলিখেছিলাম, আমি এটা মনে করতে পেরেছি। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, সেটা অনেকেই পড়েছে। আমি এতোটাও অথর্ব ছিলাম না!

আমি তাড়াতাড়ি ডায়েরীটা হাতে নিলাম। ভুলে যাওয়ার আগেই এসব লিখে রাখতে হবে।

*

আজ ডিনারের পর বেন আর আমি সোফাতে বসে টিভি দেখছিলাম। অনেক ভেবেচিন্তে বেনকে আমার নভেলের কথাটা জিজ্ঞেস করলাম। সে হেসেই উড়িয়ে দিল পুরো বিষয়টা। বলল, "নভেল? ক্রিস্টিন কী হয়েছে তোমার? তুমি উল্টাপাল্টা জিনিস ভাবছো কেন?"

BanglaBook.org

আমি বিমূঢ় হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হলো তুমি কেন এমন করছো? আমি জানি সত্যটা! কিন্তু পরমুহূর্তেই অন্য একটা দিক থেকে বিষয়টা চিন্তা করলাম। ওর বিষয়টা আমার কাছ থেকে কেন লুকাচ্ছে? সে কি ভয় পাচ্ছে আমি বিষয়টা মেনে নিতে পারব কিনা?

তবে সত্যি বলতে বইটা একটা প্রমাণ যে আমি কতোটা অসহায়, কতোটা অভাগা। একটা গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট আমাকে লেখিকা থেকে একটা যম্বি বানিয়ে দিয়েছে। বিষয়টা ভাবতেই আমার ভেতরটা একদম ভেঙে চুরে গেল। কীভাবে মেনে নেবো নিজের এই পরিণতি? এই কারণেই কি বেন আমাকে মিথ্যা বলছে? ও আমাকে ভালোবাসে। সত্যিই ভালোবাসে। আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছি সেই অনুভূতিগুলোকে। ফ্ল্যাশব্যাকগুলোকে কোনোভাবেই মিথ্যা বলা যাবে না। এতোটা ভালোবাসা নিয়ে ও কি বড় কোন কারণ ছাড়াই আমাকে এতোবড় একটা মিথ্যা বলবে?

মাথার ভেতর সব তালগোল পাকিয়ে গেল।

আমি বেডরুমে ফিরে ডায়েরীটা বের করলাম। সবকিছু লিখে রাখতে হবে।

BanglaBook.org

বুধবার, নভেম্বরের চৌদ্দ তারিখ।

আজ আমি বেনকে জিজ্ঞেস করেছি যে ওর কখনও গোফ ছিল কিনা।

"এটা আবার কেমন প্রশ্ন?," বেন জানতে চাইল।

"হঠাৎ করেই একটা দৃশ্য মাথায় এসেছিল গতকাল। সেখানে দেখেছিলাম তোমার গোফ আছে," হেসে বললাম।

বেনকে চিন্তিত দেখাল। বোধহয় ভাবলো কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল, "হ্যাঁ ছিল। কিছুদিনের জন্য রেখেছিলাম অনেক আগে," বেন হাসল, "ভুলেই গিয়েছিলাম একদম!"

ডায়েরীতে ওই ফ্ল্যাশব্যাকের কথাটা পড়ার পর আমার কেন যেন অবাস্তব লাগছিল পুরো দৃশ্যটাকে। বেনের কথা শুনে একটু আস্বস্তবোধ করলাম। যাক, তাহলে বিষয়টা গাঁজাখুরী ছিল না।

বেন কাজে যাবার পরপরই ন্যাশ ফোন দিলেন। জানালেন তিনি আজ আমার স্ক্যান করাতে চান। এর মাঝেই আমার ডায়েরীর অনেকগুলো অংশ পড়ে ফেলেছি আমি। আমাদের পুরনো এ্যাপার্টমেন্টটা দেখে ফিরে আসার সময় তাকে বলেছিলাম যে স্ক্যান করাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

আধঘন্টা পর ডক্টর ন্যাশ এসে হাজির হলেন। ড্রাইভ করতে করতে জানালেন আমরা তার কলিগ ডক্টর প্যাক্সটনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। ফাংশনাল ইমেজিং-এ ভদ্রলোক একজন এক্সপার্ট।

"আপনি কি পুরো ডায়েরীটা পড়েছেন আজকে?," ন্যাশ জানতে চাইলেন।

"না। কিছু কিছু জায়গা বাদ দিয়ে গিয়েছি।"

"কোনগুলো?"

"কিছু কিছু এন্ট্রি পড়া শুরু করা মাত্র মনে হতে থাকে যে এসব আমি জানি। সেগুলো।"

BanglaBook.org

ন্যাশকে বেশ সন্তুষ্ট দেখাল। বললেন, "চমৎকার।"

"আমি কি সত্যিই কোন বই লিখেছিলাম?"

"হ্যাঁ। সত্যিই। এটাকে কল্পনা ভাবার কোন কারণই নেই।"

আমি ভেতরে একটা প্রশান্তি অনুভব করলাম। তার মানে আমি সত্যিই লিখতে পারি। বিষয়টা কোন কল্পনা নয়। একটা অদ্ভুত আনন্দ খুব গাঢ় ভাবে আমাকে ছুঁয়ে গেল। রাস্তা ধরে একঘেয়ে ছুটে যাওয়াটাও আমি খুব উপভোগ করলাম।

জায়গাটাতে আমরা পৌঁছালাম ঠিক বিশ মিনিট পর। ডক্টর প্যাক্সটন বেশ বয়স্ক। তিনি হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থণা জানালেন, "ভিনসেন্ট হলো ইমেজিং সেন্টারে আপনাদের স্বাগতম," ভদ্রলোকের কথা বলার ভঙ্গি খুব সুন্দর, "আপনি নিশ্চয় ক্রিস্টিন লুকাস?," বলে করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

"হ্যাঁ," আমি উত্তর দিলাম।

"ভেতরে আসুন," মুচকি হেসে বললেন, "ন্যাশ, কেমন যাচ্ছে তোমার দিনকাল? খ্যাপ ট্যাপ পাচ্ছো তো?"

প্যাক্সটনের কথার ধরণ শুনে ন্যাশ হেসে ফেললেন, "খারাপ যাচ্ছে না দিন!"

হাসপাতালের ভেতরে অনেকরকমের মানুষের হুড়োহুড়ি। আমার কেমন একটা অস্বস্তি শুরু হলো। কারণটা ঠিক জানা নেই। কোন কারণবশত হয়তো হাসপাতাল জিনিসটাকে ভয় পাই আমি। পেলেও সেটা বিচিত্র কিছু নয়। ডক্টর ন্যাশের ভাষ্যমতে এর আগে আমি অনেক দিন একটা হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছি। অবচেতন মনে সেটার প্রভাব থাকতেই পারে।

বাতাসে অন্যরকম একটা গন্ধ। তবে সেটা বেশিক্ষণ সহ্য করতে হলো না। আমরা একটা বড়সড় রুমে ঢুকে পড়লাম। ভেতরটা আলো-আঁধারীতে ডুবে আছে। রুম ভর্তি অনেক রকমের যন্ত্রপাতিতে।

"ফাংশনাল এম.আর.আই একেবারে নতুন একটা জিনিস," প্যাক্সটন বললেন, "ম্যাগেনিক রেসোনেন্স ইমেজিং নিয়ে আপনার কোন ধরণা আছে ক্রিস্টিন?," জানতে চাইলেন তিনি।

আমার পাশেই একটা রুম দেখা যাচ্ছে। সেখানে সিলিন্ডারের মতন একটা মেশিন। সেটার মাঝে একটা গোলাকার গর্ত, সেই গর্তের ভেতর বেরিয়ে

BanglaBook.org

আছে একটা বেড। বেডটাকে দেখে মনে হচ্ছে ওটা মেশিনের জিভ। আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি কি ভয় পাচ্ছি?

"না," মৃদুস্বরে বললাম আমি।

"বডি এক্সরে করার ক্ষেত্রে যা করা হয়ে থাকে, এখানেও ঠিক তাই করা হয়। তবে পার্থক্য হচ্ছে এখানে আপনার ব্রেইনের একটা 'এক্সরে' করা হয়।"

ন্যাশ বললেন, "বিষয়টা খুব সাধারণ। কারও ব্রেইনে যদি টিউমার হয় আমাদের রোগীর মাথায় একটা স্ক্যান করতে হয় টিউমারটা কোথায় আছে সেটা জানার জন্য। ব্রেইনের কোন অংশের যদি ক্ষতি হয়ে থাকে সেটাও এই স্ক্যান এর মাধ্যমে জানা যায়," আমার দিকে তাকিয়ে অভয় দেওয়ার হাসি হাসলেন তিনি, "এই ফাংশনাল এম.আর.ই ব্যবহার করে কিছু নির্দিষ্ট কাজ করার সময় আপনার ব্রেইন কীভাবে কাজ করে সেটাই মূলত দেখতে চাচ্ছি আমি। আপনার ব্রেইন কীভাবে স্মৃতি সংরক্ষণন্যাশকে করছে সেটা যদি অল্প একটুও বোঝা যায় তাহলে আমার বিশ্বাস আপনার চিকিৎসায় একটা নতুন দিক উন্মোচন করা যাবে।"

"আমি কি আমার স্মৃতি ফেরত পাবো?," জানতে চাইলাম।

"হয়তো," ন্যাশ বললেন, "আশা আছে। একবার যদি বোঝা যায় ব্রেইনের কোন অংশটা ঝামেলা করছে ..."

"আমি রেডি," কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে বললাম ন্যাশকেকে।

প্যাক্সটন বেশ খুশি হলেন আমার কথায়, "বাহ!," বলে ন্যাশের দিকে তাকালেন, "তাহলে আর দেরী করে লাভ কি। চলো শুরু করি।"

"চলুন।"

*

পুরো বিষয়টা মোটেও সুখকর কিছু ছিল না। বেডটাতে শোয়ার পর একটা কম্বল দেওয়া হয়েছিল বলে রক্ষা। শোয়ার সাথে সাথেই মেশিনটা আমাকে একদম গিলে নিয়েছে। ভেতরটা খুব ঠাণ্ডা।

এখানে তুমি আরামের জন্য আসোনি - নিজেকে বোঝালাম। কোন কাজে দিল না। একটা অস্বস্তি অক্টোপাসের মতন আমাকে পেঁচিয়ে রেখেছে। কী করতে চাচ্ছে এই দু'জন?

"মাথার উপর একটা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন?," প্যাক্সটন জানতে চাইলেন।

"হ্যাঁ," বললাম।

BanglaBook.org

ওখানে আপনাকে কিছু ছবি দেখানো হবে। আপনি চোখ বন্ধ করে সেসব নিয়ে ভাববেন। এটাই আপনার কাজ। যদি কিছু বলতে ইচ্ছে হয়, বলবেন। কোন সমস্যা নেই। আর যদি অসুস্থবোধ করেন, তাহলে অবশ্যই বলবেন।"

"আচ্ছা," বললাম আমি। কণ্ঠস্বরে একটা অস্বস্তি।

"গেট রেডি ক্রিস্টিন," ন্যাশ বললেন।

*

ভিনসেন্ট হলো থেকে খানিকটা দূরেই একটা কফিশপে বসে আছি আমি আর ডক্টর ন্যাশ। কাজ শেষ করে এখানে বসেছি কিছুক্ষণ হলো। স্ক্যানের ব্যাপারটা এখনো মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না। ধকলটা সাএলোাতে একটু সময় লাগবে আমার।

ভেতরটা ঠাণ্ডা। প্যাক্সটনের দেওয়া কম্বলটাতে শীত মানছে না। মাথার উপরের স্ক্রিনটাতে আমাকে কিছু ছবি দেখানো হলো। প্যাক্সটন বাইরে থেকে বললেন সেসব দেখে আমার মনে যাই আসে না কেন ভাবতে। তারা আশা করছেন এই ছবিগুলো ভুলে যাওয়া স্মৃতিগুলোকে নাড়িয়ে দিবে। আমি অনেক কিছু মনে করতে পারব।

আমাকে একটা পার্টির কথা ভাবতে বলা হলো।

আমি ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে পাওয়া সেই পার্টির টুকরো স্মৃতিগুলো মনে করার চেষ্টা করলাম। হইচইয়ে টইটম্বুর একটা পার্টি। লালচুলের সেই মেয়েটা ... ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন হারিয়ে গেলাম। পুরনো অনেক স্মৃতি মনে পড়তে শুরু করল। মেশিনটার ভেতরে অদ্ভুত একটা গুঞ্জন। শব্দটা আমার অস্বস্তিটাকে ক্রমেই বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমার ছেলেবেলার একটা বার্থডে পার্টির কথা মনে পড়ল। বাবা-মা আর সামনে রাখা কেকটাকে খুব প্রাণবন্তভাবে দেখতে পেলাম। হাত বাড়ালেই যেন সব ছোঁয়া যাবে। অদ্ভুত!

স্ক্রিনে একটা বাচ্চার ছবি ভেসে উঠল। মায়ের কোলে জড়সড় হয়ে চিড়িয়াখানার একটা খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একটা মুহূর্ত। তারপরেই বুঝতে পারলাম এই মহিলোই আমার মা। কোলের ওই বাচ্চা মেয়েটা আর কেউ না। আমিই!

মায়ের আরেকটা স্মৃতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। চামড়ায় ভাজ পড়া, অসুস্থ একটা মুখ। হাতে একটা লাঠি। সেটায় ভর দিয়ে হাঁটছেন তিনি। আরও কয়েকটা ছবি ভেসে উঠল সেখানে। সেসব দেখে কিছুই মনে করতে পারলাম না। তারপর আরেকটা ছবি। কালো টিশার্ট আর ফেইডেড জিন্স পড়া একট

BanglaBook.org

মেয়ে। লালচুলো। এই তো সেই মেয়ে। আমার কাছের বন্ধু! কিন্তু ওর নামটা কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

বাবার একটা ছবি ভেসে উঠল সেখানে। দেখামাত্র চিনতে পারলাম। তারপর আমার আর বেনের একটা ছবি। আরেকজন দম্পতির সাথে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছি। তাদেরকে একদমই চিনতে পারলাম না।

তারপর কিছু অপরিচিত মানুষ। নার্সের ইউনিফর্ম পড়া একজন কালো মহিলো। স্যুট পরা এক ভদ্রমহিলো, একটা বই এর আলামারীর সামনে বসে আছেন। চোখে রিমলেস চশমা। একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ। বাদামী দাড়ি। ছ'সাত বছরের একটা বাচ্চা। হাতে একটা আইসক্রিম। তারপর ... চশমা পরা সুদর্শন একজন যুবক। কালো চুলগুরো সুন্দর করে আঁচড়ানো। গালে একটা কাটা দাগ।

চেপে রাখা অস্বস্তিটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাচ্ছে। আমি দাঁতে দাঁত চেপে ছবির মানুষগুলোর কথা মনে করার চেষ্টা করছি। কিছুই মনে পড়ছে না। একটা রোখ চেপে গেল আমার। মেশিনের তীব্র গুঞ্জনটাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করে মাথাটাকে ঝালিয়ে নিতে চাইলাম যতটুকু পারা যায়। পারলাম না। বুক চিরে একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো।

"প্লিজ! থামুন!"

*

"আমি দুঃখিত," সামনে রাখা কফির মগটা ছুঁয়েও দেখেননি ন্যাশ। চেহারাতে অপরাধবোধের ছাপ, "আমি বুঝতে পারিনি আপনি হঠাৎ প্যানিকড হয়ে যাবেন।"

"ইটস ওকে," বললাম আমি। কণ্ঠস্বর ফ্যাসফ্যাসে শোনাল নিজের কানে, "এই ছবিগুলো আপনি কোথায় পেয়েছেন?"

"এর আগে অন্য একটা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। আপনার হাজবেন্ড ট্রিটমেন্টের জন্য ছবিগুলো দিয়ে দিয়েছিলেন সেখানে। ওখান থেকেই একটু ঝামেলা করে জিনিসগুলো জোগাড় করেছিলাম," কঠির মগে চুমুক দিলেন তিনি, "কিছু ছবি ছিল একেবারেই র‍্যান্ডম। তবে ছবিগুলো যেভাবে সাজানো হয়েছিল সেটা অবশ্য র‍্যান্ডম ছিল না। ছবির কিছু মানুষকে আপনি ছেলেবেলায় চিনতেন। স্কুলের বন্ধু। আত্মীয়-স্বজন। আমরা আসলে দেখার চেষ্টা করছিলাম বিভিন্ন সময়ের স্মৃতি খুঁজে নিতে আপনার ব্রেইন অন্য কোন নিয়ম ব্যবহার করে কিনা। আপনার নিউরাল কানেকশন ঠিক আছে। আপনার

BanglaBook.org

হাজবেন্ডের ছবি দেখানোর সময় সব থেকে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন আপনি। অন্যগুলোতেও করেছেন। তবে এটাতেই বেশি ছিল সব থেকে।"

"রেজাল্ট দেখে কি মনে হলো আপনার?"

"আসলে বিষয়টা এক্সপেরিমেন্টাল। আরেকটু ঘাটাঘাটি করে তারপরই জানাতে পারব পরিষ্কার করে।"

"লালচুলের মেয়েটা কে ছিল বলতে পারেন?"

"আপনার পুরনো বন্ধু। নাম জানা নেই। হসপিটালের ফাইলে ছিল ছবিটা ... ওহ আমিতো ভুলেই গিয়েছিলাম," বলে ন্যাশ ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করে সেটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

"কি এটা?"

"আপনার বই এর একটা কপি। নতুন না। পুরনো।"

আমার রক্ত ছলকে উঠল। কাঁপা কাঁপা হাতে প্যাকেটটা খুললাম। পুরনো একটা বই। কোনগুলো ভেঙে গিয়েছে। কভারে কফি মগের দাগ পরে আছে। কিন্তু জিনিসটা প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে দিল আমাকে। যেন স্বর্গ থেকে আসা এক টুকরো আশির্বাদ এই ছোট পেপারব্যাকটা!

"অ..অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ন্যাশ," কাঁপাকাঁপা স্বরে কৃতজ্ঞতা জানালাম তাকে।

ন্যাশ কোন উত্তর দিলেন না। সুন্দর করে হাসলেন। আমি যথেষ্ট যত্ন নিয়ে বইটা আমার কোটের ভেতরের পকেটটাতে রেখে দিলাম। বাড়ি ফেরার পথে যতবার বইটা স্পর্শ করেছি একটা শিহরণ খেলে গিয়েছে আমার শরীরে। পুরোপুরি জীবন্ত। বইটা আমার শরীরের একটা অংশের মতোই নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছিলো আমাকে।

বাড়িতে ঢোকার আগে বই এর উপর ছাপার অক্ষরে লেখা নিজের নামটার উপর আঙুল ছোঁয়ালাম।

"ক্রিস্টিন লুকাস" - নিজের নামটার উপর একবারে অজান্তেই একফোঁটা অশ্রুর বিসর্জন হয়ে গেল। তাতে নামটা যেন আরও বেশি করে জ্বলজ্বল করা শুরু করল।

কি প্রগাঢ় একটা অনুভূতি!

BanglaBook.org

*

বেন ওর অফিসে কাজ করছে। এই ফাঁকে আমি আমার বইটা ঘেটে দেখছি। মনে হচ্ছে অনেক দিন পর আমি তীব্রভাবে একটা আনন্দ উপভোগ করতে পারছি।

কভারটা উল্টালাম। নিজের নাম'টা সেখানে দেখতে পেয়ে আমার ভেতরটা একদম হু-হু করে উঠল। কেন এমন হলো আমার? আমি কি দোষ করেছিলাম? ভেজা চোখ নিয়ে আমি আরেকটা পৃষ্ঠা উল্টালাম।

উৎসর্গের নিচে লেখা - আমার বাবাকে, তোমার জন্য এখনো শূন্যতা অনুভব করি।

মাথার মধ্যে একটা ছবি ভেসে উঠল সাথে সাথে। বাবা বেডে শুয়ে আছেন। তার পাশে ইউনিফর্ম পড়া একজন নার্স। আমার পাশে মা। তার মুখে চিন্তার ছাপ। সবাই নিশ্চুপ ... তারপর আরেকটা ছবি। আমার সামনে বাবার কফিন। সবার পরণে কালো পোশাক।

একদম শেষের পাতায় নিজে ছোট্ট একটা বায়ো দেখতে পেলাম। সেখানে লেখা -

> ক্রিস্টিন লুকাস। জন্ম নর্থ ইংল্যান্ডে, ১৯৬০ সালে। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন থেকে ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা শেষ করেছেন এবং বর্তমানে সেখানেই তার স্বামীর সাথে বসবাস করছেন। ফর দ্য মর্নিং বার্ডস তার প্রথম উপন্যাস।

BanglaBook.org

এই ছোট্ট এক টুকরো লেখা আমার ভেতরটা নাড়িয়ে দিয়ে গেল। আমি সত্যিই করে দেখিয়েছিলাম। সত্যিই!

আর কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টাতেই ভেতর থেকে একটা খাম বের হয়ে এলো। সেটার উপর মার্কার নিয়ে লেখা - *ভেতরের জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং!*

খামটা খুললাম। একটা পুরনো পেপার কাটিং। বইটা বের হওয়ার পর আমি একজন সাংবাদিককে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। অসাধারণ সব কথা লেখা সেখানে আমাকে নিয়ে। পাশেই আমার একটা ছবি। পাশে একজন মহিলো সাংবাদিক। ক্যাপশনে লেখা - ক্রিস্টিন লুকাস, তার নর্থ লন্ডনের এ্যাপার্টমেন্টে।

দিনটা আমার সামনে ছবির মতন ভেসে উঠল। আমাকে এই মহিলো প্রশ্ন করছেন। আমি হাসিমুখে উত্তর দিচ্ছি। তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। সেটা দেখে আমার ফুসফুসটাও নিকোটিনের জন্য হাসফাস করে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো আমি সিগারেট টানা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ ... আমি প্রেগনেন্ট!

অ্যাডাম!

কথাটা বিদ্যুত চমকের মতন আমার মাথায় আঘাত করল।

আমার অ্যাডাম কোথায়!?

*

আমি ওয়াশরুমের আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। চারপাশে টেপ দিয়ে আটকানো অসংখ্য ফটোগ্রাফ। আমার আর বেনের। একটা ছবি একটু আলাদা। দু'জন বৃদ্ধ দম্পতি হাসিমুখে সোফায় বসে আছেন। জায়গাটা আমার পরিচিত না। খুব সম্ভবত তারা বেনের বাবা-মা। কিন্তু কোথাও কোন বাচ্চার ছবি নেই। অ্যাডামের কোন অস্তিত্বই নেই এই বাড়িতে!

আমি পুরোটা লিভিংরুম ঘেটে দেখলাম। নেই। অ্যাডামের একটুকরো স্মৃতিও নেই কোথাও। ওর কি হয়েছে? কোথায় আছে ও? আমার বুকটা হু-হু করে উঠল। একটা ভয়াবহ ক্রোধ আমার পুরো শরীরে আগুন জ্বেলে দিল। প্রবল আক্রোশে আমি একটান দিয়ে বেনের অফিসের দরজা টান দিয়ে খুলে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম, "অ্যাডাম কোথায় বেন?"

বেন একদম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল পুরো ঘটনায়, "কি হয়েছে তোমার ক্রিস্টিন?"

"আমার অ্যাডাম কোথায় বলো!," আমি শাসালাম ওকে, "সত্যি করে বলো ওকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছো তুমি?"

"আমি সবকিছু খুলে বলছি। একটু ঠাণ্ডা হও ক্রিস্টিন। প্লিজ!"

"নিকুচি করি তোমার মাথা ঠাণ্ডার," চিৎকার করে বললাম, "তুমি কীভাবে পারলে এতোগুলো দিন অ্যাডামকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে!"

"আমি অ্যাডামকে লুকিয়ে রাখিনি ক্রিস্টিন," বেন নিচু স্বরে বলল।

"তাহলে কোথায় ও?"

BanglaBook.org

বেন একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। ওর চেহারায় বেদনার একটা ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। শব্দগুলো খুব সাবধানে, ধীরে উচ্চারণ করল সে, "অ্যাডাম আর নেই ক্রিস্টিন। গতবছর ও মারা গিয়েছে।"

অ্যাডাম নামটা আমাকে যেভাবে আঘাত করেছিল এই কথাটা তার থেকেও বেশি জোরে আঘাত করল আমাকে।

"মানে! কী বলতে চাও তুমি?"

"ক্রিস্টিন, ফর গডস সেক। একটু শান্ত হও। আমি সব গুছিয়ে বলছি তোমাকে," অনুনয় ঝরে পরলো ওর স্বরে।

আমার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এলো। পুরো পৃথিবীটা যেন চোখের সামনে টলে উঠল। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। টলে উঠলাম। বেন একছুটে এসে আমাকে ধরে ওর চেয়ারটাতে বসালো।

"তুমি ঠিক আছো?"

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

"আমাদের ছেলে অ্যাডাম হুইলার আর্মিতে ছিল। আফগানিস্তানে একটা টেরোরিস্ট অ্যাটাকে ও গতবছর মারা গিয়েছে।"

কথাটা অবাস্তব শোনালে আমি খুব খুশি হতাম। কিন্তু আমার শরীরে রক্তের মধ্যে যে তুমুল আলোড়ন অ্যাডামের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়ে উঠেছিল সেটা এক নিমেষেই নিভে গেল। মনে হলো কথাটা সত্য। যদিও ওর কথা বিশ্বাস করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।

আমার সন্তান, যার অস্তিত্ব কিছুক্ষণ আগেও আমার জানা ছিল না। সে নাকি মৃত! পৃথিবীর সমস্ত কষ্ট যেন আমার বুকের ভেতরের একটা বিন্দুতে এসে ঠায় নিলো। কেন? এমনটাই কেন হতে হলো আমার সাথে?

"তোমার অসুস্থতার মাঝে দিয়ে অনেকগুলো বছর চলে গিয়েছে," বেন বলা শুরু করল, "এর মাঝে পৃথিবীতে অনেক কিছুই হয়ে গিয়েছে। অনেক কিছু পাল্টেছে। আমাদের ছেলে সবসময়ই আর্মিতে যেতে চাইতো। ওর ডিসিপ্লিনড জীবন ভালো লাগতো। ২০০১ সালে আমেরিকাতে একটা টেররিস্ট অ্যাটাক হয়েছিল। ওই ঘটনার পরপরই টেররিজম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ও আর্মিতে ঢোকার কয়েক বছর পর ওদের আফগানিস্তানে পাঠানো হয়। সেখানে একটা রেসকিউ মিশনে ওদের ট্যাংকের উপর বোমা হাএলো করা হয়। একজন বাদে সবাই মারা যায় সেই আক্রমনে," বলে বেন ওর ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা মেটাল বক্স বের করল, "ওর ছবিগুলো আমি

BanglaBook.org

এখানেই লুকিয়ে রেখেছি সব। এতো মানসিক কষ্টে মাঝে প্রতিদিন তোমার মৃত ছেলের কথা যাতে মনে না করতে হয় - এ কারণেই লুকিয়ে রেখেছিলাম এসব।"

কোন কথা বলতে পারলছিলাম না আমি। অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলাম, "মা হিসেবে আমি কেমন ছিলাম?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে।

"অ্যাডাম তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসতো। যদিও ওর বয়স যখন তিন চারের মতো তখনই তোমার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। আমার মা অনেক সাহায্য করেছেন অ্যাডামকে বড় করতে।"

"তাহলে মা হিসেবে আমি অথর্ব ছিলাম একদম!"

"না ক্রিস্টিন," সে আমার কাঁধে হাত রাখলো, "তুমি এই পৃথিবীর সেরা মায়েদের একজন ছিলে।"

কথাটা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু পারলাম না।

বেন একটা চেয়ার নিয়ে আমার পাশে বসল। বক্সটা থেকে একটা ছবির এ্যালবাম বের করল। অ্যাডামের বাচ্চা কালের ছবি। ওর প্রথম স্কুলে যাওয়ার ছবি। জন্মদিনেরও কিছু ছবি আছে।

আচ্ছা ক্ল্যারি কি আমার ছেলেকে দেখেছিল?

নামটা হঠাৎ করেই আমার মাথায় আঘাত করল!

ক্ল্যারি!

সেই লালচুলের মেয়েটা!

আমার বেস্টফ্রেন্ড!

মাথার ভেতর ভেসে উঠল কথাগুলো!

"আচ্ছা," একটা উত্তেজনা অনুভব করলাম আমি, "ক্ল্যারি কোথায়? ওর কী খবর?"

"ক্ল্যারি!," বেনকে একটু অপ্রস্তুত দেখাল। মনে হলো চমকে গিয়েছে, "তোমার ক্ল্যারির কথা মনে আছে?"

"আমার যতদূর মনে পড়ে ক্ল্যারি নামে আমার খুব ভালো একজন বন্ধু ছিল।"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ। আসলেই ছিল। তবে ওর সাথে অনেক দিন হলো আমাদের যোগাযোগ নেই।"

আমি অবাক হলাম, "কেন?"

"ক্ল্যারি এখন ওর হাজবেন্ডের সাথে নিউজিল্যান্ডে। বিয়ে হবার পরই ওর সাথে তোমার যোগাযোগ কমে যায়।"

ক্ল্যারি বিয়ে করেছে!

একটা ছবি ভেসে উঠল আমার মাথায়। একটা বারে আমি আর ক্ল্যারি পরপর সাতটা টাকিলা শট মেরে মাতালের চূড়ান্ত পর্যায়ে আছি। ক্ল্যারি আমাকে হাসতে হাসতে বলল, "বিয়ে হচ্ছে লুজারদের জন্য ক্রিস্টিন ... আমি কোনদিন বিয়ে করবনা!"

এক সেকেন্ড। তারপরই আমি বাস্তবে ফিরে এলোম।

"কিন্তু কেন!"

"সেটাতো আমি বলতে পারব না।"

"আমরা কি ওর বিয়েতে গিয়েছিলাম?"

"হ্যাঁ," বেন মুখ শক্ত করে উত্তর দিল।

"ওর বিয়ের কোন ছবি নেই?"

"আছে," হাসল বেন। একই বাক্স থেকে সে আরেকটা এ্যালবাম বের করল, সেটার ভেতর থেকে কয়েকটা ফটোগ্রাফ। একদমই বাজে। ঠিক মতো ফোকাস করা হয়নি। ক্ল্যারি আর ওর হাজবেন্ডের সাথে আমার দুটো ছবি পাওয়া গেল। সেখানে বেন নেই। খুব সম্ভবত ও-ই ছবিগুলো তুলেছিল।

"ক্ল্যারির কোন কন্টাক্ট নাম্বার?"

"আমার কাছে নেই," বেন সোজাসাসাপ্টা উত্তর দিল।

আমি আবার অ্যাডামের ছবি দেখায় মনোযোগ দিলাম। একটা ছোট্ট দেবশিশু। এই ছবিটাতে একটু বড় লাগছে ওকে। সাত আট বছর হবে হয়তো। গায়ে একটা লাল সোয়েটার। মাথায় জলদস্যু হ্যাট। মনের ভেতরটা বিষিয়ে উঠল। কি হতো ও বেঁচে থাকলে?

"অ্যাডামের আর ছবি নেই?"

"আমাদের এই বাড়িতে একবার আগুন ..."

BanglaBook.org

আমার বেশ বিরক্ত লাগল। বললাম, "সেই আগুনে অ্যাডামের ছবিগুলোও পুড়ে গিয়েছে?," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, "কপালটা এতো খারাপ কেন আমার? বিয়ের ছবিগুলো পর্যন্ত দেখার সৌভাগ্য হলো না।"

বেন একেবারে পিলে চমকে গেল, "তুমি কীভাবে জানো আগুনের কথা?"

জানি কারণ আমি ডায়েরীটা পড়েছি। কিন্তু বেনকে সেটা বলতে ইচ্ছে করলনা, "তুমি বলেছিলে।"

"আজ তো এই বিষয়ে আমাদের কোন কথা হয়নি।"

মিথ্যাটা বলতে খুবই খারাপ লাগল আমার, "স্ক্র্যাপবুকটা ঘাটার সময় কথাটা কীভাবে যেন মনে পড়েছে আমার।"

"আচ্ছা!," বেনকে কেমন যেন চিন্তিত দেখাল।

*

পুরোটা ওয়াশরুম স্টিমে অন্ধকার হয়ে আছে। আমার সামনের আয়নাটা ঘোলাটে। নিজের প্রতিচ্ছবিও দেখা যাচ্ছে না। পরপর এতোগুলো ঘটনা আমি আর নিতে পারছিলাম না। কি করব বুঝতে না পেরে শাওয়ার নিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করছি।

একটা মাত্র ছবি!

শুধু একটা ছবিই আমাকে অ্যাডামের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। অথচ বাকি দিনগুলোতে আমি যে কখনও মা ছিলাম আমি সেটাই মনে করতে পারি না। বেন কি খুব সচেতন ভাবে আমি কি মনে করব আর কি করব না সেটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে? কিন্তু কেন?

আয়নার পাশে সাঁটানো একগাদা ছবি। স্ক্র্যাপবুকেও আছে অনেকগুলো। কম বলা যায় না কোন ভাবেই। বাড়িতে ছবির সংখ্যা নেহাত মন্দ না। কিন্তু একটা ছবিও আমাকে এতোদিন অ্যাডামের কথা মনে করায়নি।আমার জীবন চব্বিশ ঘন্টার স্মৃতিতে আটকে গিয়েছে। প্রতিদিন আমি নতুন করে জন্মাচ্ছি। বেন যদি আমার জায়গায় থাকতো তাহলে কি সে চাইতো প্রতিটা দিন আমি সন্তানহারা হবার দুঃসহ যন্ত্রণা বা নিজের সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ারের ধ্বংস দেখে বিষাক্ত একটা দিন কাটাই?

আমার ভাগ্য একদিকে খুবই ভালো। বেনের জায়গায় অন্য কেউ থাকল আমার জন্য এতোটা কোনদিনই করতো না।

হঠাৎ।

BanglaBook.org

স্টিমের মাঝে মনে হলো আমি অন্য কোথাও দাঁড়িয়ে আছি। এই ওয়াশরুম আমার একদমই পরিচিত না। ধোঁয়াগুলো হঠাৎ করেই যেন পরিষ্কার হয়ে গেল। একদম স্পষ্ট চারপাশ। ধবধবে সাদা টাইলস পুরো ওয়াশরুম জুড়ে। আয়নাটাও আলাদা। অথচ একটু আগেও এখানে নীলচে টাইলস ছিল। দরজার পাশের হ্যাঙ্গারে দুটো ম্যাচিং করা বাথরোব ঝুলছে। মনোগ্রামও দেখা গেল। আর.জি.এইচ।

বাইরে থেকে একটা পুরুষকণ্ঠ ভেসে এলো, "আমি আসছি ক্রিস্টিন!"

একমুহূর্তের জন্য সেটা বেনের কণ্ঠ মনে হলেও পরমুহূর্তেই বুঝলাম সেটা মোটেও ওর কণ্ঠ না। আমি টাওয়াল গায়ে জড়িয়ে যত দ্রুত সম্ভব ওয়াশরুমের দরজা খুললাম।

এটা কোন বাড়ি!

আমি কোথায়!

আমি চিৎকার করে উঠলাম।

হেল্প মি!

দূর থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এলো।

ক্রিস্টিন! তুমি ঠিক আছো?

সবকিছু যেভাবে শুরু হয়েছিল, সেভাবেই আমার শেষ হয়ে গেল। আমার সামনে বেন। টাওয়াল ফ্লোরে পড়ে আছে। আমি সম্পূর্ণ নগ্ন। এবং আতংকগ্রস্থ।

"কি হয়েছে তোমার ক্রিস্টিন!," কেন যথেষ্ট উদ্বেগ নিয়ে বলল।

"আ-আমি জানি না!"

*

বেন বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। একটা ঘটনাবহুল দিন গেল। প্রচণ্ড ক্লান্তি আমাকে চেপে ধরেছে একদম। চোখ খুলে রাখতে পারছি না। তারপরও সব লিখে রাখলাম। এখন ঘুমোতে যাব। তার আগে ডায়েরীটা জায়গামতন লুকোতে হবে।

শুভরাত্রি ক্রিস্টিন লুকাস।

BanglaBook.org

বৃহস্পতিবার, নভেম্বরের পনেরো তারিখ।

আমি যদি মারা যাই তাহলে কষ্ট পাবার মতন কে আছে?

বেন, সে অবশ্যই কষ্ট পাবে। তবে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমি মারা যাওয়া মানে ওর কাঁধ থেকে একটা বিশাল বড় বোঝা নেমে যাওয়া। এ রকম অথর্ব একটা বউকে নিয়ে কীভাবে বাকি জীবনটা কাটাবে? এরইমধ্যে তো ওর অর্ধেক জীবন শেষ। আমি আমার সাথে ওর জীবনটাকেও একদম নষ্ট করে দিয়েছি।

আমার পরিচিত মানুষ বলতে আর কে আছে?

ক্ল্যারি, হয়তো একটু খারাপ লাগবে ওর। যেহেতু কোন যোগাযোগ নেই, সেই পুরনো বন্ধনটাও হয়তো আর সেরকম দৃঢ় নেই। ওর কষ্ট পাবার কোন কারণই নেই!

ডক্টর ন্যাশ। অদ্ভুত একটা মানুষ। আমার জন্য অনেক কিছু করছেন। কিন্তু সেটা কি একদমই নিঃস্বার্থভাবে? আমার জানা নেই। খুব সম্ভবত বর্তমানে আমিই তার একমাত্র রোগী। পেশেন্ট হারালে কি কেউ কখনও কষ্ট পায়? সকালবেলা তার ফোন পেয়ে ডায়েরীটা আগাগোড়া পড়ে আমার সবকিছু কীভাবে যেন বদলে গিয়েছে।

মাতৃত্ব!

আমি কখনও অনুভবই করতে পারলাম না মাতৃত্বকে। মা হওয়ার পরও আমার ছেলের অস্তিত্ব আমি ভুলে বসে আছি। ডায়েরীটাতে অ্যাডামের কথা পড়ে অ্যাডামের ছবিগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল। চোখগুলো অবিকল আমার মতন ছিল। ছোট এক টুকরো স্মৃতি আমার মাথার ভেতর ভেসে উঠল। আমি অ্যাডামকে জড়িয়ে ধরে ওর গালের সাথে গাল ঘষছি। ও খিলখিল করে হাসছে। বাস্তবে ফিরে আসার পরও ওর হাসির শব্দ অনেক্ষণ আমার কানে বাজতে থাকল। আমার যে কি হয়ে হয়ে গেল জানি না। প্রচণ্ড আক্রোশে

BanglaBook.org

আমার সবকিছু ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছে হলো। অ্যাডাম কেন মারা গেছে? কেন!

আমি ওয়াশরুমে গিয়ে ছবিগুলো টেনে খোলা শুরু করলাম। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লাম সব। ঘরে এসে কাপড় পাল্টালাম। পার্সে ডায়েরীটা ঢুকিয়ে লুকানো জারটা থেকে দুটো বিশ পাউন্ডের নোট নিয়ে বের হয়ে গেলাম। ইচ্ছে করছে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে। কিন্তু সেটা পারব নাকি জানি না!

একটা ছাতা নিয়ে বের হওয়া দরকার ছিল। আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছে। কখন বৃষ্টি নামবে কোন ঠিক নেই। ফুটপাথ ধরে হাঁটছি আমি। ব্যস্ত শহরের ব্যস্ত মানুষজন। কারও কোনদিকে তাকানোর সময় নেই। অনেকক্ষণ ভেবেও আমি কোথাও যাব কিছু ভেবে পেলাম না। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমি এভাবে মরতে চাই না। কখনোই চাইনি।

কফিশপ থেকে কফি নিয়ে একটা পার্কের মধ্যে ঢুকে গেলাম আমি। জায়গাটা তুলনামুলক খালি। ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে ঝুম বৃষ্টি নামলে আমার ভেজা ছাড়া আর কোন গতি নেই।

"হেই লেডি!," পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

একটা বাচ্চা ছেলে। বয়স পাঁচ-ছয় হবে। দোলনায় বসে আছে। গোলগাল চেহারা। স্বাস্থ্যও বেশ ভালো। আমাকে ওর দিকে তাকাতে দেখে আবার বলে উঠল, "আমাকে একটু ধাক্কা দাও না!"

ওর কথার ধরণ শুনে আমি হেসে ফেললাম। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার মা কোথায়?"

"জানি না!"

"বাবা?"

"বাবা আমাদের ফেলে চলে গেছে। মা বলেছে বাবা আমাদের আর ভালোবাসেনা ... আমাকে ধাক্কা দাও না!"

কোনরকমের দ্বিধা ছাড়াই সে কথাটা বলে ফেলল। হয়তো ঘটনার তাৎপর্য বোঝার মতন মানসিক শক্তি ওর এখনো হয়ে ওঠেনি। আমি ওর দোলনাতে ধাক্কা দিয়ে দিলাম। বেশ আনন্দ নিয়ে খেলছে ছেলেটা। ভাবলাম ওর মা না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকি।

"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম আ---ল---ফি!." ঝুলতে ঝুলতে সুর করে বলল ছেলেটা।

BanglaBook.org

একবার মনে হলো ওকে আমার সাথে করে নিয়ে যাই। আরও কিছুক্ষণ সময় পেলে হয়তো জিজ্ঞেসই করে ফেলতাম আমার সাথে যাবে নাকি। এর আগেই ওর মা চলে এলো। ছেলেটা চলে গেল। গাঢ় নিঃসঙ্গতা ভর করল আমার উপর। সেটা কাটাতেই আমি আবার হাঁটা শুরু করলাম।

*

সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে গাড়ি থেকে নামতেই বাড়ির দিকে তাকিয়ে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। সব বাতি নেভানো। বেন কি এখনো বাড়ি ফেরেনি?

আমি চাবি দিয়ে দরজা খুললাম। ডাকলাম, "বেন?"

কোন সাড়া পাওয়া গেলনা।

আমি ভেতরে ঢুকে লিভিংরুমের বাতি জ্বাললাম।

"বেন? তুমি কোথায়?"

"ক্রিস্টিন তুমি এসেছো!," উপর থেকে কথাটা প্রায় চিৎকার করে বলল সে। রুম থকে বের হয়ে একছুটে সে নিচে নেমে এলো।

ওর চুলগুলো এলোমেলো। চোখের দু'পাশে পানি চিকচিক করছে। অফিসের কাপড়ও এখনো পাল্টায়নি। দুঃশ্চিন্তায় যাচ্ছে অবস্থা হয়ে আছে ওর!

"কোথায় ছিলে তুমি?," জিজ্ঞেস করল।

"একটু বাইরে গিয়েছিলাম।"

"ফোন নাও নি কেন সাথে?"

"আমি একদমই ভুলে গিয়েছিলাম।"

বেন আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। ওর সাথে এমনটা না করলেও পারতাম। আমি ফোন নিয়ে গিয়েছিলাম ঠিকই। তবে ওরটা না। ডক্টর ন্যাশের দেওয়া ফোনটা ছিল সাথে।

"সরি বেন," প্রবল অনুশোচনায় বিড়বিড় করে বললাম আমি।

"ইটস ওকে," আলিঙ্গনমুক্ত করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলে, "আজ আমার বার্থডে। ভাবছিলাম একটু বাইরে যাব। তুমি যাবে আমার সাথে?"

"শুভ জন্মদিন বেন," বললাম আমি, "অবশ্যই যাব।"

BanglaBook.org

আমি এখন ঘরে বসে ডায়েরী লিখছি। ওকে বলেছি আধঘন্টা সময় লাগবে আমার রেডি হতে। কাজটা কি ভালো করলাম? বেন আমাকে সত্যিই অনেক ভালোবাসে!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

শুক্রবার, নভেম্বরের ষোলো তারিখ।

এরপরে কি হয়েছিল আমি জানি না। বেনের সাথে বাইরে গিয়েছিলাম। হয়তো কোন রেঁস্তোরায়, নাহলে সিনেমা দেখতে। আমার কিছু মনে নেই। ডায়েরীতেও কিছু লিখিনি আমি। খুব সম্ভবত ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গত কয়েকটা দিন আমার উপর দিয়ে বেশ ধকল গিয়েছে। বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক।

আজ সকালেও অপরিচিত একটা মানুষের সাথে ঘুম ভেঙেছে আমার। বয়স্ক, পিঠে পশম, অনামিকায় বিয়ের আংটি। যখন ঘুম ভেঙেছে তখন অন্ধকার ছিল। ভয়ে জড়সড় হয়ে ছিলাম নিজেকে একটা অপরিচিত রুমে আবিষ্কার করে। ইচ্ছে করছিল ছুটে পালিয়ে যাই। কিন্তু পালিয়ে যাবই বা কোথায় আমি? তারপর হঠাৎ করে কয়েকটা শব্দ মাথার ভেতর বেজে উঠল।

বিয়ে, হাজবেন্ড, বেন, মেমোরি, অ্যাকসিডেন্ট, অ্যাডাম, মৃত্যু!

অ্যাডাম নামটা মাথার ভিতর ঘুরতেই থাকল। কিন্তু কিছু মনে করতে পারলাম না। বিষয়টা কি? নামটা একটা মন্ত্রের মতন মাথার ভেতর কেউ যেন জপতে থাকল। তারপর স্বপ্নটা ফেরত আসল। যেই স্বপ্নটা দেখে কিছুক্ষণ আগে ঘুম ভেঙেছে আমার।

আমার উপরে একটা লোক। মাথাটা খুব কাছে তার। কিন্তু চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পেলাম না। কিন্তু সবকিছু অনুভব করতে পারছিলাম। ওর বুকের পশম। শরীরের সর্বত্র স্পর্শ বিলিয়ে দেওয়া হাত। মুখের স্বাদ। পাগলের মতন কিস করছে সে আমাকে। আমি তাকে থামাতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হচ্ছিল না। সে আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল - ভালোবাসি।

আমি শিউরে উঠলাম। আরামদায়ক একটা শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। অদ্ভুত একটা অবস্থা। আমি একই সাথে ওকে থামাতে চাইছি, কিন্তু পুরো

BanglaBook.org

ঘটনাটা উপভোগও করছি। তার হাত আস্তে আস্তে নিচের দিকে চলে গেল। ভয়ে আঁতকে উঠলাম আমি।

আজ এতোটুকুই। এর বেশি আর যেতে দেওয়া যাবে না ওকে।

ভাবলাম আমি।

কিন্তু সে ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছিনা আমি। চোখ বন্ধ করে ওর আদর গ্রহণ করছি। পুরো শরীরে কামের দগ্ধতা অনুভব করছি আমি। উন্মাদের মতন আচরণ করছে সে। আমার বুকের উপর নিজের মাথা চেপে ধরল সে। আমি পাগল হয়ে গেলাম।

আমি সেক্স করছিনা ওর সাথে। আজ কোনভাবেই না!

কিন্তু সে থামছেনা। যত সময় পার হচ্ছে দু-জনই সেই অন্তিম সুখের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি।

এবার তার চেহারা দেখা গেল। লোকটা বেন।

সে জোর করে আমার ট্রাউজারের ফিতা খুলে ফেলল। আমি কিছু বলতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু পারলাম না। ওর ঠোঁট দিয়ে আমার ঠোঁট চেপে ধরে থামিয়ে দিল আমাকে। আমি চোখ বন্ধ করলাম। কয়েক সেকেন্ড পর চোখ খুলে একেবারে অন্য একটা মানুষকে দেখতে পেলাম সেখানে!

পুরোপুরি অপরিচিত!

কালো চুল। গালে চাপ দাড়ি। গালে একটা কাঁটা দাগ। চেহারাটা পরিচিত মনে হলো। কিন্তু মনে করতে পারলাম না। আমি চিৎকার করে উঠলাম।

সেই চিৎকারে আমার স্বপ্নভঙ্গ হলো। নিজেকে আবিষ্কার করলাম পুরনো বিছানাতেই। পাশে বেন অঘোরে ঘুমাচ্ছে!

বিছানা থেকে উঠে বসলাম আমি। আর সঙ্গে সঙ্গেই ক্লজেটে লুকানো ডায়েরীটার কথা মনে পড়ল আমার।

তবে সেটা বের করলাম না। নিচে নাএলোাম। ভোর হতে দেরি আছে এখনো। সিঁড়িতে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থেকে স্বপ্নটার একটা অর্থ বের করার চেষ্টা করতে থাকলাম। কি হতে পারে? এটা কি শুধুই একটা স্বপ্ন? লোকটা কে ছিল? বেন কি প্রায়ই আমাকে সেক্স করতে এভাবে জোর করে?

সব থেকে বড়কথা, ঘুম থেকে উঠেই আমার কিছু নাম আর ডায়েরীটার কথা মনে পড়েছে। এটা কি বড় রকমের একটা প্রোগেস? দাড়িওলা লোকটা কে হতে পারে?

BanglaBook.org

এটা কি কোন স্মৃতি?

নাকি একটা দুঃস্বপ্ন?

হয়তো এটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছুই না।

আমি শুধু শুধুই এতো ভাবছি। বেন আমাকে ভালোবাসে, আর ওই দাড়িওলা লোকটা একেবারেই একটা কল্পনা।

তারপর একটা ছবি আমার মাথায় হঠাৎ করেই ভেসে উঠল।

আইসক্রিম হাতে বাচ্চা একটা ছেলে।

আমার স্ক্যানের সময় ছবিটা দেখানো হয়েছিল আমাকে।

সেটা ছিল অ্যাডামের!

তার মানে ডক্টর ন্যাশ অ্যাডামের কথা জানতেন?

দুপুরে ডক্টর ন্যাশের সাথে দেখা হলো। উনি ড্রাইভ করছেন। তার অফিসে যাচ্ছি আমরা। আমি রাগটা আর চেপে রাখতে পারলাম না, "আপনি অ্যাডামের কথা জানতেন, তাই না?"

ন্যাশ একটা ধাক্কা খেলেন।

"কি হয়েছে বলুন তো?"

"স্ক্যান করার সময় আপনি অ্যাডামের একটা ছবি দেখিয়েছিলেন আমাকে। আপনি আর বেন দু'জনই আমার ছেলের কথা জানতেন। কিন্তু কখনোই সেটা বলেন নি। কারণটা কি?"

ন্যাশ কোন উত্তর দিলেন না। সামনে এগিয়ে রাস্তার পাশে গাড়িটা সাইড করলেন তিনি। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার সাথে এই বিষয়ে আমার আগেও কথা হয়েছে।"

"মানে?"

"আপনি নিজেই একবার অ্যাডামের কথা বলেছিলেন আমাকে। রাস্তায় ওর মতন একটা বাচ্চা দেখে অ্যাডামের কথা মনে পড়েছিল আপনার। বেনের সাথেও অ্যাডামের বিষয়ে কথা হয়েছে আপনার। আপনিই বলেছিলেন আমাকে!"

"তার মানে এর আগেও আমি অ্যাডামের অস্তিত্বের কথা জানতাম!," অবাক হলাম, "কিন্তু তারপরও, নতুন করে বললে কি ক্ষতি হতো?"

"আসলে কি হয়েছে আমাকে একটু খুলে বলবেন?"

BanglaBook.org

"পেপারকাটিং'টা দেখে আমার অ্যাডামের কথা মনে পড়েছে। আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠেও ওর নাম মনে পড়েছে আমার।"

"বলেন কি!," ন্যাশ শিষ দিয়ে উঠলেন, "এটা তো অনেক ভালো একটা খবর। আপনি অনেক কিছু মনে করতে পারছেন নিজে থেকেই!"

আমি খুশি হতে পারলাম না।

"দেখুন," ন্যাশ বললেন "প্রত্যেক সেশনের আগে যদি আপনাকে আপনার ছেলের কথা মনে করিয়ে দিই, যাকে আপনি ভুলে গিয়েছেন - তাহলে কি আপনার চিকিৎসা আমি ঠিকমতন করতে পারব?"

আমি উত্তর দিলাম না কোন। আসলেই। এই শোক মনে পড়ে গেলে আমি কি স্বাভাবিক আচরণ করতে পারতাম কোন সেশনে?

"কিন্তু অ্যাডামকে আমি আগেও মনে করেছি সেটা আমি কোনভাবেই মনে করতে পারছি না।"

"এটাই কি স্বাভাবিক না?"

কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর বললাম, "বেন ওর সমস্ত ছবি লুকিয়ে রেখেছে।"

"কারণ'টা কি হতে পারে বলুন তো?"

"আপনি যে কারণে প্রতি সেশনে আমাকে অ্যাডামের কথা মনে করাতে চান না সেই কারণেই?"

"আপনি কিন্তু শুধু নিজের কথাই ভাবছেন। বেনের কথাটা ভাবুন একবার। বিষয়টাতো তারও মেনে নিতে কষ্ট হতে পারে।"

আমি ভাবলাম। আসলেই তো। সেও একজন বাবা। একজন যুবক ছেলের মৃত্যু কি ওকে প্রতিনিয়ত মনে করতেই হবে? বোমের আঘাতে মৃত্যু হয়েছে যার? এবং যেই ছেলের অস্তিত্ব তার স্ত্রী কখনও মনেই করতে পারে না?

"আমি আসলে এভাবে কখনও চিন্তা করিনি। অ্যাডামের মৃত্যুর ব্যাপারটা ওর কাছে আসলেই খুব কষ্টের।"

"আপনার হাজবেন্ড আপনাকে অনেক ভালোবাসে," ন্যাশ বললেন।

আসলেও তাই।

কথাটা অনুভব করলাম আমি।

BanglaBook.org

"আপনার জন্য কিছু করতে পারলে আমার খুব ভালো লাগতো," সে একটু এগিয়ে এলো আমার দিকে। হাতে তার স্পর্শ অনুভব করলাম। এই স্পর্শ কোন স্বাভাবিক স্পর্শ না। তিনি আমার অনেক কাছাকাছি চলে এলে। দু'জনের মাথার দূরত্বটা আশংকাজনক ভাবে কমে গেলো। উনি কি আমাকে কিস করতে চান? আমি বিমূঢ় হয়ে গেলাম একটা মুহূর্তের জন্যে।

ঠিক তখনই আমার ফোন বেজে উঠল। স্ক্রিনে নামটা জ্বলজ্বল করছে।

বেন!

আমি ফোনটা কেটে দিলাম। এখন ওর ফোন ধরা ঠিক হবে না। আমার মনে একটা তীব্র অনুশোচনা জেগে উঠল। এই বিষয়গুলো বেনের থেকে লুকিয়ে কি আমি ঠিক করছি?

আমার জন্য অনেক কিছু করেছে সে। বলতে গেলে আমি বেঁচেই আছি ওর জন্য। ওর মাঝেও নিশ্চয় কষ্ট আছে। সে তো আমার সাথে এসব শেয়ারও করতে পারে না!

আজ রাতে আমি ওকে সব খুলে বলব। ডক্টর ন্যাশের ব্যাপারে। আমার ডায়েরীটার ব্যাপারে।

*

ডক্টর ন্যাশের সাথে সেশন শেষ করে বাড়ি ফিরছি। ন্যাশ ড্রাইভ করছেন। গাড়িতে বসেই লিখছি আমি। ন্যাশ আড়চোখে এদিকে তাকিয়েছেন বেশ কয়েকবার, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করেননি। লাইন আঁকাবাঁকা হয়ে যাচ্ছে। হাতের লেখা অস্পষ্ট। কিন্তু কিছুই কেয়ার করছিনা আমি। লিখেই যাচ্ছি। আজকের সেশনে তিনি আমার কেসটা জেনেভাতে একটা কনফারেন্সে প্রেজেন্ট করার জন্য অনুমতি চেয়েছেন। ভেবেছিলাম হয়তো বলবেন আমার ডায়েরীটার কয়েকটা কপিও তিনি সেখানে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু না, চাননি তিনি। হাসিমুখেই তাকে অনুমতি দিয়েছি আমি।

আজকে আমি নিজ থেকেই ডায়েরীটা পড়তে দিয়েছিলাম তাকে। খুশিতে তিনি ঝলএলো করে উঠেছিলেন। টানা এক ঘন্টা কোন কথা না বলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু পড়েছেন তিনি। অসম্ভব আনন্দ নিয়ে বলেছেন, "দিস ইস আউটস্ট্যান্ডিং ক্রিস্টিন! আপনি অনেক কিছু মনে করতে পেরেছেন। আপনি ভুলেও লেখা থামাবেন না। যা মাথায় আসে লিখতে থাকুন। একদিন দেখবেন আপনার লেখাই আপনাকে আরোগ্যের দিকে নিয়ে যাবে।"

BanglaBook.org

শুনে আমার খুশি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হতে পারলাম না। তিনি আমার হাতের উপর হাত রেখে নরম স্বরে বললেন, "লেখা থামাবেন না। প্রমিস করুন। আমি প্রতিদিন মনে করিয়ে দিব আপনাকে।"

তার স্পর্শে সাধারণ কোন ইঙ্গিত ছিল না। তিনি আমার সাথে ফ্লার্ট করার চেষ্টা করছেন? আমার ভেতরে একটা তীব্র অনুশোচনা জেগে উঠল, যদিও আমি কোন দোষ করিনি। তবে আমি পুরো বিষয়টা উপভোগ করেছি। তার আগ্রহ, একটা আকাঙ্খা। খুব সম্ভবত এটা আমি না, আমার ভেতরে থাকা বিশ বছরের সেই উদ্দাম তরুণীর মন এই ঘটনাটা উপভোগ করছে।

কিন্তু আমার শরীর তো সাতচল্লিশের!

আমি বিবাহিত!

তবে অনেক দিন পর নিজেকে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে।

এ কারণেই কি আমার মাঝে এই অতৃপ্তি? কিন্তু বেন তো আমাকে ভালোবাসে!

নামিয়ে দেওয়ার সময় তিনি বললেন, "আপনি দেখছি ডায়েরীটাতে লিখতে খুবই আগ্রহী। কিছুই মিস করতে চাইছেন না ... যাইহোক, বিষয়টা ভালো। যা বললাম সেটা মাথায় রাখবেন কিন্তু!

আমি দ্রুত ভেতরে চলে এলোম। কারণ বেন টেক্সট করেছে।

চলো, আজ ডিনারটা বাইরে কোথাও করি।

আমি ওয়ার্ডরোব খুলে একটা ওশেন ব্লু রঙা ব্যাকলেস ড্রেস আর ম্যাচিং করা অন্তর্বাস খুঁজে পেলাম। অনেক দিন পর সময় নিয়ে সাজলাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভালো মতন লক্ষ্য করলাম। ওয়াশরুমে একটা রেজার ছিল। হাত-পায়ের পশমগুলো যত্ন করে তুলে ফেললাম। মেকআপ করলাম মনমতন। সবকিছু শেষে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেহারার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম ... তারপর হঠাৎ করে একটা স্মৃতি - নাকি কল্পনা? আমি জানি না ... মাথার মধ্যে ভেসে উঠল!

কেমন যেন কাঁপা কাঁপা একটা ভাব। দৃশ্যপটটা খুব পরিষ্কার না। আশেপাশে আরও ভালোমতন খেয়াল করার আগেই আমি কোথায় যেন

BanglaBook.org

তলিয়ে যেতে লাগলাম। একটা অপরিচিত অনুভূতি। একটা মিষ্টি গন্ধ। শরীরের নিচে মখমলের ছোঁয়া।

বেডসাইড টেবিলের পাশে একটা শ্যাম্পেইনের বোতল, দুটো গ্লাস। রুম'টাতে খুব একটা আলো নেই। বেডের উপর একটা ফুলের তোড়া, একটা কার্ড। বুঝতে পারলাম, এটা একটা হোটলে রুম। আমার কাছে মনে হলো আমি কারও জন্য অপেক্ষা করছি। একা। আমার ভালোবাসার মানুষ'টার জন্য!

হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ার একটা শব্দ। আমি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালাম। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলাম হালকা করে। আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

তারপরই।

আবার আগের জায়গায় আবিষ্কার করলাম নিজেকে।

মনে হলো টিভিতে খুব সুন্দর একটা মুভি দেখছিলাম। হঠাৎ করে কেবলের কানেকশন চলে গিয়েছে। আরেকবার ভালো করে দেখলাম নিজেকে। আয়নাতে যেই মেয়েটাকে দেখেছিলাম, সে একেবারেই অপরিচিত। তবে সেটা আমিই! ঘটনা কি বুঝতে পারলাম না। সাজপোশাক, মেকআপের হাল দেখে নিজেকে চরম উগ্র মনে হচ্ছিল !

নিচে দরজা খোলার আওয়াজ পেলাম। বেন কি এসেছে?

"ক্রিস্টিন?," নিচ থেকে ডাকলো সে।

"আসছি," বলে নিচে নাএলোম আমি।

আমাকে দেখে ওর চোখ বড়বড় হয়ে গেল। চোখমুখে আনন্দ নিয়ে বলল, "তোমাকে তো দারুন লাগছে দেখতে!"

"অনেক দিন পর ডিনারে যাচ্ছি," বললাম, "ভাবলাম একটু সাজগোজ করি। তার উপর আজ আবার ফ্রাইডে নাইট!"

"কোথায় যেতে চাও তুমি?"

"তুমি যেখানে নিয়ে যাবে।"

"ওয়েট, আমি একটু ফ্রেশ হয়ে আসছি।"

"আমাকে কিস করো বেন!," কণ্ঠে একগাদা আবেগ ঢেলে দিয়ে বললাম।

বেন যেন এই অপেক্ষাতেই ছিল। দু'জোড়া ঠোঁট মুহূর্তেই এক হয়ে গেল।

*

BanglaBook.org

টাউন থেকে একটু ভেতরের একটা রেঁস্তোরাতে বসে আছি আমি আর বেন। মানুষজনের কোলাহলো, খাবারের গন্ধে ভরপুর হয়ে আছে জায়গাটা। শুক্রবার রাতের উদ্দামতা অনেক দিন পর উপভোগ করলাম যেন। বেন পিৎজা অর্ডার করেছে। সেটা আসছে। আমার তেমন খিদে পায়নি।

"আচ্ছা আমাদের বিয়ের কত বছর হয়েছে?," জানতে চাইলাম।

"বাইশ বছর," বেন উত্তর দিল।

অনেকগুলো বছর। আমার কিছুই মনে নেই। খানিকক্ষণ আগে আসা স্মৃতিটার মনে পড়ল। ওরকম উগ্রসাজে আমি বেন ছাড়া অন্য কারও জন্য অপেক্ষা করার কথা ভাবতেও পারলাম না।

"আমরা কি সুখি?"

"আমি সুখি। হলোপ করে বলতে পারি। আমি তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসি। আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাসোনা। ইটস ওকে। আমি জানি, আমি তোমার কাছে অপরিচিত একটা মানুষ ছাড়া আর কিছুই না!"

ওর কথা বলার ভঙ্গি দেখে নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো। সে সত্যিই আমাকে ভালোবাসে। বিনিময়ে আমি তাকে কিছুই দিতে পারছি না। আমার নীরবতা দেখে সে বোধহয় একটু বিচলিত বোধ করল। বলল, "তবে তোমার অ্যাকসিডেন্টট হওয়ার আগে পর্যন্ত তুমি আমাকে অসম্ভব ভালোবাসতে। আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকেই চাই না জীবনে।"

"আমি আমার অ্যাকসিডেন্ট এর দিনটা মনে করতে চাই," বললাম।

বেনকে শংকিত দেখাল, "কিন্তু কেন?"

"আমার মনে হয় ওইদিনটার কথা মনে করতে পারলে আমি আরও অনেক কিছু মনে করতে পারব। আমাদের বিয়ে, হানিমুন। তোমার সাথের স্মৃতিগুলো আমি মনে করতে চাই!"

পিৎজা চলে এসেছে। কয়েকটা মিনিট আমরা নিঃশব্দে খাওয়া দাওয়া করলাম। বেনের খাবার ধরণ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে খুবই ক্ষুধার্ত।

"তবে সেটা আর সম্ভব না ক্রিস্টিন।"

ওর কথাটা আমাকে আঘাত করল খুব, "কেন সম্ভব না?"

"ডক্টররা তাই বলেছে।"

"তারা কি ভুল বলতে পারে না?"

"সে সম্ভাবনা খুবই কম," নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল সে।

BanglaBook.org

"কিন্তু আমি অনেক কিছুই মনে করতে পারছি," বললাম। সে ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকালো।

আমি ভেবেছিলাম সে হয়তো জিজ্ঞেস করবে কি কি মনে পড়ছে আমার। কিন্তু করল না। অসহায় দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল সে, "কিছুদিন আগে তোমার যুবক বয়সের কিছু স্মৃতি আমার মনে পড়েছে।"

"তাই? কি সেটা?"

"আমাকে কিস করছিলে।"

সে হালকা করে হাসল।

"আমার মনে হয় আমার ভালো চিকিৎসা হলে আমি আরও অনেক কিছুই মনে করতে পারব।"

"ক্রিস্টিন প্লিজ ..."

"তোমার কি মনে হয় না আমাদের চেষ্টা করা উচিত?"

"আমরা সেটা করেছি।"

"নতুন করে আরেকবার চেষ্টা করা যায় না?"

"ক্রিস্টিন," সে আমার হাত চেপে ধরল, "আমি সবকিছু চেষ্টা করেছি। তুমি জানোনা ... সময়গুলো কেমন ছিল তখন!"

ওর আওয়াজ ভারী হয়ে এলো।

"কি হয়েছিল বেন?"

কিছুক্ষণের নীরবতা।

"তুমি কোমাতে ছিলে," ওর মুখের রঙ কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল, "সবাই ভেবেছিল তুমি মারা যাবে। আমি বিশ্বাস করিনি। আমি জানতাম তুমি ফিরে আসবে। কয়েকমাস পর ডক্টর ফোন করে বললেন তোমার জ্ঞান ফিরেছে, তাদের কাছে সেটা মিরাকল ছিল, কিন্তু আমার জন্য না। কারণ আমি জানতাম, এটা হওয়ারই কথা ছিল। আমাকে চিনতে পেরেছিলে, আমার মা'কেও চিনতে পেরেছিলে। কিন্তু তোমার সাথে কি হয়েছে না হয়েছে সে সব কিছুই মনে করতে পড়ছিল না তোমার। হসপিটাল থেকে বলল এটা শকের কারণে বা মাথায় আঘাত পাওয়ার কারণে হতে পারে। ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু হলে না। একদিন তুমি নিজের নামই মনে করতে পারলেনা। কিছুই চিনতে পারছিলে না, এমন কি আমাকেও না। ওরা বলল তোমার স্মৃতি একেবারে হারিয়ে গেছে। সেটা হয়তো ফিরে আসতে পারে, আবার নাও

BanglaBook.org

আসতে পারে। এই রোগের কোন চিকিৎসা ছিল না। তুমি নতুন কোন স্মৃতিই মাথায় রাখতে পারছিলে না। ডক্টররা বলল এভাবেই থাকবে তুমি এখন থেকে। তোমাকে দেখেশুনে রাখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই ... তারপর থেকে আমি তা-ই করছি।"

সে আমার হাত শক্ত করে ধরে রাখলো অনেকক্ষণ। বাকি খাবারটুকু আমরা নিঃশব্দে শেষ করলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম ডায়েরী আর ডক্টর ন্যাশের ব্যাপারে ওকে এখন কিছু জানাব না।

বাড়ি ফিরলাম। শাওয়ার নিলাম। আয়নার চারপাশে ছবিগুলো আবার আগের মতো করে সাজিয়ে রেখেছে বেন। নিজের দিকে তাকালাম আমি। কি হবে আমার? আমার ভবিষ্যত কি? বেঁচে থাকলে একদিন বৃদ্ধ হবো। তখনও কি প্রতিদিন নিজেকে বিশ বছরের বয়সের একজন তরুণী মনে করেই ঘুম থেকে উঠবো আমি?

ভেতরটা বিষিয়ে উঠল। সবকিছু বিষাক্ত মনে হলো আমার। গরম পানি আমার চামড়া লাল করে ফেলছিল উত্তাপে। ভ্রুক্ষেপই ছিল না সেদিকে।

তারপর হঠাৎ করেই সেই পুরনো দৃশ্য!

হোটেলের সেই রুম। আলো আধারী। শ্যাম্পেইনের বোতল। সেই সময় নিজের মাথার ভেতর চলতে থাকা ভাবনাগুলো আমার বর্তমান মাথায় যেন ঘুরে বেড়াতে লাগল।

বাতাসে কেমন উন্মাতাল। সেখানে ক্ষমা আর আবেগের একটা সংমিশ্রণ, একটা উন্মাতাল উত্তেজনা। সে আসবে। দরজায় মৃদু টোকার আওয়াজ। আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম সেদিকে।

তারপর অন্ধকার!

একটা গাঢ় অন্ধকার। অনুভব করলাম সে আমার পেছনে।

এই ছেলেটা!

কতবড় সাহস ও এতোদূরে চলে এসেছে!

লোকটা বেন না!

অন্য কেউ!

ভয়ের একটা স্রোত গ্রাস করে ফেলল আমাকে। সে আমার গলা টিপে ধরল। প্রচণ্ড জোর সেই হাতে।

না!

BanglaBook.org

আমি এভাবে মরতে চাই না।

আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। মাথাটা বনবন করে ঘুরছে।

প্লিজ গড, না!

কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। এই শাস্তি আমার জন্য না!

মোটেও না!

সবকিছু যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই আবার চলে গেল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমি ওয়াশরুম থেকে বেরোলাম।

বেন নিচে টিভি দেখছে।

কাঁপা কাঁপা হাতে আমি ডায়েরীটা বের করে হাতে কলম তুলে নিলাম। যেভাবেই হোক, আমাকে লিখতেই হবে!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

শনিবার, রাত ২:০৭।

আমি ঘুমাতে পারছি না। পুরো দৃশ্যটা এতোটাই জীবন্ত ছিল যে আমার মনে হচ্ছে আমার গলা দিয়ে এখনো কোন আওয়াজ বের হচ্ছে না। চেপে ধরে রাখা সেই হাতের ক্রোধ যেন আমার পুরো শরীরে লেপ্টে আছে। আসলে কি হয়েছিল সেদিন আমার সাথে? ট্রমা, কষ্টবিহীন চব্বিশ ঘন্টার এই জীবনে একটু স্বস্তি এনে দিতে বেন কতকিছু লুকিয়েছে আমার থেকে?

পুরোটা বাড়ি অন্ধকার। এই এলোকাতে এমনিতেই মানুষের সংখ্যা একটু কম। রাতের সময়টা একেবারে নিস্তব্ধ থাকে চারপাশ। অনেক কষ্টে বেনকে না জাগিয়ে ডায়েরীটা ক্লজেট থেকে বের করে কিচেনে এসে লিখছি। মাথা থেকে সেই দুঃস্বপ্নটা তাড়াতেই পারছি না। আমার খুব দৃঢ়ভাবে মনে হচ্ছে এই ঘটনার সাথে আমার এ্যাকসিডেন্টের কোন সম্পর্ক আছে। আমার প্রচণ্ড ইচ্ছে করছে বেনকে জাগিয়ে তুলে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করতে যে একটা গাজাখুরী হিট এ্যান্ড রানের গল্প কেন শোনানো হয়েছে এতোদিন!

বেন উপরে বেহুশের মতন ঘুমাচ্ছে। আমার দৃঢ়ভাবে মনে হলো এই বাড়িতেই কোথাও এর সূত্র লুকানো আছে। অ্যাডামের ছবির ওই বক্সটাতে? হতেও পারে!

কতটুকু সত্য আমার অজানা?

আমি জানতে চাই।

বেনের অফিসের দরজা খোলাই ছিল। সেখানে ঢুকতে বেশি বেগ পেতে হলো না। সেদিন যেই ড্রয়ারটা থেকে বক্সটা বের করেছিল সেটা সেখানে নেই।

মানে কি!

বেন কি জানতো যে আমি এই বক্সটা খুঁজতে আসবো?

আমি হৃদপিন্ডের গতি বেড়ে গেল।

BanglaBook.org

আমি অন্যান্য ড্রয়ারগুলো ঘাটাতে শুরু করলাম। হাবিজাবি কাগজপত্রে ভর্তি সেগুলো। কোথায় সেই বক্সটা?

অবশেষে পাওয়া গেল। ড্রয়ারে ভাঁজ করা কিছু কম্বলের নিচে। তবে সেটা লক করা। এই অন্ধকারে হাতড়ে চাবি খুঁজে পাওয়াটা আদৌ সম্ভব হবে কিনা আমি জানি না। তবে কথা হচ্ছে বেন যদি আমাকে না পেয়ে এখানে চলে আসে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে আমাকে। সেসবের উত্তর আমি এই মুহূর্তে দিতে চান না।

অন্যান্য ড্রয়ারগুলো হাতড়ানো শুরু করা মাত্র সিঁড়িতে একটা আওয়াজ পাওয়া গেল। সাথে বেনের কণ্ঠস্বর।

"ক্রিস্টিন!," বেন উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, "কোথায় তুমি!"

খুব দ্রুত কাজ করতে হবে আমার। ধরা পড়লে চলবে না। বক্সটা আবার জায়গামতন রেখে দিলাম বিদ্যুতগতিতে। প্রচণ্ড জেদে আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। আমার স্মৃতিগুলো এভাবে আটকে রাখার অধিকার ওকে কে দিয়েছে?

যাই হোক, সবার প্রথম কথা আমাকে এখান থেকে বেরুতে হবে। তারপর ডায়েরীতে লিখে রাখতে হবে সব।

"হেল্প মি!," বলে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

বেনের পদশব্দ আরও দৃঢ় হয়ে গেল। সে হঠাৎ করে অফিসের দরজা খুলে হতভম্ব হয়ে গেল, "তুমি এখানে কি করছো?"

"কে তুমি! আমার কি হয়েছে! আমি এখানে কেন?"

"আমি তোমার হাজবেন্ড," সে শান্ত স্বরে বলল, "প্লিজ শান্ত হও।"

সে আমাকে লিভিংরুমে নিয়ে গেল। আমার অতীতের বর্ণনা দিয়ে গেল তার মতন করে। আমি চুপচাপ শুনলাম। বললাম আমি তার সাথে ঘুমাতে চাই না।

সে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ার পর অনেক কষ্টে ডায়েরীটা ক্লজেট থেকে বের করে এখানে এসে লিখছি। যেভাবেই হোক বক্সটা আমার চাই। আমার মন বলছে ওখানে কিছু লুকানো আছে।

এই ডায়েরীটা বতর্মানে আমার কাছে গুপ্তধনের থেকেও বেশি দামি। স্মৃতি মানুষকে মানুষ করে তোলে। এই ডায়েরীটা ছাড়া আমি একটা দু'পেয়ে জন্তু। আর কিছুই না!

BanglaBook.org

রবিবার, নভেম্বরের আঠারো তারিখ।

এরপরে কিছু লেখা হয়নি আর। শনিবারের একদম শুরুতে শেষ লিখেছিলাম। আজ রবিবার। অর্ধেক দিন শেষ। প্রায় চব্বিশ ঘন্টা কেটে গিয়েছে। সে সময়ের কোন কথাই আমার মনে নেই। এতোটা সময় আমি আমার অতীতের "বেনিয়-ভার্সন" বিশ্বাস করেছি। সেখানে আমার অ্যাডাম নামে কোন ছেলে ছিল না, আমি কোন নভেল লিখিনি এবং একটা গাড়ি এ্যাকসিডেন্টে আমার সমস্ত স্মৃতি হারিয়ে গিয়েছে।

মনে হয় ডক্টর ন্যাশ আমাকে ফোন দেননি। এমনও হতে পারে যে হয়তো দিয়েছিলেন, কিন্তু ডায়েরীটা কোন কারণে পড়া হয়নি?

আমার মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের শীতল একটা স্রোত খেলে গেল। ন্যাশ যদি কখনও ভাবেন যে আমাকে আর ফোন দেওয়া ঠিক হবে না ... তাহলে কি হবে আমার? আমার তো কোনো অস্তিত্বই থাকবেনা। বেন আমাকে যা-ই বলবে সেটাকে ধ্রুব সত্য ভাবা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবেনা আমার। তখন কি আমার ওকে সন্দেহ হবে?

আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর আমার একটু অন্যরকম লেগেছে। সেই অনুভূতি লিখে বোঝানো যাবে না কোনোভাবেই। ঘুম ভাঙার পর কয়েকটা সেকেন্ড খুব কনফিউজড ছিলাম। তারপর হঠাৎ করে মনে পড়ল অ্যাডাম নামে আমার একটা ছেলে ছিল। একটা টুকরো স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠল।

আম্মু - বলে চিৎকার করতে করতে একটা ছেলে আমার দিকে ছুটে আসছে। তারপরই আমার হাজবেন্ডের নাম মনে পড়ল আর সেই সাথে ডায়েরীটার কথা। ওয়াশরুমে লুকিয়ে লুকিয়ে ডায়েরীটা পড়লাম। মনে পড়ল যে আমার এই অবস্থা গাড়ি এ্যাকসিডেন্টের কারণে হয়নি। এর পেছনে দায়ি *এড* নামের একজন মানুষ!

BanglaBook.org

আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর এই নামটা হঠাৎ করেই মাথায় ভেসে এসেছিল। মনে হচ্ছিল আমি এড নামধারী একটা মানুষের পাশে শুয়ে আছি। তখন মনে হয়েছিল এই এড যে-কেউ হতে পারে। একসময়কার বয়ফ্রেন্ড বা ওয়ান-নাইট-স্ট্যান্ডের কোন বান্দা ... কিন্তু তারপর আমার ভেতরে কে যেন বলে উঠল কথাটা। হোটেলে ওই দরজার পেছনে এড নামের মানুষটাই ছিল সেদিন!

আমি ঠিক করলাম আমি বেনকে পরীক্ষা করব। ও কেন আমাকে মিথ্যা বলছে? আমাকে নির্ভেজাল চব্বিশ ঘন্টা উপহার দিতে নাকি এর পেছনে অন্য কারণ আছে? আমার কি এমন দুঃসহ অতীত যে সেটা আমি মেনে নিতে পারব না? প্রতিদিন আমাকে মিথ্যা বলার মানে কি? আমার অতীতের শুধু একটা ভার্সনই সে শোনায় নাকি আরও কয়েকটা বানানো আছে ওর মাথায়?

বেনের রান্নার হাত বেশ ভালো। লাঞ্চে সে ভেড়ার মাংস রান্না করেছিল। জিনিসটা খেতে দারুন হয়েছে।"আচ্ছা বেন," জিজ্ঞেস করলাম, "আমার এই অবস্থা কি করে হলো?"

বেনের চামচটা এক সেকেন্ডের জন্য থমকে গেল, "ক্রিস্টিন -," সে আমার চোখের দিকে তাকালো সরাসারি, "এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলি?"

"আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।"

"ঘটনাটা খুব কষ্টদায়ক," বলল সে।

"আমি জানি। তোমার মনে হতে পারে সত্য ঘটনাটা বললে আমি হয়তো অনেক কষ্ট পাবো। কিন্তু প্লিজ, মিথ্যা বলো না আমাকে। যা-ই হয়েছে না কেন, আমাকে খুলে বলো।"

"আমি কখনোই মিথ্যা বলব না তোমাকে ক্রিস্টিন," সে বলল, "এক রাতে তুমি বাড়ি ফিরে আসার সময় একটা গাড়ি ..."

সেই চর্বিত চর্বন। ইচ্ছে করছিল ওর মুখের উপর বলি তুমি একটা মিথ্যুক। আমার চোখের সামনে সেই হোটেল রুম, শ্যাম্পেইনের বোতল ভেসে উঠল। দরজার ওপাশে সেই আগন্তুক। কিন্তু সে সেসবের কিছুই বলল না আমাকে।

"তুমি কি শিওর সেটা অ্যাকসিডেন্টই ছিল?"

বেনের কন্ঠে একটু সন্দেহের আভাস, "হ্যাঁ। অবশ্যই। কেন?"

"আমার অন্যরকম একটা কিছু মনে পড়েছে," বললাম। ওর অভিব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করলাম।

BanglaBook.org

"কি মনে পড়েছে?"

"অন্য রকম। পুরোপুরি ভিন্ন একটা জিনিস।"

"কি সেটা?," সে বলল। চেহারায় স্পষ্ট দুশ্চিন্তা।

না, ওকে ডক্টর ন্যাশের কথা বলা যাবে না কিছুতেই। আমি জানতে চাই ও কেন আমাকে মিথ্যা বলছে!

"তেমন কিছু না।"

"সেই তেমন কিছু না-টাই বা কি? তুমি কি ড্রাইভারের চেহারা মনে করতে পেরেছো?"

কেন বেন? কেন আমাকে একটা ভুয়া গাড়ি এ্যাকসিডেন্টের কথা বিশ্বাস করতে বলছ?

"কিছুনা। কেমন একটা যন্ত্রণার অনুভূতি।"

বেন একটা শ্বাস ছাড়লো, "ওটা তেমন কিছুনা। তোমার ব্রেইন ট্রিক করছে তোমার সাথে। পাত্তা দিওনা এসবে।"

পাত্তা দিব না?

সে কি ভাবছে? সত্যটা জানতে পারলে আমি একেবারেই ভেঙে পরবো?

"হয়তো ঠিকই বলেছো তুমি," আমি খাওয়ায় মনোযোগ দিলাম।

আচ্ছা এমন কি হতে পারে যে আমার ব্রেইন সত্যিই ট্রিক করছে আমার সাথে? আসলে গাড়ি অ্যাকসিডেন্টটাই আমার এই অবস্থার আসল কারণ? এমন কি হতে পারে যে আমি সবকিছু নিজের মনে বানিয়ে নিয়েছি? একটা ধ্রুব সত্যকে মেনে নিতে না পেরে নিজের অজান্তেই এসব বানাচ্ছি যাতে আমার বেঁচে থাকার আশাটা নিভে না যায়?

যদি এটা সত্যি হয় তাহলে এর অর্থ খুবই ভয়াবহ। আমার কোন উন্নতি হচ্ছে না। বরং অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি একটা গোলকধাঁধাঁয় হাতড়ে বেড়াচ্ছি। খাওয়া শেষ করে আমি উপরে উঠলাম। ডায়েরী থেকে নাম্বার নিয়ে ন্যাশকে ফোন দিলাম। ধরলেন না। পরক্ষণেই মনে হলো আজকে রবিবার। তাকে অফিসে পাওয়া যাবে না। তার কোন ব্যক্তিগত নাম্বার কি আছে আমার কাছে?

থাকার কথা না। তবুও ডায়েরীটা উল্টে পাল্টে দেখলাম। না, নেই। সেখানে তার অফিসের নাম্বারটাই লিখে রাখা। বেনের দেওয়া ডায়েরীটা হাতে

BanglaBook.org

নিয়ে পৃষ্ঠা উল্টাতে গিয়ে মাঝের দিকে পাতলা একটা স্টিকি নোট খুঁজে পেলাম। সেখানে একটা নাম্বার, পাশে লেখা - ব্যক্তিগত।

আমি কল করলাম সেই নাম্বারটাতে। রিং হচ্ছে। কেউ ধরছেনা। প্রায় চল্লিশ সেকেন্ড পর ওপাশ থেকে ঘুম জড়ানো গলায় তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"হ্যালো?"

"ডক্টর ন্যাশ, আমি ক্রিস্টিন ..."

"ক্রিস্টিন? সবকিছু ঠিক আছে?"

"গতকাল রাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মনে পড়েছে আমার।"

"আপনি কি সেটা লিখেছেন?"

"হ্যাঁ," ফোনের ওপাশ থেকে একটা মেয়েলী আওয়াজ পাওয়া গেল। সম্ভবতন ন্যাশ তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে আছেন, "আপনার সাথে দেখা করতে চাই। যত দ্রুত সম্ভব।"

"আজ তো সেটা সম্ভব না ক্রিস্টিন। আজ আমি ব্যস্ত। কাল, হ্যাঁ আমি আগামীকাল আপনার সাথে দেখা করছি। ঠিক আছে?"

"আমার মনে হয় আমি একজনকে মনে করতে পেরেছি। একটা নাম মনে পড়েছে আমার। মনে হয় এই মানুষটাই আমার এই অবস্থার জন্য দায়ি," একটু থাএলোম, "আচ্ছা, আমার অ্যামনেশিয়া কি সত্যিই গাড়ি এ্যাকসিডেন্টের কারণে হয়েছিল?"

"ক্রিস্টিন," ওপাশ থেকে আবেগে কাতরানোর একটা আওয়াজ ভেসে আসল, "আমি পরে ফোন করব আপনাকে।"

ন্যাশ ফোন কেটে দিলেন।

আমি ভেতরে ভেতরে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা অনুভব করলাম। আচ্ছা ন্যাশ কি আমাকে সত্যি কথাটা বলবেন? তিনি অ্যাডামের কথা জানতেন। কিন্তু কখনও বলেননি নিজে থেকে। কারণ, এতে আমার মানসিক আঘাতটা নতুন করে জেগে উঠতে পারে। বেন আর ন্যাশ, দু'জনই কি আমাকে কিছু থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে? হয়তো তাই!

কি হয়েছিল সেদিন আমার সাথে?

সেটা কি এতোটাই ভয়াবহ ছিল?

BanglaBook.org

সোমবার, নভেম্বরের উনিশ তারিখ।

শহরের এই ক্যাফেটা একটা বিশ্ববিদ্যালয় এলোকায়। চারপাশে উঠতি বয়সী ছেলেমেয়েদের উপচে পড়া ভীড়। তবে হইহুল্লোড় নেই। অনেকক্ষণ বসে কথা বলার জন্য উপযুক্ত একটা জায়গা। বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। পাশের জানালাটা আটকানো। নাহলে ভিজে যেতাম। প্রচণ্ড বেগে কাঁচে পানি আছড়ে পড়ছে।

"কেমন লাগছে আজকে?," জানতে চাইলেন ন্যাশ। বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে তাকে।

"ঠিক বলে বোঝাতে পারব না," উত্তর দিলাম।

"কি হয়েছে?"

"আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর নিজেকে অল্পবয়সী একটা মেয়ে ভাবছিলাম। বেনের কথাও মনে পড়ছিল না। অথচ গতকাল ঘুম ভেঙেই আমার অ্যাডামের কথা মনে পড়েছে। এমনকি ডায়েরীটা খুঁজে পেতেও আপনার ফোনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। নিজেই মনে করতে পেরেছিলাম।"

"ওয়াও," উচ্ছাসিত দেখাল তাকে, "তাহলে তো আপনার অবস্থার উন্নতি হচ্ছে!"

"কীভাবে? আমি তো বুঝতে পারছি না," বললাম। কণ্ঠে সন্দেহ।

"বিষয়টা অন্যভাবে দেখতে হবে আপনার," কোকের গ্লাসে চুমুক দিলেন তিনি, "একদিন এতোকিছু মনে করে পরেরদিন সেসব না মনে করতে পারা একটু হতাশাজনক। তবে এটা বড় একটা প্রোগ্রেস। কারণ একেবারে সবকিছু মনে না করতে পারলেও আপনি প্রায়ই অনেক কিছু নিজে থেকে মনে করতে পারছেন।"

ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে। সত্যি বলছেন কিনা বোঝার চেষ্টা করলাম। ডায়েরীর প্রথম দিকের লেখাগুলোতে এটা বেশ

BanglaBook.org

পরিষ্কার যে আমি ছেলেবেলার অনেক কিছু মনে করতে পারছিলাম। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষের দিকের অনেক কথাও মনে পড়তো তখন। ইদানিং এসব কীছুই আসছে না মাথায়। হাতেগোনা কয়েকটা জিনিস মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে শুধু।

"গতকাল ফোনে একটা কিছু বলতে চাইছিলেন," আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন তিনি, "বলছিলেন আপনার এই অ্যামনেশিয়ার জন্য যে দায়ি তার নাম মনে পড়েছে? একটু খুলে বলবেন বিষয়টা?"

আমি ঢোক গিললাম। ঘটনাটা তাকে বলব নাকি বুঝতে পারছি না। আজ ভোরে ডায়েরীটা পড়ার সময় পুরো লেখাটা আমার কাছে অবাস্তব মনে হয়েছে। কিন্তু সেটা আমার নিজের হাতে লেখা। বিশ্বাস না করে যাব কোথায়?

সবকিছু বললাম ন্যাশকে। কিছু বিষয় এড়িয়ে গেলাম। নিজের উগ্র সাজ। একটা উগ্র কামনার অনুভূতি। এসব তাকে বলার কোন মানে হয় না। তাকে বেশ নির্বিকার দেখাল। মনে হলো এসব তিনি আগেও শুনেছেন।

"আপনি এসব জানতে আগে থেকেই, তাই না?," জানতে চাইলাম তার কাছে।

কোকের গ্লাসটা তিনি নিচে নামিয়ে রাখলেন, "হ্যাঁ জানতাম।"

"তাহলে বেন যখন আমাকে মিথ্যা বলছিল, তখন কিছু বলেননি কেন আমাকে?"

"বেনের হয়তো এই ঘটনা শোনানোর পেছনে কোন কারণ ছিল।"

"তাই বলে আপনিও মিথ্যা বলবেন?"

"দেখুন ক্রিস্টিন," নিজের সাফাই গাইলেন তিনি, "আমি আপনাকে কখনও বলিনি যে গাড়ি একসিডেন্টের কারণে আপনার অ্যামনেশিয়া হয়েছে। আমি বলেছিলাম একটা মানসিক আঘাত থেকে থেকে এ সবকিছুর সূত্রপাত। এক অর্থে সেটা অ্যাকসিডেন্টই।"

"সেদিন পার্কে আপনি বলেছিলেন আমাকে। যেদিন আমাদের প্রথম দেখা হলো, সেদিন - "

"ক্রিস্টিন," ন্যাশ বললেন, "সেদিন আমি জানতে চেয়েছিলাম যে বেন আপনার কাছে বিষয়টা কীভাবে ব্যাখ্যা করেছে? আপনি বলেছিলেন সে একটা এ্যাকসিডেন্টের কথা বলেছিল। এই কথা শুনে আমি ভেবেছিলাম আপনি পুরো বিষয়টা জানেন। গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করে এই অবস্থা হয়েছে আপনার, এ কথা আমি কখনোই বলিনি।"

BanglaBook.org

কিছুক্ষণের নীরবতা।

"সেদিন কি হয়েছিল? আমি কি করছিলাম সেই হোটেলে?"

"আমি পুরো বিষয়টা জানি না।"

"যতটুকু জানেন ততটুকু বলতে তো কোন সমস্যা নেই?," একটু চড়া সুরে বললাম কথাটা।

"আপনি আসলেই জানতে চান?"

কথাটা শুনে মনে হলো এটা একটা সতর্কবানী। হাতে এখনো সময় আছে দূরে সরে যাওয়ার। কিন্তু আমি দূরে যেতে চান না। সত্যটা জানতে চাই।

"হ্যাঁ।"

কোকের গ্লাসে চুমুক দিলেন তিনি, "খুব বাজে ভাবে আহত করা হয়েছিল আপনাকে। উদ্ভ্রান্তের মতন রাস্তায় হাঁটছিলেন আপনি। পরিচয় প্রমাণ করার মতো কিছুই ছিল না আপনার কাছে। নিজের কোন পরিচয়ও দিতে পারছিলেন না। এমনকি নামটাও না। মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। পুলিশ প্রথমে ভেবেছিল আপনি ছিনতাইকারীর খপ্পরে পড়েছিলেন।"

ভয়ের একটা স্রোত খেলে গেল পুরো শরীরে, "কে খুঁজে পেয়েছিল আমাকে?"

"আমি ঠিক নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না।"

"বেন?"

"না। অপরিচিত একজন। সাধারণ পথচারী। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী হোটেলে আশে পাশে সে আপনাকে অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটাহাঁটি করতে দেখেছিল। আপনাকে দেখেই সে বুঝে ফেলে যে কোন একটা ঝামেলা হয়েছে। লোকটা আপনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা অ্যামবুলেন্স ডেকে আনে। তারপর জরুরী ভিত্তিতে হসপিটালে ভর্তি করানো হয় আপনাকে। প্রচুর ইন্টারনাল ব্লিডিং হয়েছিল। তখনই আপনার একটা ইমার্জেন্সি সার্জারি করতে হয়।"

"আমার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল কীভাবে?"

একটা মুহূর্তের জন্য একটা ভয়ংকর সম্ভাবনা আমার মাথায় উঁকি দিয়ে গেল। এমন কি হতে পারে না যে তারা কখনোই আমার আসল পরিচয় জানতে পারেনি? সে রাতে আমাকে নতুন একটা পরিচয় দেওয়া হয়েছিল?

BanglaBook.org

"একটু ঝামেলা হয়েছিল সেটা পেতে," ন্যাশ বললেন, "তবে এর আরও একদিন আগেই পুলিশে কাছে আপনার মিসিং রিপোর্ট করেছিল বেন। আপনি ঝগড়া করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। এর পর থেকেই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিলনা আপনার। হসপিটাল, স্টেশন, হোটেলে আপনাকে খুঁজতে শুরু করে পুলিশ। ওই হোটেলে নিজের নামেই রুম নিয়েছিলেন আপনি। সেখান থেকেই সূত্র খুঁজতে খজতে পুলিশ আপনার খোঁজ পায়।"

"বেনও জানতো না যে ওখানে কি করছিলাম?"

"না। তার কোন ধারণাই ছিল না।"

"আমার সাথে কে ছিল?"

"কেউ না। কাউকেই পাওয়া যায়নি। কেউ গ্রেফতার হয়নি আপনার এই কেসে। সেখানে তেমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায়নি। তদন্ত চালিয়ে নিতে আপনার থেকে যতটুকু সাহায্য পুলিশের প্রয়োজন ছিল আপনি সেটাও দিতে পারেননি। যে-ই কাজটা করেছিল সে হোটেল রুম থেকে সবকিছু সরিয়ে ফেলেছিল। আর যখন সে এসব করছিল তখন সম্ভবত আপনার জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান ফেরার পর আপনি কোনভাবে সেখানে থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তার উপর ওইদিন হোটেল বলরুমে একটা নাচের অনুষ্ঠান ছিল। প্রচুর লোকজন ছিল সেখানে। আলাদাভাবে কাউকেই আর খেয়াল করতে পারেনি তারা।"

"তারপর?"

"অপারেশন সাকসেসফুল ছিল, কিন্তু সার্জারির পর আপনাকে স্টেবোলাইজ করা যাচ্ছিল না। বিশেষ করে আপনার ব্লাড প্রেশার। আপনি কোমায় চলে গিয়েছিলেন।"

"কোমা?"

"হ্যাঁ। তবে আপনার কপাল ভালো ছিল। ডক্টররাও তাদের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন। কোমা থেকে ফেরার পরই তারা বিষয়টা ধরতে পারে। আপনার স্মৃতিশক্তিতে একটা ঝামেলা হচ্ছিল । কিছু মনে করতে পারছিলেন না আপনি। প্রথমে তারা বলেছিলেন যে মাথায় আঘাত আর অক্সিজেন ডিপ্রাইভেশন মিলিয়ে ..."

"অক্সিজেন ডিপ্রাইভেশন!?," চমকে উঠলাম।

"হুম," গম্ভীর দেখাল তাকে, "ব্রেইনে অক্সিজেনের কমতি আছে এমন লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। আপনার গলায় আঘাতের চিহ্ন ছিল, তবে সেখানে দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগানো হয়েছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

BanglaBook.org

আর তাছাড়া ... আপনি ডুবে গিয়েছিলেন, এমন কোনকিছুও প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। এই বিষয়টাতে একটু রহস্যই থেকে যায়। আপনার কি ডুবে যাওয়ার কোন স্মৃতি মনে পড়ে?"

"না," আস্তে করে বললাম।

"ধীরে ধীরে আপার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলো। কিন্তু স্মৃতিশক্তির কোন উন্নতি দেখা গেলনা। প্রথমে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ছিলেন, পরে জেনারেল ওয়ার্ড। তারপর যখন আরেকটু উন্নতি হলো, তখন লন্ডনে ফেরত পাঠানো হয় আপনাকে।"

"লন্ডনে?," চমকে গেলাম, "আমাকে কোথায় পাওয়া গিয়েছিল তাহলে?"

"ব্রাইটনে," বললেন তিনি, "সেখানে কেন গিয়েছিলেন মনে করতে পারেন?"

"না। একেবারেই না।"

"একবার যাবেন সেখানে? তাহলে মনে পড়তেও পারে।"

"না," বেশ কড়া শোনালো আমার কণ্ঠস্বর, "আপনি কি কিছু বুঝতে পারছেন?"

"কি?," ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন নার্স।

"লন্ডন ছেড়ে ব্রাইটনের একটা হোটেলে ছিলাম আমি। আমার সাথে বেন ছিল না। তবে কেউ একজন ছিল। এর একটাই অর্থ দাঁড়ায়। খুব সম্ভবত আমার এ্যাফেয়ার চলছিল কারো সাথে," নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললাম কথাটা।

ভাবনাটা বেশ আঘাত করল আমাকে। এই কারণেই কি বেন এতো সযত্নে আমার অ্যামনেশিয়ার কারণ লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছে? নিজেকে চরম অপরাধী মনে হলো। আমি পরকিয়া করছিলাম? এই পাপের শাস্তিই তাহলে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি আমি?!

"তারপর কী আমি বেনের কাছে ফেরত গিয়েছিলাম?"

"না। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেও আপনি পুরোপুরি সুস্থ হননি তখনো। মাসখানেক জেনারেল ওয়ার্ডে থাকার পর আপনাকে সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ডে ট্রান্সফার করা হয়।"

"সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ড!," শব্দদুটো বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলাম আমি। চোখের সামনে ভেসে এলো পাগল, দেখতে ভয়াবহ একগাদা মানুষের মাঝে

BanglaBook.org

আমি একা। ভয়াবহ, বিচ্ছিরি, রোমহর্ষক কিছু হাসি। এককথায় পুরোপুরি নরক। শেষমেষ সেই নরকেই জায়গা হয়েছিল আমার?

"কিন্তু কেন?"

"নিজের সমস্ত স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিলেন আপনি। কাউকেই চিনতে পারছিলেন না। এমনকি নিজেকেও না। আপনার মাঝে প্যারানয়ার লক্ষণও দেখা দিয়েছিল। আপনি দাবি করেছিলেন হসপিটালের সবাই মিলে আপনাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। পালিয়ে যাওয়া চেষ্টা করতেন একটু ফাঁক-ফোকর পেলেই। তাই আপনার নিজের ভালোর জন্য, আসলে সবার ভালোর জন্যই আপনাকে সাইক্রিয়াটিক ওয়ার্ডে ট্রান্সফার করা হয়েছিল।"

"সবার ভালো জন্য?"

একটা মুহূর্ত ইতস্তত করলেন ন্যাশ, "হ্যাঁ। আপনি মাঝেমধ্যে খুব ভায়োলেন্ট হয়ে যেতেন। সামনে যাকে পেতেন তাকেই মারার চেষ্টা করতেন।"

তখনকার অবস্থাটা এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করতে চাইলাম। সে সময়ের কোন স্মৃতি কি আছে আমার মাঝে? এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো চেষ্টা করি। পরক্ষণেই নিজের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল— এক জীবনে মানসিক যন্ত্রণার কোন কমতি নেই আমার। নতুন করে টেনে আনার কি কোন প্রয়োজন আছে?

"সাইক্রিয়াটিক ওয়ার্ডে কতোদিন ছিলাম আমি?," জানতে চাইলাম।

"দুই বছরের মতো। তারপর আপনাকে ওয়েরিং হাউজে পাঠানো হয়েছিল।"

"ওখানে কতদিন ছিলাম?"

কিছুক্ষণের নীরবতা। উত্তরটা দিতে উসখুশ করছেন ন্যাশ, "সাত বছর।"

খাবারের বিল দিলেন ন্যাশ। আমরা গাড়িতে গিয়ে বসলাম। এর মাঝে একটা কথাও উচ্চারণ করলামনা দু'জন। নিজের সবকিছু চোখের সামনে এলোমেলো হয়ে গেলো। আসলেই সবকিছু? নিজের বলতে কিছু কি আসলেই আমার আছে?

"আমার মনে হয় ওই হসপিটালটায় আপনার একবার যাওয়া উচিত।"

"মানে!," সাথে সাথে বলে উঠলাম, "কিন্তু কেন?"

BanglaBook.org

"দেখুন," ন্যাশ নরম দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, "আপনি নিজে থেকে অনেক কিছু মনে করতে পারছেন। তবে প্রতিবারই কিছু না কিছু দেখে আপনার সেই স্মৃতিগুলোতে ফেরত এসেছে। ওই হসপিটালে আপনি জীবনের অনেকগুলো সময় কাটিয়েছেন। হয়তো সেখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয়েছিল যেটা আপনি ভুলে গিয়েছেন। সেখান থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তরও বের হয়ে যেতে পারে।"

"কিন্তু আমি সেখানে যেতে চান না," আতংক দিয়ে উচ্চারণ করলাম বাক্যটা।

"ট্রাস্ট মি ক্রিস্টিন," ন্যাশ বললেন, "অনেক চিন্তা ভাবনা করেই বলছি আপনাকে। গতকাল তাদের সাথে আমার কথা হয়েছে। আপনি নিশ্চিন্তে সেখানে যেতে পারেন। ওদিক থেকে কোন সমস্যা নেই।"

চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবলাম, "কবে যেতে পারব সেখানে?"

"এখনই," হাসিমুখে বললেন তিনি, "নষ্ট করবার মতো সময় আমাদের হাতে খুব কমই আছে।

*

রাস্তা ধরে তীব্র গতিতে গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে। ভেতরে কিছুই অনুভব করতে পারছিলাম না। সবকিছু কেমন শূন্য। বিস্বাদ। ব্যাগ থেকে ডায়েরীটা বের করে প্রত্যেকটা কথা লিখে রাখলাম। আমার একমাত্র সম্বল বলতে এখন এই সাধারণ ডায়েরীটাই।

অনেকগুলো করিডোর, অসংখ্য রোগীর করুণ চেহারা, ডক্টরদের ছোটাছুটি পেরিয়ে আমরা একটা লোহার গেইটের সামনে দাঁড়ালাম। পাশে একটা ইন্টারকম। সেখানে বাটন চেপে ন্যাশ কিছু একটা বললেন। একটু পরেই দরজাটা খুলে গেল। মনে হলো ওপাশটা অন্য একটা জগত। বিস্মৃত অসংখ্য স্মৃতির প্রমাণ সেখানে মটিচাপা দেওয়া আছে।

বিশাল একটা করিডোর। দু'পাশে অসংখ্য বন্ধ দরজা। পাগলাগারদ বলতে যা বোঝায় জায়গাটা সেটাই। তবে একটু ভদ্রগোছের। যথেষ্ট আলো আছে জায়গাটাতে। কিন্তু তারপরও কোথায় যেন আলোর একটা স্বল্পতা।

দরজাগুলোর উপরে ছোট করে একটা জায়গা কাঁচ দিয়ে ঢাকা। সেটা দিয়ে ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যায়। প্রথম দরজাটায় উঁকি দিয়ে একটা অল্পবয়সী মেয়েকে নির্জীবের মতন টেলিভিশন স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম। আমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

BanglaBook.org

"এখানকার সবারই কোন না কোন মানসিক সমস্যা আছে," ন্যাশ বললেন, "স্বাভাবিক না। গুরুতর।"

"ওদের কি আটকে রাখা হয়েছে?"

"হ্যাঁ, নিজেদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে। তবে এতেই সবার মঙ্গল নিহিত," একটু রহস্য করে উত্তর দিলেন তিনি।

"মানে?," অবাক হলাম, "ঠিক বুঝলাম না?"

"তারা হয় নিজেদের জন্য নাহয় অন্যদের জন্য বিপদজনক। তাদের ভালোর জন্যেই এখানে আটকে রাখা হয়েছে।"

"আমাকে এখানে আটকে রাখা হয়েছিল!," বিষয়টা ঠিক মেনে নিতে পারছিলাম না।

"এখানে আসার আগে আপনি অনেক দিন জেনারেল ওয়ার্ডে ছিলেন। উইকএন্ডে বেনের সাথে নিজের বাড়িতেই থাকতেন তখন। কিন্তু আস্তে আস্তে আপনার অবস্থা নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। আপনি প্রায়ই বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতেন। ভাবতেন বেন আপনাকে মেরে ফেলতে চাইছে। ওয়ার্ডে ফেরত আসলে আবার ঠিক হয়ে যেতেন। তারপর একসময়," একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ন্যাশ, "ওয়ার্ডেও আপনি একই কাজ শুরু করলেন। আসলে এখানে না এনে আর উপায় ছিল না কোনো।"

হাঁটতে হাঁটতে একটা রিসেপশন ডেস্কে পৌছালাম আমরা। বলা হলো ডক্টর আসছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে। আমরা বসলাম। চারিদিকে নজর বুলিয়ে কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করলাম। কিছু মনে পড়ল না। এখানে কখনও ছিলাম সেটা কোনোভাবেই মনে করতে পারছিলাম না।

"আপনি একবার হারিয়ে গিয়েছিলেন," ন্যাশ বললেন, "আসলে ঠিক হারিয়ে যাননি, হসপিটাল থেকে কোনভাবে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় পাঁচ ঘন্টা পর পুলিশ আপনাকে খুঁজে পায়। বেন এসে আপনাকে স্টেশন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তারপরই ওর মনে হয় যে সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ডে আপনি নিরাপদ না। কথাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত ছিল। কারণ যেভাবে আপনার চিকিৎসা হওয়ার প্রয়োজন ছিল সেটা এখানে হচ্ছিল না। সে বলেছিল আপনার আশে-পাশে থাকা অসুস্থ রোগী, অসুস্থ পরিবেশ আপনাকে আরও অসুস্থ করে তুলছিল। আরও ভালো চিকিৎসার জন্য সে বড়বড় হসপিটালের কর্ণধারদের কাছে লেখা শুরু করল। কিন্তু কিছুই হলো না," একটু থামলেন। তারপর অবার বলতে শুরু করলেন, "এর কিছুদিন পরই আরেকটা হসপিটালে ক্রনিক ব্রেইন

BanglaBook.org

ইনজুরির রোগীদের জন্য একটা আলাদা রেসিডেন্সিয়াল জায়গা করা হয়। খোঁজ খবর নিয়ে তার মনে হয় সেখানেই আপনার উপযুক্ত চিকিৎসা হবে। তবে সেটা বেশ খরচসাপেক্ষ ছিল ওর জন্য। আপনার দেখাশোনা করতে গিয়ে সে চাকরীও ছেড়ে দিয়েছিল। তাই টাকা পয়সার বিষয়টা নিয়ে বেশ বড়সড় গোলমাল বাঁধে। সে সাহায্যের জন্য বড়বড় জায়গায় চিঠি লেখা শুরু করে, প্রেসে গিয়ে আপনার স্টোরিটা কভার করার অনুরোধ করে। অনেক ঝামেলা করে অবশেষে এখান থেকে রিলিজ নিয়ে সেই নতুন হাসপাতালে আপনার জায়গা হয়। স্টেট থেকে আপনার চিকিৎসার দায়ভার নেওয়া হয়।"

বেনের চরিত্রের এইদিকটা আমার জানা ছিল না। আমার জন্য এতোটা করতে পারে ও? ওর পার্সোনালিটি যথেষ্ট স্ট্রং। কারও কাছে সাহায্যের জন্য ও কখনোই হাত পাততে পারে না। কিন্তু আমার জন্য সে সেটাও করেছিল। নির্দ্বিধায়।

"তার মানে আমি বেনের সাথে ছিলাম না?"

"না। ও নতুন করে চাকরী শুরু করেছিল। বাসায় রেখে আপনার দেখোশোনা করা সম্ভব ছিল না ওর পক্ষে।"

চোখের সামনে হঠাৎ করে একটা কালো পর্দা ভেসে উঠল। সেটা ছিঁড়ে যেন হঠাৎ এক টুকরো আলো। সবকিছু কেমন আউট-অফ-ফোকাস। আমার পরণে একটা নীল কাপড়। একটা করিডোর ধরে আমি হেঁটে যাচ্ছি। নার্সের পোশাক করা একটা কালো মহিলো আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে দেখতে কারা এসেছে দেখো ক্রিস্টিন!"

পুরোপুরি অপরিচিত কয়েকজন মানুষ। একটা বাচ্চা ছেলে *আম্মু* বলে চিৎকার করে আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। ছেলেটা অ্যাডাম। কিন্তু আমি ওকে চিনতে পারলাম না। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে চিৎকার করে বললাম, "তোমরা কারা!"

মাথায় কালোচুল ভর্তি একজন যুবক। পাশে একটা মেয়ে। চেহারাগুলো পরিষ্কার দেখতে পেলাম না। মেয়েটা আমার দিকে এগিয়ে এলো, "ক্রিসি! তুই আমাকে চিনতে পারছিস না? ভালো মতন তাকা আমার দিকে!"

"তোমাদের কাউকে আমি চিনিনা," চিৎকার করে বললাম কথাটা।

আমার ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। বোধহয় তাই করেছিলাম। কিন্তু দৃশ্যটা হঠাৎ মিলিয়ে গেল।

"ক্রিস্টিন," ন্যাশ বললেন, "ডক্টর এসে পড়েছেন। চলুন ভেতরে যাই।"

BanglaBook.org

*

"আমি ডক্টর হিলোারি উইলসন," নিজের পরিচয় দিলেন ভদ্রমহিলো।

তার বয়স আমার থেকে ক'য়েক বছর কমই হবে। চেহারাটা খুব পরিচিত মনে হলো। পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম স্ক্যান করার সময় তার ছবি আমাকে দেখানো হয়েছিল। সেই ছবিতে তার বয়স আরও কম ছিল।

"আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি," বললাম তাকে।

"বাহ্," উচ্ছ্বাসিত দেখাল তাকে, "আপনার অবস্থার তো বেশ উন্নতি হয়েছে। যদিও আমার সাথে খুব বেশি দেখা হয়নি আপনার। আপনি যখন ভর্তি হয়েছিলেন তখন আমি একেবারেই নতুন ছিলাম এখানে।"

"ক্রিস্টিনের কেবিনটা কি দেখানো যাবে আমাদের?," ন্যাশ জিজ্ঞেস করলেন।

"এক মিনিট," বলে মহিলো তার পেছনে রাখা ফাইলিং ক্যাবিনেটটা থেকে একটা বড় ফোল্ডার বের করলেন। সেখান থেকে বেশ সময় নিয়ে আরেকটা ছোট ফাইল বের করে নজর বোলানো শুরু করলেন।

"আপনি কত নম্বর কেবিনে ছিলেন সেটা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না আমি," বললেন তিনি, "এই ফাইলে আপনার কেবিন নাম্বারটা লেখা নেই। সম্ভবত আপনার অন্যান্য রেকর্ডে সেটা লেখা আছে। ওই ফাইলগুলোতে আমার এ্যাকসেস নেই। খুবই দুঃখিত। বুঝতেই পারছেন ... অনেক আগের কথা!"

"ইটস ওকে," বললাম আমি।

"আপনি কি আপনার হাজবেন্ড কে জিজ্ঞেস করতে পারবেন? এই ফাইলের রেকর্ড মোতাবেক ...," ছোট ফাইলটা'র একটা কাগজে নজর বোলালেন তিনি, "আপনার হাজবেন্ড আর আপনার ছেলে প্রায় প্রতিদিনই দেখতে আসতেন আপনাকে।"

"ওকে এখন ফোন করতে চাচ্ছি না আমি।"

"ক্ল্যারি?," বললেন তিনি, "এখানে লেখা আছে যে ক্ল্যারি নামে এক বান্ধবীও প্রতি সপ্তায় দেখতে আসতেন আপনাকে।"

"ওর সাথে আমার যোগযোগ নেই।"

আরও কিছুক্ষণ ফাইলটাতে নজর বোলালেন তিনি, "এখানে আপনার জীবন কেমন ছিল সে সম্পর্কে একটু ধারনা দিই আপনাকে। রেকর্ডের হিসাব

BanglaBook.org

মতে আপনি মাঝে মাঝে ভায়োলেন্ট হয়ে যেতেন। তবে এটা বিচিত্র কিছু নয়। আপনার রোগের ধরণ হিসেবে সেটা খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার ছিল। একজন কনসালটেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট আপনার চিকিৎসা করছিলেন তখন। মেইনলি হিপনোসিস, মেডিকেশন আর সিডাটিভ দিয়েই আপনার চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু তেমন কোন লাভ হয়নি সেসবে।"

"আমি কি রকম ছিলাম তখন?," জিজ্ঞেস করলাম।

"সত্যি বলতে বেশ হাসিখুশিই ছিলেন। আমাদের একজন নার্সের সাথে খুব ভালো বন্ধুত্বও হয়েছিল আপনার।"

"তার নাম বলতে পারেন?," প্রশ্ন করলাম।

"সরি। রেকর্ডের ওনার নাম লেখা নেই," বললেন তিনি, "আপনি তখন একটা ডায়েরী লিখতেন। এই ফাইলে সেটার কয়েকটা পৃষ্ঠা আছে। আপনি কি সেটা দেখতে চান?"

"অবশ্যই," সাথে সাথে বললাম।

ডায়েরীটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। কেমন একটা অপরিচিত ভয় আমার বুকের ভেতরে নড়েচড়ে উঠল। আরেকটা ডায়েরী। কি থাকতে পারে এখানে?

আমি হাতে নিলাম সেটা। সস্তা র‍্যাক্সিন দিয়ে বাঁধাই করা ছোট একটা নোটবুক। ধুলোর একটা চিরস্থায়ী ছাপ পড়ে আছে এলোটে। আমি পৃষ্ঠা উল্টালাম। বয়সের ভারে মলিন হয়ে আছে সেগুলো।

> প্রথম এন্ট্রি - সকাল আট'টা পনেরো মিনিট। আমি জেগে উঠেছি। বেন আমার পাশেই আছে।

এর ঠিক নিচেই আমার আরেকটা এন্ট্রি।

> আট'টা বেজে সতেরো। আমি জেগে উঠেছি। শেষের লেখাটা আমার লেখা না। ওটা অন্য কেউ লিখেছে।

পৃষ্ঠা উল্টালাম।

BanglaBook.org

নয়'টা বেজে পঁয়তাল্লিশ। আমি মাত্র জেগে উঠেছি। অনেক দিন পর মাত্র জেগে উঠেছি।

এর ঠিক নিচেই আবার লেখা -

দশ'টা বেজে সাত। আমি জেগে উঠেছি। উপরের সমস্ত লেখা মিথ্যা। আমি মাত্রই জেগে উঠেছি। ওসব অন্য কেউ লিখেছে।

"এসব সত্যিই আমার লেখা?," অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলাম।

"হ্যাঁ," হিলোরী বললেন, "অনেক দিন ধরেই আপনার এই সমস্যাটা হচ্ছিল । জাগার পরপরই ভাবতেন অনেক দিন পর আপনার ঘুম ভেঙেছে। এই যে, এই এন্ট্রিটা দেখুন," একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে পয়েন্ট করে পড়তে শুরু করলেন, "*আমি অনন্তকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি। তবে সেখান থেকে কীভাবে যেন ফিরে এসেছি। সবকিছু আবার নতুন করে দেখতে পাচ্ছি,*" একটু থামলেন, "আপনাকে বলা হয়েছিল আপনার মাথায় যা-ই আসেনা কেন লিখে রাখতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটা পারেননি। প্রতিদিন জেগেই আপনি ভাবতেন আগের সমস্ত লেখা অন্য কেউ লিখে রেখেছে। তারপর একটা পর্যায়ে আপনার প্যারানয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালো। আপনি ভাবতেন এখানে আপনার উপর সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট চালানো হচ্ছে আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে।"

"আমার অবস্থা কি এতোটাই বাজে ছিল?," জানতে চাইলাম।

"প্রথম দিকে খুবই খারাপ অবস্থা ছিল আপনার। কয়েক মিনিটের বেশি কিছুই মনে রাখতে পারতেন না। তারপর আস্তে আস্তে সেই মনে রাখতে পারার ক্ষমতা আপনার ভেতর বাড়তে শুরু করে।"

ডায়েরীটা আমার চোখের সামনে। সম্পূর্ণ অপরিচিত লাগছে জিনিসটাকে। এসমস্ত লেখা আমারই। কিন্তু সেই স্বত্ত্বাটাকে আমি মেনে নিতে

BanglaBook.org

পারছি না। পুরোপুরি ভেঙে যাওয়া একটা মন, মানসিক অবস্থা নিয়ে আমি কীভাবে বেঁচে ছিলাম?

"আমি দুঃখিত ক্রিস্টিন," হিলোরী নরম সুরে বললেন, "আমি জানি এসব মেনে নেওয়া কতোটা কষ্টের ..."

হঠাৎ কোন কারণ ছাড়াই আমার ভেতরটা আতংকে যেন জমে গেল। মনে হলো এখান থেকে আর কখনোই বের হতে দেওয়া হবে না আমাকে। ন্যাশ কি ইচ্ছে করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে? বেন কি কোনভাবে আমাকে এই পাগলাগারদে আবার ভর্তি করাতে চায়? সে কি আমাকে আর সহ্য করতে পারছে না?

"আমি যেতে চাই," কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে উঠলাম আমি।

"কি হয়েছে ক্রিস্টিন?," ন্যাশ বললেন, "প্লিজ রিল্যাক্স!"

"আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চান না আমি!," চিৎকার করে উঠলাম আমি।

হিলোরী চমকে গিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার ধাক্কায় টেবিলটা সামান্য নড়ে উঠল। কোনায় থাকা ফাইলটা মেঝেতে পড়ে ভেতর থেকে একটা ফটোগ্রাফ বেরিয়ে এলো। একটা মাত্র ঝলক। ভেতরে থাকা আতংকটা ন্যানো সেকেন্ডের মাঝে যেন দ্বিগুন হয়ে উঠল।

"এটা কি আমার ছবি!," প্রায় গুঙিয়ে উঠলাম আমি।

কাঁপা কাঁপা হাতে ছবিটা মেঝে থেকে তুলে নিলাম আমি।

একজন মহিলো। প্রথম দেখায় মনেহবে যেন একটা হ্যালোউইন মাস্ক পড়ে আছে সে। কিন্তু না। সমস্ত চুল পেছনের দিকে টেনে দেওয়া। বাম চোখটা ফুলে বুঁজে আছে। প্রকান্ড একটা বেগুনী ফলের মতো লাগছে সেটাকে। ঠোঁটে অসংখ্য কাঁটা দাগ। সেটাও একদিকে ফুলে কালো হয়ে আছে। সমস্ত গালে আঘাতের চিহ্ন। এক কথায় একটা নরক। পুরোপুরি নরক এই ছবিটা!

"এটা আমি?," প্রশ্ন করলাম। কিন্তু উত্তরটা জানাই ছিল, "কীভাবে হয়েছিল এসব!?"

কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে আমার ভেতরে একই সাথে দুটো স্বত্ত্বা অনুভব করতে পারলাম আমি। প্রথমটা খুব শান্ত। সে সবকিছু মেনে নিয়ে শান্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু আরেকটাকে কোনভাবেই বাগে আনা যাচ্ছেনা। সে ছুটতে চাইছে। প্রাণপণে ছুটে পালাতে চাইছে।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় স্বত্ত্বাটাই জিতলো শেষে। আমি একছুটে চেম্বারের দরজা খুলে ফেললাম। তারপর প্রাণপনে দৌড়াতে শুরু করলাম। পুরোপুরি উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে। আমি বের হওয়ার রাস্তাটাও মনে করতে পারছি না। পেছনে কিছু মানুষের চিৎকার, হুটোপুটি, পদশব্দ। সবকিছু পরিষ্কার করে মনে নেই আমার। আতংকে অবশ হয়ে আসছিল পুরোটা শরীর। কীভাবে আমাকে শান্ত করা হয়েছিল আমি জানি না। তাই লিখতেও পারছি না। এরপর নিজেকে ন্যাশের গাড়িতে আবিষ্কার করলাম। গাড়ি ছুটে যাচ্ছে রাস্তা ধরে। ন্যাশের মুখে অনুতপ্ততার ছাপ।

ব্যাকভিউ মিররে নিজের বিধ্বস্ত চেহারাটা দেখতে পেলাম। আচ্ছা, এমনকি কোন দিন আসবে যেদিন ঘুম ভেঙে আয়না দেখে আমি চমকাবো না? আমি জানবো যে আমার অ্যাডাম নামে একটা ছেলে ছিল? আমার হাজবেন্ডের নাম বেন? যার সাথে বহুবছর ধরে আমি সংসার করছি?

"আমার অবস্থার কি কোন উন্নতি হচ্ছে?," প্রশ্ন করলাম ন্যাশ কে।

"আপনার কি মনে হয়?"

"আমি আসলে জানি না। ভাবতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলি। ডায়েরীটা পড়লে কিছুক্ষণ বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও একটা পর্যায়ে আমি সত্যগুলোকে অনুভব করতে পারি। একটা অনুভূতি এসে আমাকে জানিয়ে দেয় সত্য'টা। কিন্তু সেসব ধরে রাখতে পারি না। কীভাবে যেন হারিয়ে যায় সব," আক্ষেপ নিয়ে বললাম, "অনেক চেষ্টা করেও নিজের বিয়ের কোন স্মৃতি মনে করতে পারি না। অ্যাডামের কোন স্মৃতিই নেই আমার মাথায়। ওর মুখে প্রথম মা ডাক, প্রথম হাঁটতে শেখা এমনকি ওকে দাফন করারও কোন স্মৃতি আমার মনে নেই। এসব ভাবতে গেলে একদম পাগল পাগল লাগে নিজেকে। মনে হয় অ্যাডাম আসলে বেঁচে আছে। বেন আমাকে মিথ্যা বলছে। ওর বলা সবকিছু মিথ্যা বলে মনে হয় তখন।"

"সবকিছু?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু এরকম কিছু সে কেন করবে?"

"কারণ আমি ওকে বিট্রে করেছিলাম। চিট করেছিলাম।"

"ক্রিস্টিন," ন্যাশ বললেন, "এমনটা ভাবার কোন কারণই নেই। বেন আপনাকে যথেষ্ট ভালোবাসে।"

BanglaBook.org

আমারও ভেতর থেকে কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো। সে আসলেই আমাকে ভালোবাসে।

"আমার মনে হয় আপনার অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। প্রথম দিকের সেশনগুলোর চেয়ে এখনকার প্রোগ্রেসগুলো বেশ চোখে পড়ার মতন," ন্যাশ বললেন।

"প্রোগ্রেস?," প্রায় চিৎকার করে উঠলাম আমি, "এটাকে আপনার প্রোগ্রেস মনে হয়? এই অসম্ভব যন্ত্রণা, এই ভয়, এসব আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে ভেতর থেকে। এসব কোন প্রোগ্রেস?"

আমি প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙে পড়লাম। মনে হলো পায়ের নিচে কোন মাটি নেই। এই অসম্ভব কষ্টে আমার পাশে থাকার মতন কেউই নেই।

ন্যাশ গাড়ি থামালেন। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা টিস্যু বের করে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। সিটবেল্ট বাঁধা ছিল না। সেটা হাত দিয়ে ধরতে গিয়ে আমি টলে উঠলাম। ন্যাশ প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। না, সেখানে কোন কামনা ছিল না। বন্ধুত্বপূর্ণ উষ্ণ এক আলিঙ্গন। আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। আর ঠিক তখনই ... তখনই মাথার ভেতর ভেসে এলো দৃশ্যটা।

> আমার চোখ বন্ধ। আরেকটা শরীরের সাথে আমার মাথা চেপে ধরা। ঠিক এভাবেই। কিন্তু এখানে কোথায় যেন কদর্য একটা ভাব লুকিয়ে আছে। যে আমাকে ধরে আছে তার আলিঙ্গন থেকে আমি ছুটতে চাইছিলাম। কিন্তু পারছিলাম না। প্রচণ্ড জোর সেই হাতে। সে শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে আমাকে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিলাম তাকে। কিন্তু মুক্তি পেলাম না। প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে আমার মাথা আবার চেপে ধরল সে!
>
> *খানকি মাগি!*
>
> শরীরের সমস্ত ক্রোধ একত্র করে যেন উচ্চারণ করল শব্দ দুটো। আমি চোখ খুলতেই মাথার সাথে লেপ্টে থাকা নীল রঙের একটা শার্ট দেখতে পেলাম। একটা দরজা, একটা ড্রেসিং টেবিল,

BanglaBook.org

একটা পাখির পেইন্টিং। লোকটার হাত চোখে পড়ল। প্রচণ্ড শক্ত, মাসলড, কয়েকটা ভেইন জেগে উঠেছে সেখানে।

আমাকে ছাড়ো!

চিৎকার করে বললাম।

আমি বাস্তবে ফিরে এলোম। চেষ্টা করলাম চেহারাটা মনে করার। কিন্তু পারলাম না। ব্ল্যাংক। মাথাটা'র ভেতর শূন্য একটা অনুভূতি। চেহারাটার কথা মনে করতে চাইলেই আমার মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছিলো। সেখানে অনেকগুলো চেহারা দেখতে পেলাম আমি। ন্যাশের, বেনের, হিলোরীর - কিন্তু কোনটাই স্থায়ী হলো না। তারপর আবার সেই দৃশ্য ফেরত আসল।

আমার বহুমুখি অ্যাটাকার কোন দয়ামায়া দেখাল না। আমাকে প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে আঘাত করল সে। দাঁতের ফাঁকে নোনা রক্তের স্বাদ পাওয়া গেল। চুল টেনে ধরে মেঝেতে টেনে টেনে আমাকে বাথরুমের দিকে নিয়ে যেতে লাগল সে।

মেঝেতে সাদা কালো টাইলস দেখতে পেলাম। পুরো শরীরে সেই ঠাণ্ডা টাইলসের স্পর্শ অনুভব করলাম আমি। বাথরুমে অরেঞ্জ ব্লসমের গন্ধ। আমার মনে পড়ল। স্পষ্ট মনে করতে পারলাম, কতোটা ব্যগ্রভাবে ওকে আমি চাইছিলাম। কতোটা আগ্রহ নিয়ে নিজেকে গোছাচ্ছিলাম। চাইছিলাম এই বাথটাবে যাতে সেও নামে। আমাকে সুখের চরম আবেশে নিয়ে যায়। নিজের সমস্ত কিছু বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলাম ওকে। কারণ, আমি অনুভব করেছিলাম আমি ওকে ভালোবাসি। হ্যাঁ, সত্যিই ওকে ভালোবাসি আমি!

আমি ওর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইলাম। সে শুনলোনা। প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আমার মাথাটা টেনে তুলে মেঝেতে ছুড়ে ফেলল। একবার, দু'বার, তিনবার, চারবার - এভাবে কতোবার চলল আমি বলতে পারব না। আমার মাথা বনবন করে ঘুরছিল।

BanglaBook.org

দৃষ্টিশক্তি ক্রমশই ঘোলা হয়ে আসছে। আমি খুব করে চেষ্টা করলাম ওর চেহারাটা দেখতে। পারলাম না।

সে চিৎকার করে একটা কিছু বলল। আমি শুনতে পেলাম না। কানে কেমন ভোঁতা একটা আওয়াজ। সবকিছু অপরিষ্কার। আমার হাত দুটো পেছনে নিয়ে প্রচণ্ড জোড়ে মুচড়ে দিল সে। ব্যথায় আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো গলা চিরে। আমাকে পুতুলের মতন তুলে নিয়ে পানি ভর্তি বাথটাবে ভয়াবহ আক্রোশ নিয়ে আমার মাথা চেপে ধরল সে। মুখে সাবান পানি ঢুকে গেল। দম ক্রমশই ফুরিয়ে আসছিল। কেমন একটা অন্ধকার। মুখ ভর্তি রক্তের গন্ধে ...

"ক্রিস্টিন!," ন্যাশ চিৎকার করে বললেন, "কি হয়েছে ক্রিস্টিন!"

হঠাৎ করে আমি যেন বাস্তবে ফিরে এলোাম। ধাতস্থ হতে অনেকখানি সময় লাগল আমার। অনেক কষ্টে হাপাতে হাপাতে হাপাতে বললাম, "আমি ওকে দেখেছি!"

"কাকে?!"

"যে আমার এই অবস্থার জন্য দায়ি!"

"কি বলছেন এসব!"

"সত্যি বলছি। ফর গডস সেক। বিশ্বাস করুন আমার কথা!," অনুনয় ঝরে পড়ল আমার কন্ঠে।

আমি গড়গড় করে সবকিছু বলে গেলাম তাকে। প্রচণ্ড পিপাসায় আমার গলা জ্বলে যাচ্ছে। মাথা ঘুরছে বনবন করে। পাত্তাই দিলাম না। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে আমি ভুলে যেতে পারি সব।

"আপনি কি তার চেহারা দেখেছেন?"

"না। অনেক চেষ্টা করেছি। সবার চেহারাই সেখানে এসে ফিরে গিয়েছে। এমনকি আপনাকে আর বেনকেও দেখেছি সেখানে।"

"কোন নাম?," সামান্য উত্তেজিত মনে হলো তাকে।

আমার ডায়েরীতে লেখা নামটার কথা মনে পড়ে গেল, "আমি মোটামুটি নিশ্চিত। এই ঘটনার পেছনে *এড* নামের কেউ দায়ি।"

BanglaBook.org

চমকে উঠলেন ন্যাশ, "মানে!"

"কেন কি হয়েছে?"

"ক্রিস্টিন," আমার চোখের দিকে তাকালেন তিনি, "এড নাম'টা আমার নিজের। আমার পুরো নাম এডমুন্ড ন্যাশ। আপনাকে আগেও বলেছি। আপনি হয়তো লিখতে ভুলে গিয়েছিলেন! তাই মনে করতে পারছেন না ... এই নাম'টা মনে আসার কোন নির্দিষ্ট কারণ আছে কি?"

আতংকে জমে গেলাম আমি। ন্যাশের চেহারাটা'কে এক মুহূর্তের জন্য আজরাইলের মতো মনে হলো। তাকে কি আমি বিশ্বাস করতে পারি? সে কি কোনভাবে ওই ঘটনার সাথে জড়িত?

সেই আতংক আমি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলাম আমার জানা নেই। সবকিছু খুলে বললাম তাকে। বললাম ক'দিন আগে ঘুম থেকে জেগে আমার মনে হয়েছিল আমি *এড* নামের কারও পাশে শুয়ে আছি।

"আপনি আপনার এ্যাটাকারের চেহারায় আমার আর বেনের চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আমার মনে হয় আপনার ব্রেইন *ফিল ইন দ্য র‍্যাংকস* পদ্ধতিতে কাজ করতে গিয়ে আমার নামটা বসিয়ে দিয়েছে সেখানে। যেভাবে আক্রমণকারীর চেহারায় আমাকে আর বেনকে দেখতে পেয়েছেন, ঠিক সেভাবেই নামটাও এসে পড়েছে সেখানে।"

"কিন্তু এমন কি হতে পারে না এই নামেরই কেউ একজন আমাকে অ্যাটাক করেছিল?"

"সে সম্ভাবনা কম," চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন ন্যাশ, "আপনি কি একবার ব্রাইটনে গিয়ে দেখবেন কিছু মনে করতে পারেন নাকি?"

"না!," আঁতকে উঠলাম আমি।

"আপনি কি বুঝতে পারছেন যে আপনার অবস্থা অনেকটাই উন্নতির পথে?"

"সত্যিই?"

"হ্যাঁ। আপনার জীবনের সব থেকে ভয়াবহ স্মৃতি আপনি মনে করতে পেরেছেন, যেটা আপনি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। প্লিজ। আর যাই

BanglaBook.org

করুন, লেখাটা অন্তত থামাবেন না," একটু থেকে গাড়ি স্টার্ট করলেন ন্যাশ, "একবার ওয়েরিং হাউজে গিয়েও কিন্তু দেখা যায়। যাবেন?"

"ওয়েরিং হাউজ?"

"এখান থেকে আপনাকে যেখানে ট্রান্সফার করা হয়েছিল। ওই হসপিটালটার নাম ওয়েরিং হাউজ। একবার গিয়ে দেখবেন?"

"হ্যাঁ," বললাম আমি, "আমি যেতে চাই সেখানে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মঙ্গলবার, নভেম্বরের বিশ তারিখ।

আজ সকালে একটা ভাসা ভাসা স্মৃতি মনে পড়েছে। একটা দরজা আগুনে পুড়ছে। আমি কিচেনে। হাতে একটা ফ্রাইং প্যান। ব্যাস, এতোটুকুই। ডায়েরীতে আগুনের কথাটা পড়ে আমার মনে হলো ওই দুর্ঘটনাটা আমার কোন ভুলের কারণেই হয়েছিল। অনেক ভুল করেছি জীবনে। বেন কতকিছুর জন্য আমাকে ক্ষমা করবে আর? ওর অজান্তে আমি পুরো শহর ঘুরে বেড়াচ্ছি, একজন ডক্টরের কাছে চিকিৎসা নিচ্ছি। আমার যেই ভুলের কারণে আজ এই দশা, সেই ভুল বেন সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে। কাজটা কি আমি ঠিক করছি?

ব্রাইটনের একটা হোটেলে আমার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশে আমার মিসিং রিপোর্ট করা হয়েছিল। কতোটা ধাক্কা খেয়েছিল বেন এই ঘটনায়? এই ভুলের মাশুল দেওয়া কি আদৌ সম্ভব হবে আমার পক্ষে?

আজ সকালে ঘুম ভাঙার পরই একটা অনুশোচনা ভেতর থেকে একটু একটু করে ছিঁড়ে খাচ্ছে আমাকে। কেউ যেন ভেতর থেকে বলছে কাজটা করা আমার একদমই ঠিক হচ্ছে না। আর তাছাড়া আজ সকালে মনে হয়েছে *এড* নামের পেছনে অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে। কারণটা খুবই অস্বস্তিকর। লিখতেও কেমন যেন লাগছে আমার।

ডায়েরীর সেই অংশটুকু পড়ার সময় সেদিনের অনুভূতিটা আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছি। বেশ আনন্দ নিয়েই আমি *এড* নামের মানুষ'টার পাশে জেগে উঠেছিলাম। আমার মস্তিষ্ক *ফিল ইন দ্য ব্ল্যাংকস* খেলতে গিয়ে সেদিন এড নামটা সেখানে বসায়নি। নামটা ছিল একটা ফ্যান্টাসি। মনের গহীনে ন্যাশের প্রতি আমার একটা দুর্বলতা জন্মেছে। বলতে অস্বস্তি হলেও এই কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আমার। আমি সত্যিই ন্যাশের সাথে শুতে চাচ্ছিলাম। এরকম কাজ আমি আগেও অনেকবার করেছি। শিক্ষা হয়নি।

BanglaBook.org

বেনের সাথে এমনটা করা আমার মোটেও ঠিক হয়নি। অথচ সেই একই ভুল কিনা আমি আবার করতে বসেছি!

ন্যাশ কি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন?

হয়তো পেরেছেন। বিব্রতকর একটা পরিস্থিতি এড়াতেই হয়তো তিনি সেটা চেপে গিয়েছেন। নিজের প্রতি ঘেন্না ধরে গেল আমার। এমন একটা কাজ আমি কীভাবে করতে পারলাম? তাও এমন একটা মানুষের সাথে যে কিনা বয়সে আমার থেকে ছোট। তার থেকেও বড় কথা তার গার্লফ্রেন্ড আছে। আর বেন, যে কিনা সব ভুলে আমাকে নিজের কাছে নিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, তার সাথে এমন একটা কাজ আমি কীভাবে করতে পারলাম? অতীতের এতোবড় ভুল থেকেও কি আমার শিক্ষা হয়নি?

এই ঘটনা বেনের কাছ থেকে এতোদিন লুকিয়ে রাখার কোন মানেই হয় না। আজ যেভাবেই হোক, ওকে সব খুলে বলতে হবে।

*

ঘন্টাখানেক আগে এই লেখাটা লিখেছি। পুরো ডায়েরীটা পড়ার পর আমার মনে হচ্ছে বেনের কোথাও একটা ঝামেলা আছে। আমি ওকে বিশ্বাস করতে পারছি না। সে আমার ছেলের কথা আমার কাছে গোপন করেছে। পার্লামেন্ট হিলে যখন ওকে আমাদের বাচ্চার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে মুখের উপর বলেছিল যে আমার কখনও কোন সন্তান ছিল না। পুরো বাড়িতে অ্যাডামের স্মৃতির কোন চিহ্ন নেই। এমনটা করার কারণ কি?

নিজেকে পাগল মনে হলো একটা মুহূর্তের জন্য। আমি একই সাথে বেনকে বিশ্বাস করি, আবার চরম অবিশ্বাসও করি। আমি খুব করে চাইছি সেই লোকটার নাম মনে করতে। এই একটা মাত্র নাম, যেটা আমি ছাড়া আর কারও পক্ষেই জানা সম্ভব না। কেউ নিজে বলতে পারবে না যে ঘটনাটা এমন ছিল, অমন ছিল না। আমি মনে করতে চাই নামটা। প্লিজ, একটা বারের জন্য জানতে চাই কার এতো আক্রোশ ছিল আমার উপর। আমার মনে হয় আমি যদি একটাবার মনে করতে পারি সেদিনটের কথা তাহলে আমার সমস্ত স্মৃতি ফিরে আসবে আবার!

*

সোফার উপর গা এলিয়ে দিয়ে টিভি দেখছিলাম। ন্যাশের দেওয়া ফোনটা বেজে উঠল তখন। একটুখানি তন্দ্রামতন এসেছিল। একমুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল আমি এখানে নেই। উদ্ভট একটা ঘোর। অপরিচিত একটা অনুভূতি।

BanglaBook.org

কার যেন গলার আওয়াজ শুনছিলাম। মনে হলো কেউ আমাকে চিৎকার করে গালি দিচ্ছে।

বেশ্যা মাগি!

বেশ জোরেসোরেই কানে বাজলো জঘন্য গালিটা। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো আওয়াজটা বেনের। স্বপ্নের মধ্যেই প্রচণ্ড রেগে গেলাম আমি। ফিরতি উত্তর দিতে যাওয়া মাত্র কাঁচ ভাঙার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল ন্যাশের ফোনের আওয়াজে।

ন্যাশ ফোন দিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। যদিও সেটার প্রয়োজন ছিল না। ডায়েরীটা আমি এর মাঝেই পড়ে ফেলেছি।

"গতকাল আপনার সাথে একটা বিষয়ে কথা হয়েছিল। মনে আছে?," প্রশ্ন করলেন।

"ওয়েরিং হাউজে যাওয়ার ব্যাপারে?"

"হ্যাঁ," বললেন তিনি, "আজ ওদের সাথে কথা হয়েছে। ওদিক থেকে কোন সমস্যা নেই। যে কোন দিন যেতে পারেন আপনি।"

ফোনটা রেখেই দিতে নিয়েছিলান। হঠাৎ বলে ফেললাম, "আমার মনে হয় বেনের কোন একটা ঝামেলা আছে।"

অবাক হলেন ন্যাশ, "মানে?"

"ও অনেক দিন ধরে আমাকে মিথ্যা বলেই যাচ্ছে। অ্যাডামের ব্যাপারে, আমার বইয়ের ব্যাপারে, এ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারে ..."

"এই বিষয় নিয়ে তো আমাদের আগেও কথা হয়েছে। বেনের নিজস্ব কারণ আছে এসবের পেছনে।"

"কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে কোথাও একটা বড়সড় ঘাপলা আছে। ও আমার অসুস্থতার ফায়দা নিচ্ছে কোন একটা কারণে। যা হয়নি সেটা আমাকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছে। আমার মনে হচ্ছে ওকে সবকিছু বলে সরাসরি ওকে জিজ্ঞেস করাটাই ভালো হবে ... আসলে আমি খুবই কনফিউজড। ওকে আমি বিশ্বাস করব কি করবনা, সেটাই ভেবে বের করতে পারছি না। এভাবে আর কতোদিন?"

কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর বললেন, "আমারও মনে হয় বেনকে সবকিছু বলে দেওয়া উচিত।"

"সত্যি?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে এতোদিন ওর থেকে এসব গোপন করাটাই ভুল হয়েছে। আজ আপনার পুরনো হসপিটালে খোঁজ নেওয়ার সময় নিকোল নামের একজন নার্সের সাথে কথা হলো। সে অনেক দিন ছুটিতে ছিল। ক'দিন আগেই কাজে ফিরেছে। আপনি বেনের সাথে আছেন শুনে সে খুবই খুশি হয়েছে। বলল, বেন আপনাকে অসম্ভব ভালোবাসতো। সে প্রতিদিন আপনাকে দেখতে আসতো। হাসিখুশি রাখার চেষ্টা করতো। আসলে ...," একটু থামলেন, "আমারও বেনের সাথে একবার দেখা করা উচিত।"

"আপনাদের দেখা হয়নি কখনও?"

"না। শুধু ফোনেই কথা হয়েছে কয়েকবার," বললেন, "আসলে আমরা তিনজন যদি একসাথে কাজ করতে পারি তাহলে অনেক তাড়াতাড়ি আপনাকে আরোগ্যের দিকে নিয়ে যেতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।"

"ঠিক আছে তাহলে। ওর সাথে তাহলে আজই কথা বলছি।"

"আপনি কি আপনার ডায়েরীটা পড়ে ফেলেছেন?"

"হ্যাঁ," উত্তর দিলাম।

"আমি কিন্তু আজ আপনাকে মনে করিয়ে দেইনি," ন্যাশ হাসলেন। হাসিটা বেশ স্বস্তি এনে দিল আমাকে।

*

বেন অফিসে কাজ করছে। আমি কিবোর্ডে ওর টাইপ করার আওয়াজ পাচ্ছি। আজ সকালে ন্যাশের সাথে একমত হয়েছিলাম যে বেনকে আমার সবকিছু খুলে বলা উচিত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে না, আমার আরেকটু সময় প্রয়োজন। আমি বেনকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। সত্যি কথা বলতে ওর প্রতি অবিশ্বাসটা আরও দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

ন্যাশের সাথে কথা বলার পর ভাবলাম আজ ডিনারের জন্য আমিই রান্না করব। ফ্রিজে ডিম, পেঁয়াজ আর টমেটো পাওয়া গেল। সহজেই একটা অমলেট বানানো যাবে। বেন হয়তো পছন্দও করতে পারে।

বেন আমাকে কিচেনে দেখতে পেয়ে একটু অবাক হলো। বলল, "কি করছো তুমি?"

"অনেক দিন রান্না করা হয় না। ভাবলাম আজ কিছু একটা করি।"

BanglaBook.org

"আমি বাইরে থেকে পর্ক চপ নিয়ে এসেছি। এই চপ তোমার খুবই পছন্দের। তবে অমলেটও মন্দ না। অনেক দিন খাওয়া হয় না। করে ফেলো।"

বেনকে বেশ উৎফুল্ল দেখাল। সচরাচর এতোটা হাসিখুশি ওকে কখনও দেখায় না। সবসময় কেমন গম্ভীর একটা মুখ করে রাখে সে। আচ্ছা ও কি ওয়ার্কোহলিক? কাজ ছাড়া ওকে কোন কথাও বলতে দেখিনা তেমন। মাঝেমধ্যে মনে হয় একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বসবাস করছি দু'জন। অফিস শেষ করেই ও বাড়ি ফিরে আসে। কখনও আমাকে ছাড়া ঘুরতেও যায় না। আচ্ছা ওর কি কোন বন্ধু বান্ধব নেই? কখনও পাব-টাবে আড্ডা দেওয়ার কথাও তো শুনি না। নাকি আছে? হয়তো আমার জানা নেই। কিন্তু অফিস আওয়ারের বাইরে খুব কম সময়ই ও বাইরে কাটায়। ও কি আমার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়েছে?

পর্ক চপ আর অমলেট দিয়ে ডিনারটা বেশ জমলো। একটা ছুতো খুঁজছিলাম কীভাবে ডক্টর ন্যাশের প্রসঙ্গটা তোলা যায়। একটু অস্বস্তি হচ্ছিল । তবুও কথাটা তোলার জন্য একটা ভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে তুললাম।

"আচ্ছা বেন," খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, "আমরা কখনও বেবি নেইনি কেন?"

"আসলে দু'জনের কখনোই সেভাবে সময় হয়নি," সে স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিল, "তোমার অসুস্থতার পর সেটা নেওয়া সম্ভব ছিল না।"

আমার বেশ বিরক্ত লাগল। সত্যগুলো সে কতদিন গোপন করে রাখবে আর?

"তুমি কখনও বাবা হতে চাওনি?"

"ক্রিস্টিন," নরম স্বরে বলল, "এসব নিয়ে এখন কথা না বললে হয় না?"

কিছুক্ষণ নীরবে চামচ দিয়ে অমলেট খোঁচালাম, "আজ বিকেলে আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল আমার একটা বেবি ছিল। কেন ঠিক জানি না ... এটা কি সত্যি?"

কিছুক্ষণের অসহ্যকর নীরবতা। ওর উত্তরের উপর এখন অনেক কিছু নির্ভর করছে। সে অস্বস্তি নিয়ে বলে উঠল, "হ্যাঁ ক্রিস্টিন। আমাদের একটা ছেলে ছিল।"

"আমাকে বলোনি কেন এতোদিন?," শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

"তুমি খুব আপসেট হয়ে যাও ... আসলে ও বেঁচে নেই।"

BanglaBook.org

"জানি আমি," নির্লিপ্ত স্বরে বললাম।

"কীভাবে?," অবাক হলো সে।

"কেন যেন মনে হচ্ছিল আমাদের ছেলেটা বেঁচে নেই।"

"ক্রিস্টিন ...," হাত থেকে চামচ নামিয়ে সে হাত ধরল আমার, "আমি দুঃখিত।"

সে অ্যাডামের বিষয়ে কথা বলা শুরু করল। কীভাবে ওর মৃত্যু হয়েছে সেটাও বলল। এটা অস্বাভাবিক শূন্যতা গ্রাস করে ফেলল আমাকে। এতোটা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলাম আমি? মা হবার পরও মাতৃত্বের, আমার একমাত্র ছেলের কোন স্মৃতিই বেঁচে নেই আমার মাঝে?

"বেন," বললাম, "তুমি কিছু মনে না করলে আমি ওর কবরটা দেখতে চাই।"

"ক্রিস্টিন প্লিজ ..."

"আমি দেখতে চাই," জেদ নিয়ে বললাম। আমার মন থেকে কেন যেন মানতে ইচ্ছে করছিল না যে আমার ছেলে বেঁচে নেই, "তুমি কি নিয়ে যাবে আমাকে?"

অ্যাডামের মৃত্যুর বিস্তারিত বর্ণনাও আমার কোন স্মৃতি ট্রিগারড করল না। কেন করলনা? তখন নিশ্চয় খুব বাজে একটা সময় গিয়েছে আমাদের। ওর শেষকৃত্য, কফিন কবরে নামানো - আমার কিছুই মনে নেই। প্রমাণ সরূপ আমাকে ওর কবরটা দেখতেই হবে, নইলে আমি সারাজীবন বিশ্বাস করে যাব যে আমার ছেলে বেঁচে আছে।

"ক্রিস্টিন আমি ঠিক শিওর না ..."

"বেন প্লিজ," অনুনয় করলাম আমি।

"আচ্ছা ... ঠিক আছে। এই উইকএন্ডেই তোমাকে নিয়ে যাব। প্রমিজ।"

বাকি ডিনারটুকু নিঃশব্দে শেষ করলাম দু'জন। বেন তেমন কোন কথাই বলল না। কথাটা এভাবে তোলাতে কি সে আপসেট? প্লেটগুলো নিয়ে আমরা কিচেনে গেলাম ধুয়ে মুছে রাখার জন্য। আমি ধুচ্ছিলাম, বেন সেগুলো মুছে তুলে রাখছিল। ওকে বেশ গম্ভীর মনে হচ্ছে। এখন ডায়েরীর প্রসঙ্গটা তোলা কি ঠিক হবে?

খুব সম্ভবত একটু বেশিই চিন্তা করছিলাম আমি। বেনের হাতে একটা প্লেট তুলে দেওয়ার সময় হঠাৎ সেটা ফসকে গেল। শূন্য থেকে সেটা ক্যাচ ধরার

BanglaBook.org

একটু চেষ্টা করল বেন। কিন্তু পারলনা। হাত ফসকে ভেঙে গেল সেটা। বিচ্ছিরি ভাবে হাত গেল বেনের। ও আর্তনাদ করে উঠল।

"ধুর বাল!"

"বেন আমি সরি ..."

"ইটস ওকে ক্রিস্টিন!"

"আমি একেবারেই খেয়াল করিনি," কি করব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমি। একটা পেপার টাওয়াল এনে চেপে ধরলাম ওর হাতে। মুহূর্তেই রক্তে জবজবে হয়ে গেল সেটা।

"ডক্টর ডাকবো বেন?"

"দরকার নেই। বাথরুমে মেডিসিন আছে। আমি হাতটা ব্যান্ডেজ করে আসছি।"

বেন বাথরুমের দিকে ছুটে গেল। আর তখনই ফোন বেজে উঠল আমার। এখন ফোনটা ধরা ঠিক হবে নাকি ঠিক ভেবে পেলাম না। আগে পিছে না ভেবেই ধরে ফেললাম কলটা।

"ক্রিস্টিন, আমি ন্যাশ বলছি," ওনার কন্ঠস্বরে উদ্বেগ, "আপনি কি বেনকে সবকিছু বলেছেন?"

"এখনও না। কি হয়েছে?"

"আপনার আগের হাসপাতাল থেকে নিকোল ফোন করেছিল। মনে আছে একজন নার্সের কথা যে বলছিলাম তখন?"

"হ্যাঁ।"

"সে আমাকে একটা নাম্বার দিয়ে বলেছে আপনার বান্ধবী ক্ল্যারি আপনার খোঁজে সেখানে ফোন করেছিল।"

"রিসেন্টলি?," চমকে গেলাম।

"না, আপনি যখন হাসপাতাল ছেড়ে বেনের সাথে থাকা শুরু করেন এর কিছুদিন পরই সে সেখানে ফোন করেছিল আপনার কন্টাক্ট নাম্বারের জন্য। সেখান থেকে ওকে বেনের নাম্বার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই নাম্বারে আপনাকে পাওয়া যায়নি। পরে সে আপনাদের ঠিকানা চেয়েছিল। কিন্তু ওদের কিছু ফর্মালিটিসের কারণে ঠিকানা'টা দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই ক্ল্যারি ওর নাম্বার দিয়ে রেখেছিল হসপিটালে। যদি কখনও আপনি অথবা বেন সেখানে যোগাযোগ করেন তাহলে যাতে ওর নাম্বার'টা আপনাদের দেওয়া হয়।"

BanglaBook.org

"নাম্বারটা আমাকে ডাকে পাঠালেও তো পারতো!," অবাক হলাম আমি।

"ওরা বলেছে সেটা আপনাকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। বেন কি আপনাকে ক্ল্যারির নাম্বারটা দিয়েছে?"

"না," বললাম আমি। বেন প্রতিদিন সকালে মেইলবক্স থেকে চিঠিপত্র বের করে। কিন্তু এই বিষয়ে সে কখনোই কিছু বলেনি আমাকে।

"আরেকটা ব্যাপার ক্রিস্টিন," বললেন তিনি, "নাম্বারটা লোকাল। ইন্টারন্যাশনাল না।"

"ও ফিরে এসেছে?"

"নিকোলের ভাষ্যমতে ওর সাথে ক্ল্যারির প্রায়ই যোগাযোগ হতো। ক্ল্যারি প্রায় প্রতিদিনিই আপনাকে দেখতে যেতো। সে বলেছে ক্ল্যারি নাকি কখনোই বাইরে যায়নি। ও দেশেই ছিল।"

বেন এমন কেন করেছে আমার সাথে? এর কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে ওর কাছে!

"আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা ক্রিস্টিন," ন্যাশের কণ্ঠ আরও বেশি গম্ভীর শোনাল, "আপনি বেনের সাথে আবার থাকতে শুরু করেছেন শুনে নিকোল বেশ অবাক হয়েছে ... কারণ ওয়েরিং হাউজে যাবার এক বছরের মাথায় বেন আপনাকে ডিভোর্স দিয়েছিল।"

"কি!," আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল।

"হ্যাঁ। ও বলেছে এই ঘটনার সাথে ক্ল্যারির কোন একটা সম্পর্ক আছে। ওর সাথে যেন আপনি অবশ্যই কথা বলেন ... ক্রিস্টিন, আপনার আশে পাশে কোথাও কলম আছে? নাম্বারটা নোট করে নিন।"

বাথরুম থেকে কোন আওয়াজ আসছে না। বেন যে কোন মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারে। লিভিং রুমের সোফার উপর একটা কলম পাওয়া গেল। সাথে স্ক্র্যাপবুকটা। সেখান থেকে একটা পৃষ্ঠা ছিড়ে আমি নাম্বারটা লিখে রাখলাম।

"বেন আপনাকে এসব কেন বলছে আমি বুঝতে পারছি না," ন্যাশ বললেন, "এতোদিন ভেবেছি সে আপনাকে প্রটেক্ট করছে। কিন্তু ক্ল্যারির কথা গোপন করা, আপনাদের ডিভোর্সের ব্যাপারে কিছু না বলা - এসব করে সে কি বোঝাতে চাইছে আমি বুঝতে পারছি না। আপনি যতদ্রুত সম্ভব ক্ল্যারির সাথে যোগাযোগ করুন। প্লিজ। এখন রাখি। কাল আবার কল করব আপনাকে।"

BanglaBook.org

ন্যাশ ফোন কেটে দিলেন। আমি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। এর ঠিক দু' মিনিট পর বেন বেরিয়ে এলো। আমি ওকে ক্ল্যারির কথা জিজ্ঞেস করার কথা ভেবেছিলাম একটা মুহূর্তের জন্য। কিন্তু একটা ডাহা মিথ্যা কথা শুনতে ইচ্ছে করছিল না।

আমাকে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেন ভ্রু কুঁচকে বলল, "তুমি ঠিক আছো?"

"হ্যাঁ," নির্লিপ্ত স্বরে বললাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বুধবার, নভেম্বরের একুশ তারিখ।

পুরোটা সকাল ধরে ডায়েরীটা পড়েছি আজকে। আজ সবকিছু বিশ্বাস করে নিতে একটু বেশিই কষ্ট হচ্ছিল । ট্র্যাশ বাস্কেটটা ঘেটে সেখানে ডিমের খোসা পেয়েছি, ফ্রিজে দুটো আধখাওয়া পর্ক চপও ছিল। সত্যি কথা বলতে গতকালের লেখাটা পড়ার সময় পুরোপুরি অবিশ্বাস্য লাগছিল আমার কাছে। অবচেতন মনেই ঘরজুড়ে প্রমাণ খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আমি। প্রতিদিন আমার জীবন একবার করে আকৃতি পাল্টাচ্ছে। এখন আমি আমার ছেলের কথা জানি, ক্ল্যারি যে কখনও দেশের বাইরে যায়নি সেটাও জানি। এটাও জানি যে বেন আমাকে ক্রমাগত মিথ্যা বলে যাচ্ছে। বানোয়াট একটা অতীতের গল্প জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইছে আমাকে, সে আমাকে ওয়েরিং হাউজে ফেলে পালিয়েছিল। আমাকে ডিভোর্স দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও, সবকিছু যেন স্পর্শের বাইরে। ছায়ার মতন। আমি দেখতে পারছি, অনুভব করতে পারছি। কিন্তু বাস্তব আমার হাতের মুঠোয় এসে ধরা দিচ্ছে না। যতটুকু ধরতে পেরেছি ততোটুকুও যেন শুকনো বালির মতন হাত গলে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ক্ল্যারির নাম্বার লেখা চিরকুটটা ডায়েরীর ভাজে খুঁজে পেয়েছি। ফোনটা হাতে নিয়ে বসে আছি অনেক্ষণ হয়েছে। কিন্তু নাম্বারটা ডায়াল করার সাহস পাচ্ছিনা। কিন্তু কেন? সত্যি বলতে আমার জানা নেই। ক্ল্যারিকে ফোন করতে কেন এতো অস্বস্তি হচ্ছে আমি সত্যিই জানি না।

একবার ভাবলাম ন্যাশকে ফোন করে বলি আমার হয়ে ক্ল্যারির সাথে কথা বলতে। কিন্তু পরক্ষণেই নাকচ করে দিলাম চিন্তাটা। আমি নিজেই ক্ল্যারির সাথে কথা বলতে চাই। ন্যাশের সেই কথাটা এখনও কানে বাজছে আমার। তিনি বলেছিলেন *এই ঘটনার সাথে ক্ল্যারির কোন একটা সম্পর্ক আছে*। কি হতে পারে সেই সম্পর্ক? আচ্ছা ... আমি ন্যাশকে ফোন দেওয়ার কথা কেন ভাবছি? তার প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ কাজ করছে আমার ভেতরে। আমি

BanglaBook.org

চাইলেও সেটাকে দূরে ঠেলে দিতে পারছি না। আমার কি সবকিছু খুলে বলা উচিত তাকে?

সবকিছু কেমন যেন জট পাকানো। তবে এতো জটের মাঝেও কিছু বিষয় আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। বহুবছর আগে যখন আমার হাজবেন্ডের সব থেকে বেশি প্রয়োজন ছিল তখন সে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আজ আবার অনেকগুলো বছর পর যখন একসাথে থাকা শুরু করেছি তখন সে আমাকে বলল আমার বেস্ট ফ্রেন্ড বিয়ে করে পৃথিবীর আরেকপ্রান্তে চলে গিয়েছে।

এ কারণেই কি ওকে কল করতে আমার এতো অস্বস্তি হচ্ছে? ক্ল্যারির সাথে কথা হলে কি এমন আরও কিছু জেনে ফেলব যা আমি কখনোই মেনে নিতে পারব না? এ কারণেই কি বেন ক্ল্যারিকে এতোদিন লুকিয়ে রেখেছিল? এ কারণেই কি আমার চিকিৎসার প্রতি বেনের এতো অনাগ্রহ? যদি আমি সবকিছু বুঝে ফেলি তাহলে কি বেনের জীবনে খুব খারাপ কোন প্রভাব পড়বে? বেনের সাথে কি ক্ল্যারির কোন সম্পর্ক আছে?

ভাবনাগুলো মাথাটাকে যেন ভারী করে দিল। বহুবছর আগে বলা ক্ল্যারির একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার। সে বলেছিল পুরুষ মানুষ যতোই প্রেম, আদর, কেয়ার দেখাক না কেন - দিন শেষে সব ওই সেক্সের ধান্দাতেই থাকে। এমন কি হতে পারে না যে আমি যখন নরকের আগুনে পুড়ছিলাম তখন বেন আর ক্ল্যারি দু'জনের মধ্যে স্বর্গ খুঁজে পেয়েছিল?

সবকিছু কেমন যেন থমকে গেল। এতোগুলো প্রশ্নের জবাব পাওয়া কি আদৌ সম্ভব? ডক্টর ন্যাশ বলেছিলেন আমার মাঝে খুব বাজে ভাবে প্যারানয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। সেটা কি আমার ফেরত এসেছে? এসব ভাবনার কী কোন ভিত্তি আছে? নাকি নিজের মনেই সবকিছু বানাচ্ছি আমি?

বেন প্রতিদিন কোথায় যায় আমি জানি না। ওর জীবন সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই। চিট করার জন্য আমার মতো আদর্শ জীবনসঙ্গিনী আর পাওয়া যাবে না। আমি যদি বেন আর ক্ল্যারিকে একসাথে বিছানাতেও দেখে ফেলি, তাহলে কিছুই হবে না। পরদিন আমি সব ভুলে যাব!

চোয়াল শক্ত করে আমি ফোনটা হাতে তুলে নিলাম, ডায়াল করলাম নম্বরটা। বন্ধ। সরাসরি ভয়েস মেইলে চলে গেল কলটা।

হাই। ইটস ক্ল্যারি। প্লিজ লিভ আ ম্যাসেজ।

BanglaBook.org

এক মুহূর্ত ভাবলাম। তারপরই বললাম, "ক্ল্যারি, আমি ক্রিস্টিন। যতদ্রুত সম্ভব আমাকে ফোন কর।"

আমি বেডরুমে ফিরে এলোম। অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই করার নেই আমার।

*

প্রায় দু'ঘন্টা পার হওয়ার পরও ক্ল্যারির ফোন পাওয়া গেল না। এর মাঝে আমি লাঞ্চ সেরে নিয়েছি। আর কিছু করার না পেয়ে টিভি দেখবো নাকি ভাবছিলাম। তখনই কলিংবেলের আওয়াজ পেলাম। ঘোলাটে কাঁচের ভেতর থেকে বাইরে একটা স্যুট পরা অবয়ব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু সেটা বেন না। ওর এখনও অফিস শেষ হয়নি। কে আসতে পারে এই অসময়ে?

দরজা খুলে চমকে গেলাম। বাইরে ডক্টর ন্যাশ দাঁড়িয়ে আছেন। আমার চমকে যাওয়ার অভিব্যক্তি দেখে ন্যাশও একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। তিনি উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইলেন, "ক্রিস্টিন? কোন সমস্যা?"

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। এই সময়ে আমি তাকে একদমই আশা করিনি।

"ক্রিস্টিন আমি ন্যাশ। এড ন্যাশ। চিনতে পারছেন?"

"হ্যাঁ," বললাম, "একটু চমকে গিয়েছিলাম। আসলে আমি জানতাম না যে আপনি আসছেন।"

"আপনি কি ডায়েরীটা পড়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি সেখানে কিছু লেখেননি?"

"কোন ব্যাপারে?"

"আমার আসার ব্যাপারে?"

এক সেকেন্ডের জন্য খেই হারিয়ে ফেললাম আমি, "মানে?"

"বেন কি বাড়িতে আছে?"

"না। ও অফিসে।"

"আমি কি ভেতরে আসতে পারি?"

"শিওর!," একটু বিব্রতবোধ করলাম আমি।

BanglaBook.org

বেন ভেতরে এলো। মনে হচ্ছিল কোথাও একটা কিছু ভুল হচ্ছে। এই সময়ে আমার বাড়িতে আসার কোন অর্থই খুঁজে পেলাম না আমি। আমি তাকে বসতে বলে কিচেন থেকে দু'কাপ কফি বানিয়ে আনলাম। ন্যাশ সেটায় চুমুক দিয়ে জানতে চাইলেন, "আমাকে আসতে বলেছিলেন আপনি। আপনি মনে হয় ভুলে গিয়েছেন।"

"মানে," চমকে উঠলাম, "কখন?"

"আজ সকালে। যখন আপনাকে ডায়েরী লেখার কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য ফোন করেছিলাম। তখন।"

মেরুদন্ড দিয়ে ভয়ে একটা স্রোত বেয়ে গেল, "মানে! আমি তো কিছুই মনে করতে পারছি না!"

"ইটস ওকে," নরম স্বরে বললেন, "আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এর মাঝে?"

"না ... মানে আসলে," কেমন দিশেহারা মনে হলো নিজেকে, "আমি একদমই মনে করতে পারছি না। কি বলেছিলাম আমি?"

"দেখুন, এতো ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা সবাই এসব ছোটখাটো জিনিস প্রায়ই ভুলে যাই।"

"কিন্তু তাই বলে একেবারেই মনে করতে পারব না?," বললা আমি, "আজ সকালের কথা মাত্র!"

"আপনি কিন্তু এমনিতেই অনেক কিছু মনে করতে পারছেন। এরকম দু' একবার হতেই পারে। হয়তো ব্রেইনের উপর বেশি প্রেশার যাচ্ছে। আপনি ফোনে আমাকে ক্ল্যারির সাথে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন ... আর বলেছিলেন যাতে বেনের সাথেও কথা বলি।

ন্যাশের দিকে তাকালাম আমি। সত্যি বলছেন নাকি বোঝার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না। আমি কেন তাকে বাড়িতে আসতে বলব? বেনের সাথে কথা বলার জন্য তাকে নিয়ে আসার তো কোন প্রশ্নই আসে না। তিনি কি মিথ্যা বলছেন কোন কারণে?

আমার মাথায় আরেকটা সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে গেল। এমন কি হতে পারে যে এসব রিসার্চ পেপার লেখার পুরো বিষয়টাই একটা ছুতো? তিনি আসলে আমার সাথে থাকবার জন্যই এতোদিন চিকিৎসা করেছেন আমার। এটা যদি সত্য হয় তাহলে আমি শতভাগ নিশ্চিত, তিনি মিথ্যা একটা অযুহাত দাঁড় করিয়েছেন আমার সাথে দেখা কবার জন্য।

BanglaBook.org

"সত্যি করে বলুন তো কেন এসেছেন?," কড়া সুরে জানতে চাইলাম, "আপনি কি ভেবেছেন বেনকে আপনার কথা বলার পর আপনার সাথে আমার আর দেখা হবে না কখনও?"

"না!," জোর দিয়ে বললেন তিনি, "আপনি আমাকে বলেছিলেন বেনকে আপনি এখনো আমার কথা বলতে চান না। ক্ল্যারির সাথে কথা বলার পরই আপনি এই বিষয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।"

বেন আর ক্ল্যারি বিষয়ক ভাবনাগুলো আমার মাথায় আবার ফেরত এলো। প্রচণ্ড রাগ নিয়ে বললাম, "বেন আর ক্ল্যারির মাঝে গোপন একটা সম্পর্ক আছে।"

"এসব কী বলছেন আপনি?"

"আমি ঠিকই বলছি। ওরা ভেবেছে আমি একটা স্টুপিড। কিছুই বুঝব না। কিন্তু আমি সবই বুঝতে পেরেছি।"

"ক্রিস্টিন," আমার পাশে এসে বসলেন তিনি, "আপনার চিন্তা ভাবনা এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। বেন এমন কখনোই করতে পারে না। সে আপনাকে ভালোবাসে। তার সাথে যখন প্রথম ফোনে কথা হয় সত্য কথাটাই বলেছিলেন আমাকে। বলেছিলেন আপনাকে একবার হারিয়েছেন তিনি। আর হারাতে চান না। কোন ট্রিটমেন্টই সুফল বয়ে আনেনি আপনার জন্য ... আসলে তিনি আপনাকে ভালো রাখতে চান। আর কিছুই না। তিনি হয়তো কিছু বিষয় লুকাচ্ছেন, কিন্তু সেটা আপনাকে প্রটেক্ট করার জন্যই।"

"আমি বিশ্বাস করিনা। সে আমাকে ফেলে পালিয়েছিল!"

"এটা ভুলও হতে পারে। সে যদি আপনাকে ডিভোর্সই দিয়ে থাকে তাহলে বাড়িতে আবার ফিরিয়ে আনারও তো কোন কারণ নেই!"

"আপনি আগে থেকেই জানতেন যে বেন আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাই না?"

"অসম্ভব!," চড়া সুরে বললেন, "আমি ঘটনাটা জানতামই না!"

"আপনি একটা মিথ্যুক!," আমি চিৎকার করে উঠলাম, "এর আগেও আপনি আমার কাছে সত্য গোপন করেছেন। অ্যাডামের বিষয়ে কিছুই বলেননি আমাকে।"

"ক্রিস্টিন প্লিজ!," অনুনয় করলেন তিনি, "আমি যখন বুঝতে পেরেছিলাম যে বেন এই বিষয়ে কিছু বলছে না ... তখন মনে হয়েছিল এই ব্যাপারে কথা বলার কোন অধিকার নেই আমার। জিনিসটা আনএথিকাল হয়ে দাঁড়ায় ..."

BanglaBook.org

"আনএথিকাল!," প্রচণ্ড রাগে হেসে ফেললাম আমি, "আমার ছেলেকে লুকিয়ে রাখা কোন এথিকসে পড়ে বলুন তো?"

"দেখুন। এটা একান্তই আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর তাছাড়া এই বিষয়ে আমাদের আগেও কথা হয়েছে ক্রিস্টিন। আমি ভেবেছিলাম আপনি অ্যাডামের কথা জানেন। একটা ডায়েরীও দিয়েছিলাম আপনাকে। আমি চাইছিলাম আপনি নিজেই যাতে সব সত্য খুঁজে বের করতে পারেন ..."

"ও তাই!?," চরম ব্যঙ্গ করে বললাম, "আমার হোটেলের সেই ঘটনাটা? সেটা কেন আগে বলেননি?"

"ক্রিস্টিন," আমাকে থামাতে চাইলেন তিনি, "আপনার চিন্তা ভাবনা এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। আমি একটু শান্ত হয়ে বসুন। প্লিজ। আপনিই আমাকে বলেছিলেন যে বেন আপনাকে একটা দুর্ঘটনার কথা জানিয়েছে। আমি ভেবেছিলাম আপনি বিষয়টা জানেন ... আর যখন ডায়েরী পড়ে জানলাম বেন গাড়ি একসিডেন্টের কথা বলেছে তখন আমি আসলেই সেটা চেপে গিয়েছিলাম। কারণ বেন আপনাকে সেই ট্রমা থেকে প্রটেক্ট করতে চাইছিল ..."

প্রচণ্ড রাগে চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এলো, "আপনি আমার সামনে থেকে সরুন। বের হয়ে যান!"

"আমি দুঃখিত ক্রিস্টিন ..."

"প্লিজ!," চিৎকার করে উঠলাম, "বের হয়ে যান!"

ন্যাশ নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। আমি চুপচাপ বসে থাকলাম অনেকটা সময়। কতক্ষণ সেটা বলতে পারব না। তবে অনেকটা সময়। আমি উপরে উঠলাম। ওয়াশরুমে গিয়ে মুখে পানির ঝাপটা দিলাম। আয়নার পাশের ছবিগুলোর নিয়মিত যত্ন নেয় বেন। না নিয়েও উপায় নেই। এই ছবিগুলোই আমার অতীতের একমাত্র প্রমাণ।

বেন আমাকে প্রটেক্ট করছে - এই বাক্যটা প্রতিবার আমার ভেতরটাকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। কতটুকু দুঃসহ অতীত থাকলে কারও হাজবেন্ড এমনটা করতে পারে? কতোটা ভয়াবহ সেই সত্য? সবকিছু মেনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকাটাই কি আমার জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে? বিশ্বাস করার মতন কেউ নেই আমার। ন্যাশ, বেন - কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। কিন্তু আমি সত্যটা জানতে চাই!

BanglaBook.org

সেই মেটাল বক্সটা আগের ড্রয়ারটাতেই পাওয়া গেল। কম্বলের নিচে লুকানো। ডায়েরীর ভাষ্যমতে সেদিন চাবিটা খুঁজে পাইনি আমি। আজ কি কোনভাবে সেটা পাওয়া সম্ভব? পুরো অফিসটা তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কোথাও কোন চাবির অস্তিত্বও নেই। বেডরুমে ফিরে এলোম। বেডসাইড টেবিলের উপরের ড্রয়ারটা খুলতেই সেটা চোখে পড়ল।

এটা ছোট্ট চাবি!

আমার কপাল ভালো। বাক্সটা খুললো। অ্যাডামের অনেকগুলো ছবি খুঁজে পেলাম। অবিকল আমার মতো হাসি। আমার পুরো শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। অ্যাডামের বার্থ সার্টিফিকেটও পাওয়া গেল। সাথে আমার আর বেনের কিছু ছবি। একটা সেই পার্লামেন্ট হিলে। দু'জন খুবই অকওয়ার্ড ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছি। দেখে মনে হচ্ছে ছবিটা জোর করে তোলা। আমাদের বিয়েরও একটা ছবি পাওয়া গেল। চার্চের সামনে তোলা সেটা। খুশিতে সবগুলো দাঁত বেরিয়ে আছে আমার। পুরো শরীর বেয়ে কেমন একটা প্রশান্তির পরশ অনুভব করলাম। যাক! বিয়ের একটা ছবি অন্তত পাওয়া গিয়েছে!

বক্সের একদম তলায় একটা পুরনো পেপার কাটিং পাওয়া গেল। কিরো নামটা দেখেই চমকে উঠলাম।

হেলামান্ড অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্যের মৃত্যু।

খবরটা পুরোটা পড়তে পারলাম না। মানসিক শক্তি পেলাম না সেটা শেষ করার। নিজের ছেলের মৃত্যুসংবাদ পত্রিকায় পড়তে হবে সে কথা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম আমি? আশার শেষ প্রদীপটাও নিভে গেল। আমার অ্যাডাম আর বেঁচে নেই। কাটিংটায় পরিষ্কার করে লেখা, নিজের স্যাটেলিয়ানকে বাঁচাতে গিয়ে বোমার আঘাতে নিহত হয়েছে ১৯ বছর বয়স্ক বৃটিশ সৈন্য অ্যাডাম হুইলার।

তীব্র কষ্ট আমার চোখে পানি এনে দিল। তার মানে বেন মিথ্যা বলেনি। ওকে আসলেই বিশ্বাস করা উচিত ছিল আমার। এখনো সময় আছে। ওকে অবিশ্বাস করেই বরং আমি আরও সময় নষ্ট করেছি। বিনিময়ে কি পেয়েছি? দুঃসহ এক অতীতের গল্প। সেই গল্প জানতে চাওয়া একটা বড় ভুল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। একটা সুন্দর দিন উপহার দিতে বেন আমার জন্য অনেককিছু করেছে। সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে ওর ভালোবাসাটুকু অনুভব করলাম আমি।

BanglaBook.org

বেডরুমে গিয়ে ফোনটা বের করে কোন রকমের অস্বস্তি ছাড়াই ক্ল্যারির নাম্বারটা ডায়াল করলাম।

দু'বার রিং হতেই ক্ল্যারি ফোন রিসিভ করল।

"হ্যালো?"

আমার পুরো শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। এই কণ্ঠস্বর আমার অনেক আপন। অনেক পরিচিত। সেই ফায়ারওয়ার্কস। সেই উদ্দাম পার্টি। লালচুলের সেই মেয়েটার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল।

"আমি ক্রিস্টিন, ক্ল্যারি। কেমন আছিস?"

দুই সেকেন্ডের নীরবতা অপর পাশে। তারপর বলল, "ও মাই গড। তুই সত্যিই ক্রিস্টিন বলছিস? সত্যিই?"

"হ্যাঁ ..."

"আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না ক্রিসি! তুই কেমন আছিস? কোথায় থাকিস এখন তুই?"

"এখন নিজের বাড়িতেই থাকি আমি." হেসে উত্তর দিলাম। মনে হচ্ছিল অনেক দিন পর কাছের কোন মানুষের সাথে কথা হচ্ছে আমার।

"বাড়িতে?"

"হ্যাঁ, বেনের সাথে," বললাম, "তুই আমার ম্যাসেজ পাসনি?"

"পেয়েছি। কিন্তু তোকে কল ব্যাক করব কীভাবে ছাগল কোথাকার। এটা ল্যান্ডলাইন ... তুই নাম্বার দিয়ে রাখিস নি কেন?"

"আমি জানতাম না। আসলে বুঝতে পারিনি ..."

"ইটস ওকে," সে নরম স্বরে বলল, "তুই কোথায় থাকিস এখন?"

"আমি আসলে ঠিক শিওর না," বললাম আমি। সে আমার ঠিকানা জানে না। তার মানে কি বেনের সাথে ওর কোন যোগাযোগ নেই? নাকি যেন সন্দেহ না করি সেজন্য ঠিকানা জানতে চাইছে আমার, "খুব সম্ভবত ক্রাউচ এন্ডে।"

"তুই কি এখন সুস্থ?"

"না," হেসে ফেললাম, "একদমই না। আমি এখনও কিছুই মনে করতে পারি না। আমার মাথাটা একটা কোকেইনের ডিব্বা হয়ে গিয়েছে। সেখানে শুধু ঘোর আর ঘোর। মাঝেমধ্যে মনে হয় কোন নেশা না করেই আমি হাই হয়ে

BanglaBook.org

থাকি। তবে আশার কথা হচ্ছে আগের থেকে অবস্থা অনেকখানি ভালো। প্রায় অনেক কিছুই মনে করতে পারি আমি।"

ওপাশ থেকে হাসির আওয়াজ ভেসে এলো। আমিও হেসে ফেললাম। অনেক দিন পর এভাবে মন খুলে হাসলাম।

"বেন কোথায়? অনেক দিন কথা হয় না ওর সাথে।"

"বেন অফিসে। আসলে একটা ঝামেলা ... আচ্ছা, কতোদিন কথা হয় না তোদের?"

"বছরখানেক তো হবেই," বলল সে, "কিসের ঝামেলা?"

ভেতরে কথাগুলো ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছিলাম না আমি, "আমি তোর সাথে দেখা করতে চাই।"

"কবে? শুধু বল! তোর বাড়িতে আসতে হবে?"

"না। বাইরে কোথাও।"

"আচ্ছা," বলল সে, "কবে দেখা করতে চাস?"

"শুক্রবার?," জানতে চাইলাম।

"পারব," ক্ল্যারি উত্তর দিল, "তুই ফোন দেওয়ার পর আমি বেনের নাম্বারে ফোন করেছিলাম। ও ধরেনি। তুই পারলে ওকেও সাথে নিয়ে আসিস।"

"না," আতংকের একটা স্রোত বয়ে গেল ভেতরে, "তোর সাথে আমার কথা হয়েছে এই কথা যাতে বেন না জানে।"

"ক্রিসি!," বলে উঠল সে, "কি হয়েছে?"

"আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না তোকে ..."

"চেষ্টা করে দেখ!"

"... বেন আমার কাছ থেকে অনেক কিছু গোপন করেছে। ও আমাকে প্রটেক্ট করতে চাচ্ছে। ও চায় আমি যাতে আমার অতীতের কিছুই না জানি। কিন্তু আমি জানতে চাই। ক্ল্যারি ... প্লিজ, তুই আমাকে বল ... আমি ব্রাইটনে কি করছিলাম সেদিন?"

"তুই কি সত্যিই জানতে চাস?"

"হ্যাঁ," জোর দিয়ে বললাম।

"তাহলে শুক্রবার এগারোটায় আলেকজান্দ্রা প্লেসে আয়। তোর ওখান থেকে খুবই কাছে জায়গাটা।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে," তারপর হঠাৎ করেই বিষয়টা মনে পড়ল আমার, "তুই কি দেশের বাইরে গিয়েছিলি?"

"হ্যাঁ," বলল সে, "বার্সেলোনায়। তাও অনেক বছর আগে। কেন?"

আরেকটা মিথ্যা। কিন্তু কেন?

"দেখা হলে বলব। এখন রাখি।"

"ভালো থাকিস ক্রিসি!"

*

বেন কিছুক্ষণ আগে কাজ থেকে ফিরেছে। লিভিংরুমে গা এলিয়ে বসে পত্রিকা পড়ছে এখন। আমি সরাসারি ওর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ক্ল্যারির সাথে তোমার কথা হয়?"

বেন একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, "মানে? ও তো দেশেই নেই!"

"তাই?," মুখ বাকিয়ে জানতে চাইলাম।

"খুব সম্ভবত নিউজিল্যান্ড। অনেক দিন আগের কথা ঠিক মনে নেই।"

"তুমি শিওর?," বললাম, "আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ও বার্সেলোনায় গিয়েছিল।"

সে ভ্রুঁ কুঁচকে আমার দিকে তাকালো, "কে বলেছে তোমাকে?"

"আমার মনে পড়েছে। কেউ বলেনি।"

"এসব তোমার কল্পনা। ও নিউজিল্যান্ড নাহলে অস্ট্রেলিয়াতে শিফট করেছিল। ওর কথা তো আমি ভুলেই গিয়েছিলাম!"

কয়েকটা সেকেন্ড একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর বললাম, "বেন। ওর সাথে আমার কথা হয়েছে আজকে।"

"মানে! কখন?"

"ও ফোন করেছিল আমাকে।"

"এটা কীভাবে সম্ভব!," পিলে চমকে গেল ওর, "কখন ফোন করেছিল? নম্বর পেয়েছে কোথায়?"

"আজ দুপুরে। বলেছে তুমিই ওকে আমার নম্বর দিয়েছো," মিথ্যা বললাম ওকে।

"অসম্ভব!," সে রেগে গেল, "এটা হতেই পারে না। তুমি শিওর ওটা ক্ল্যারিই ছিল? প্র্যাংক কলও তো হতে পারে। তোমার কেসটা কিন্তু ডক্টরদের

BanglaBook.org

মধ্যে খুব ফেমাস। রিপোর্টার, ডক্টররা প্রায়ই তোমার সাথে কথা বলতে চায়। ওদের কেউই এই কাজটা করেছে তোমার সাথে। আমি নিশ্চিত!"

"বেন," আমি বললাম, "ও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। আমি ওর গলার আওয়াজ চিনি ... ও বলেছে তোমাদের মাঝেমধ্যেই কথা হয়। কয়েক বছর ধরে তোমাদের মধ্যে ভালোই যোগযোগ হচ্ছে," আবার মিথ্যা বললাম ওকে।

সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, "হ্যাঁ প্রতি দু'তিন মাসে একবার করে কথা হয় ওর সাথে। তুমি কেমন আছো না আছো এসব খবর জানতে ফোন করে ও।"

"তুমি আগে বলোনি কেন এই কথা?," চিৎকার করে বললাম, "কে তোমাকে এই অধিকার দিয়েছে বেন? কোনটা আমি মেনে নিতে পারব আর কোনটা পারব না সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? একের পর এক মিথ্যা বলেই যাচ্ছো তুমি!"

"ক্রিস্টিন ..."

"চুপ করো তুমি মিথ্যুক!"

হঠাৎ রেগে গেল সে, "তুমি জানো কেন মিথ্যা বলি তোমাকে? কোন ধারণা আছে তোমার? তুমি একটা বই লিখেছিলে সে কথা আমি কোনদিন তোমাকে বলিনা কারণ আমি জানি আরেকটা বই লেখার জন্য তুমি কতোটা কষ্ট করছিলে। ক্ল্যারির কথা তোমার কাছে গোপন রাখি কারণ তুমি যখন হসপিটালে পশুর মতো দিন কাটাচ্ছিলে, পনেরো মিনিটের বেশি কিছুই মনে রাখতে পারতে না তখন সে তোমাকে পচে মরার জন্য সেখানে ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল। কেউ ছিল না তোমার পাশে ক্রিস্টিন। কেউ না। শুধু আমি ছিলাম। প্রতিটা দিন, প্রতিটা রাত আমি শুধু একটাই প্রার্থনা করেছি। ইশ্বর যাতে তোমাকে ভালো করে দেন।"

তুমি আমার মিথ্যা বলছ বেন। ক্ল্যারি আমাকে প্রতিদিন দেখতে আসতো।

"তুমিও আমার পাশে ছিলেনা," নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললাম, "ক্ল্যারি বলেছে তুমি আমাকে ডিভোর্স দিয়েছিলে।"

সে এক পা পিছিয়ে নিজের হাতের তালুতে ঘুষি মারলো একটা। চোয়াল শক্ত করে বলল, "কুত্তার বাচ্চা!"

"সত্যি করে বলো - তুমি ডিভোর্স দিয়েছিলে আমাকে?"

মাথা নিচু করে চুপ করে থাকল বেন। কোন কথা বলল না সে।

BanglaBook.org

"উত্তর দিচ্ছ না কেন!," চিৎকার করে বললাম।

সে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। নিচু স্বরে বলল, "আমরা সেপারেটেড ছিলাম ক্রিস্টিন। আমি কখনোই ডিভোর্স দিইনি তোমাকে। প্রতিদিন তোমাকে দেখতে যেতাম আমি। একটা পর্যায়ে ডক্টররা বললেন যত কম দেখা করব ততোই তোমার জন্য মঙ্গল। আমি যতোবার তোমাকে তোমার অতীতের কথা শোনাতাম, তুমি কষ্ট পেতে। আমাকে কিছু বলতেই নিষেধ করে দেওয়া হলো। তারপর একদিন হসপিটাল থেকে বলা হলো তোমার সাথে যাতে যোগাযোগ না করি। আমাকে দেখলেই নাকি তুমি ট্রমাটাইজড হয়ে যাও। দিনটা খারাপ যায় তোমার। আমি দেখতে না এলে আমার কথা তোমার মনেই পড়তো না। তোমার চিকিৎসা করতে সুবিধা হতো তাদের। বিশ্বাস করো, তোমার সুস্থতার জন্যই আমি এতোগুলো বছর দূরে ছিলাম। বুকটা ছিড়ে যেতো আমার তোমার কতা মনে পড়লে ... কিন্তু কিছুই করার ছিল না। শুধু প্রার্থনা করতাম, তুমি যাতে ভালো হয়ে যাও!

সে আমাকে জড়িয়ে ধরল, প্রবল ভালোবাসায়। আমি অনুভব করতে পারলাম সেই অনুভূতি। আমার জন্য এতোটা করার পর আমাকে ভালো রাখতেই সে সবকিছু লুকিয়ে রাখছে। ভাবছে এটাই আমার জন্য ভালো। কিন্তু আমি তো আসল সত্যটা জানতে চাই। ও থাকুক ওর ভাবনা নিয়ে। ও আমাকে ওর মতোই ভালোবাসুক। আমার জন্য জীবনে অনেক কিছু হারিয়েছে মানুষটা।

আমিও আবেগ নিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। বললাম, "তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"

BanglaBook.org

বৃহস্পতিবার, নভেম্বরের বাইশ তারিখ।

আজ সকালে ঘুম ভেঙে পুরোপুরি অপরিচিত একটা মানুষকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখালাম। সে সুন্দর একটা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। যেন অপেক্ষা করছিল আমি কখন জেগে উঠবো।

আমি ভয় পেলাম না। যদিও আমি জানতাম না সে কে। তবুও কেন জানি সবকিছু স্বাভাবিক মনে হলো। ভেতর থেকে কে যেন বলছিল সব ঠিক আছে। ভয়ের কিছু নেই।

"তুমি কে?," আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আমি এখানে কি করছি?"

সে হাসল। সময় নিয়ে সবকিছু বোঝালো আমাকে। বাথরুমের আয়নার নিজের প্রতিচ্ছবি'টা খুব পরিচিত মনে হলো। মনে হলো পুরনো কোন আত্মীয়ের সাথে অনেক দিন পর দেখা হয়েছে। বেন আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে কাজে বের হলো। তারপর আমি আমার রুমে ফিরলাম। ক্লজেট থেকে শু বক্স'টা বের করে ডায়েরীটা হাতে নিলাম। কীভাবে যেন জানতাম যে বেন যাওয়া পরপরই জিনিসটা আমাকে বের করে নিতে হবে। মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।

মনের মধ্যে কেমন একটা বিশ্বাস জন্মালো যে এখন থেকে প্রতিদিনই এই ডায়েরীর বিষয়টা আমি মনে করে নিতে পারব। কখনও ভুল হবে না। মনের আরেকটা অংশ বলে উঠল, যতকিছুই হোক না কেন, আমি কখনোই সুস্থ হবোনা। আমার অতীতের কিছু ইতিহাস চিরকালের জন্য হারিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু একজন মানুষ আমাকে উত্তর দিতে পারে। ক্ল্যারি। যার সাথে আজ আমার দেখা করার কথা। ব্রাইটনে সেদিন কী হয়েছিল সেটা হয়তো একমাত্র ও-ই আমাকে বিস্তারিত বলতে পারবে। সামনে কী অপেক্ষা করছে আমি জানি না। একটু পর আমি ক্ল্যারির সাথে দেখা করতে বের হব।

BanglaBook.org

শুক্রবার, নভেম্বরের তেইশ তারিখ।

আমি বাড়িতে বসে লিখছি। নিজের রুমে। অবেশেষে এই বাড়িটাকে আমার নিজের বাড়ি বলে মনে হচ্ছে। পুরো ডায়েরীটা পড়ে শেষ করেছি। ক্ল্যারি'র সাথে দেখাও করেছি। ক্ল্যারি আমাকে প্রমিজ করেছে, সে আর আমার থেকে দূরে থাকবে না। বিছানার উপর একটা পুরনো খাম রাখা আছে। ভেতরে একটা চিঠি। সেটা শুধু একটা চিঠি না, একটা আর্টিফ্যাক্ট, একটা মন্ত্র। এমন একটা মন্ত্র যা আমার বিচ্ছিন্ন জীবনটাকে আর বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকতে দেবে না।

কিছুক্ষণ পরই বেন বাড়ি ফিরবে। ওকে দেখার জন্য আমি অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। আমি ওকে ভালোবাসি। এই সত্যটা খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারছি এখন। লেখাটা শেষ করে কথা বলব ওর সাথে। সরাসরি। যাতে সবকিছুর একটা ভালো উপসংহার টানতে পারি।

আলেকজান্দ্রা প্লেসটা আমার বাড়ি থেকে খুব একটা দূরে না। কাছেই। বাইরে চমৎকার রোদ। একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে সহজেই পৌঁছে গেলাম সেখানে। জায়গাটা চমৎকার। পাশেই একটা পার্ক। সেখানে বাচ্চারা খেলছে। দৃশ্যটা দেখতে খারাপ না।

আচ্ছা ক্ল্যারির বয়স এখন কতো? আমার সমবয়সীই ছিল মেয়েটা। হাসিখুশি। প্রাণবন্ত। কালো রঙটার প্রতি একটা আলাদা অবসেশন ছিল ওর। সবসময় কালো কিছু পরে থাকত। মারাত্মক ছবি আঁকত। জায়গাটা বেশ খালিই বলা চলে। একটা টেবিল পছন্দ করে বসে পড়লাম। ক্ল্যারি এখন দেখতে কেমন হতে পারে? ওকে কি আমি চিনতে পারব? আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। এখনো এগারোটা বাজেনি। আট মিনিট বাকি আছে। আচ্ছা আমি কি ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি? ও বলেছে বেনের সাথে নাকি বছর খানেক কোন যোগাযোগ নেই। আবার বেন বলেছে দু'মাসে একবার ওদের কথা হয় ... ডক্টর ন্যাশ বলেছেন আমার ডিভোর্সের ঘটনার সাথে ক্ল্যারির কোন একটা সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্কটা কী? আমি কাকে বিশ্বাস করব?

BanglaBook.org

"ক্রিসি!," প্রায় বিস্ফোরণের মতো নামটা ফাটলো কোথাও। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বাদামী চুলের সুন্দর একটা মেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল কিছু বুঝে ওঠার আগে, "ক্রিসি! তোর কোন ধারণাই নেই আমি কতোটা মিস করেছি তোকে ... আমি তোকে ভালোবাসি ক্রিসি!"

আমরা আলিঙ্গনমুক্ত হলাম। একটা প্রশান্তি অনুভব করতে পারলাম ভেতরে। সত্যিই এটা ক্ল্যারি। আমার বান্ধবী ক্ল্যারি। আমার কিছু একটা বলা উচিত। কিন্তু আবেগের আতিশায্যে কিছুই বলতে পারলাম না। অনেক কষ্টে বললাম, "কি খবর তোর?"

"চিনতে পেরেছিস আমাকে?"

"হ্যাঁ," হেসে বললাম, "ভেবেছিলাম তোকে হয়তো চিনতে পারব না। কিন্তু আমি পেরেছি। সত্যিই পেরেছি!"

"আমাকে না চিনে তুই যাবি কোথায়!?"

একটা চেয়ার টেনে বসল ক্ল্যারি। জ্যাকেটের পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগারেটে আগুন দিল সে। বলল, "তুই নিশ্চয় আর সিগারেটে ফেরত যাসনি?"

"না," উত্তর দিলাম।

"চমৎকার!"

"তুই কি বিয়ে করেছিস?"

সে হাসল, "না। ঠিক বিয়ে না। তবে করব ভাবছি। আমি বার্সেলোনায় গিয়েছিলাম মনে আছে? তখনই ওর সাথে আমার পরিচয়। তারপর থেকে দু'জন একসাথেই আছি। আমাদের একটা ছেলেও আছে। ওর নাম টোবি। রজার অবশ্য প্রায়ই বিয়ের কথা বলে ঘ্যান ঘ্যান করে," আবার হাসল মেয়েটা, "আমি পাত্তা দিই না। তুই তো জানিসই, বিয়ে আমার কাছে একটা বাহুল্য ছাড়া কিছুই।"

"তোর ছেলেটাকে সঙ্গে আনলেই পারতি!"

"ওর এডিএইচডি আছে। একদন্ড শান্ত হয়ে বসতে পারে না কোথাও।"

"এটা আবার কি?"

"এটা একটা মানসিক সমস্যা। এ্যাটেনশন ডিফিক্ট এ্যান্ড হাইপার এক্টিভিটি ডিজঅর্ডার। ওকে রিটালিন খাওয়াতে হয় প্রতিদিন। যদিও আমার একদমই ইচ্ছে করেনা।"

BanglaBook.org

"এই রোগের নাম আগে কখনও শুনিনি।"

"তোর শোনার কথাও না। এটা একটা অন্যরকম মানসিক রোগ। সাধারণত বাচ্চাদেরই বেশি হয়। যাদের হয় ওদের অফুরন্ত শক্তি এসে পড়ে শরীরে। ওরা ক্লান্ত হয় না। সারাক্ষণ অস্থির থাকে। ছটফট করে। কোথাও মনোযোগ দিতে ওদের খুবই সমস্যা হয়।"

"ও পড়াশোনা করছে কীভাবে তাহলে?"

"ওকে বাড়িতেই পড়াচ্ছি। স্কুলে ওকে ভর্তি নেবে না," খিলখিল করে হাসলে ক্ল্যারি, "ওকে সামলানো খুবই কষ্ট," একটু থামলো সে, "তোর অ্যাডামের কথা মনে পড়ে?"

"পড়ে," নিচু স্বরে বললাম, "তবে বেন চায় আমি যেন ওর কথা মনে না করি।"

"ওমা, কেন!"

"আমি আপসেট হয়ে যাই তাই। পুরো বাড়িতে কোথাও ওর কোন ছবি নেই ..."

"আপসেট হবারই কথা," একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে, "ছেলেটাতো আর তোদের কাছে নেই!"

খুব স্বাভাবিক ভাবেই কথাটা বলল সে। *আমাদের কাছে নেই*। যেন বাইরে কোথাও ঘুরতে গিয়েছে গার্লফ্রেন্ডের সাথে। রাতে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু আমি জানি এই কথাটার অর্থ। তাই আর কথা বাড়ালাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "অ্যাডামের ছবি আছে তোর কাছে?"

"অসংখ্য ছবি আছে," বলল সে, "কয়টা লাগবে তোর?"

"আমি ওকে অনেক মিস করি। বেন সব ছবি লুকিয়ে রেখেছে ওর। আচ্ছা, মা হিসেবে আমি কেমন ছিলাম? ও কি আমাকে পছন্দ করতো?"

"তুই অসাধারণ মা ছিলিরে," ক্ল্যারি বলল, "তোর প্রেগনেন্সির সময় অনেক প্রবলেম হয়েছিল। তোর মা হওয়ার চান্স ছিল খুবই কম। তারপরও তুই রিস্ক নিয়েছিলি। প্রেগনেন্সির প্রতিটা মুহূর্ত তুই উপভোগ করেছিলি। তোর ডেলিভারীর সময় আমি আর বেন দু'জনই ছিলাম সেখানে। তুই অসম্ভব সুখী ছিলি অ্যাডামকে পেয়ে," সিগারেটে লম্বা একটা টান দিল ও, "বেনও খুব ভালোবাসতো ওকে। কাজ শেষ করেই দৌড়ে বাসায় চলে আসতো তোদের দেখতে।"

BanglaBook.org

"অ্যাডাম কি আমাকে ভালোবাসতো?"

"অসম্ভব ন্যাওটা ছিল তোর," উত্তর দিল ক্ল্যারি, "সারাক্ষণ তোর পিছে পিছে পড়ে থাকতো!"

"ওর কোন কথাই আমি মনে করতে পারি না!"

"আচ্ছা ভালো কথা। তোর কতোটা উন্নতি হয়েছে? সবকিছু খুলে বল আমাকে।"

সবকিছু বললাম ওকে। ন্যাশের কথা। আমার ডায়েরীর কথা। আমার উন্নতির কথা। বেনের সত্য লুকিয়ে রাখার স্বভাব। সব।

"বেন এমন কেন করছে বুঝলাম না," মন্তব্য করল ও, "অবশ্য বেন আগে থেকেই এমন। অনেক বেশী প্রটেক্টিভ। ও হয়তো তোকে আর নতুন কোন কোন কষ্ট দিতে চায় না।"

"কিন্তু আমি সত্যটা জানতে চাই। ও কেন গোপন করছে সব?," বললাম আমি, "আমি ওকে বিশ্বাস করতে পারছি না একদমই!"

"ও তোকে ভালোবাসে ক্রিস্টিন। ওকে বিশ্বাস না করতে পাবার কোন কারণই নেই।"

"আর কেউ না জানুক ... তুই তো জানিস ঘটনাটা? আমি ব্রাইটনে কি করছিলাম সেদিন?"

"সত্যিই জানতে চাস তুই?"

"হ্যাঁ।"

কিছুক্ষণের নীরবতা। আরেকটা সিগারেট ধরালো ক্ল্যারি। আমি প্রশ্ন করলাম, "আমি পরকিয়া করছিলাম। তাই না?"

"হ্যাঁ," সরাসরি বলল ও, "তুই বেনকে চিট করছিলি।"

"সবকিছু খুলে বল আমাকে।"

"আচ্ছা," একটা গভীর শ্বাস টেনে নিলো ক্ল্যারি, "একদম শুরু থেকেই বলি তাহলে। আসলে সমস্যাটা শুরু অনেক আগে থেকে। অ্যাডাম জন্মাবার আগে থেকে। তোদের খুব বাজে সময় যাচ্ছিল তখন। অনেক চেষ্টা করেই তুই বেবি নিতে পারছিলিনা। একদম ভেঙে পড়েছিলি তুই। বেন আর আমি অনেক বুঝিয়ে তোকে ঠিক করতে পারছিলাম না। তুই লিখতেও পারছিলি না। এটা নিয়েও অনেক মানসিক যন্ত্রণাতে ছিলি। একটা পর্যায়ে তোর মনে হলো তুই আর কখনোই লিখতে পারবি না। তোর সেই ক্ষমতাটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

বেনের সাথে তোর প্রচুর ঝগড়া হতো তখন। সহজে কিছুই বোঝানো যেতো না তোকে। তারপর একটা পর্যায়ে তুই প্রেগনেন্ট হতে পারলি। আমরা সবাই খুশি ছিলাম। কিন্তু অ্যাডাম জন্মাবার পর তোদের সমস্যাটা আবার নতুন করে শুরু হলো। বেনের কাজের প্রেশার বেড়ে গেল। তোকে, অ্যাডামকে একেবারেই সময় দিতে পারছিল না ও। আবার ওদিকে তুই নতুন বইয়ের কাজ শুরু করেছিলি। সংসার, বাচ্চা, লেখালিখি - সব মিলিয়ে হিমসিম খাচ্ছিলি তুই। বেনের সাথে বিষয়টা নিয়ে বসা হলো অনেকবার। কোন সমাধান হলো না। বেন বলল একজন ন্যানী রেখে দিতে। কিন্তু সেরকম বিশ্বস্ত কাউকে খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি তখন ফ্রি-ই ছিলাম। বললাম সপ্তাহে তিনদিন আমিই অ্যাডামের দেখাশোনা করব।"

একটু থামলো সে। ওয়েটারকে ডেকে দু'কাপ কফি দিতে বলল, "তারপর?," প্রশ্ন করলাম আমি।

"সবাই মিলেমিশে অ্যাডামের দেখাশোনা করছিলাম। তুই বাসায় একদমই লেখালেখি করতে পারছিলি না। আমি তোকে একটা ক্যাফের নাম বলেছিলাম তখন। জায়গাটা খুব শান্ত। লেখালেখির জন্য একটা আদর্শ জায়গা ছিল সেটা। সেখানে যাওয়ার পর তোর মানসিক অবস্থার একটু উন্নতি হলো। কিন্তু বেনের সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছিল না তোর। তোর সাজগোজে পরিবর্তন আসল, ড্রেস আপেও। আমি যদিও সেটাকে প্রথমে পজিটিভলিই নিয়েছিলাম। কিন্তু পরে বুঝলাম কোথাও একটা ঘাপলা আছে। একরাতে বেন আমাকে ফোন করে বলল তুই পাগলের মতো ঝগড়া করছিস ইদানীং। তোকে থামানোই যাচ্ছে না। আমরা আসলে তোর সমস্যাটা বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু পরে বুঝলাম ..."

"আমি নতুন কাউকে খুঁজে পেয়েছিলাম" নির্লিপ্ত সুরে ক্ল্যারির কথাটা শেষ করলাম আমি।

"হ্যাঁ," ক্ল্যারি বলল, "তোকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি। তুই সরাসরি না করে দিয়েছিলি প্রথমে। কিন্তু আমি তো আর স্টুপিড না। বেনও এরকম একটা কিছু সন্দেহ করেছিল তবে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু আমি করেছিলাম। তোর সাথে এই বিষয়ে একবার ঝগড়া হয় আমার। তারপরই সবকিছু স্বীকার করেছিলি আমার কাছে। ওই ক্যাফেতেই একটা ছেলের সাথে পরিচয় হয়েছিল তোর। সেখান থেকেই সখ্যতার শুরু। তারপর এই সখ্যতাটা অন্যদিকে গড়িয়ে যায়। দেখতে নাকি বেশ আকর্ষণীয় ছিল সেই ছেলে। তুই কোনভাবেই নিজেকে আটকাতে পারিসনি।"

BanglaBook.org

তীব্র অনুশোচনায় মনটা চেয়ে গেল আমার। এতটা নীচ ছিলাম আমি?

"আমি কি আগেও এমন করেছি?"

"কি?," ক্ল্যারি বলে উঠল, "পরকীয়া? নাহ! তুই বেনের প্রতি সবসময়ই বিশ্বস্ত ছিলি। ভার্সিটি আমরা দু'জন অনেক ফাজলামো করেছি কিন্তু বেনের প্রতি তুই খুবই লয়্যাল ছিলি। এরকম একটা কাজ যে তুই কেন করেছিলি সেটা তুই নিজেও জানতি না।"

"ছেলেটার নাম কি ছিল?"

"আমি জানি না।"

"তোর তো জানার কথা!"

"হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেসও করেছিলাম। কিন্তু তুই আমাকে বলিসনি।"

"এটা কেমন কথা!"

"সেটা আমারও প্রশ্ন!"

"তারপর কী হয়েছিল?"

"আমরা অনেক ঝগড়া করেছিলাম। তোকে এসব বন্ধ করতে বলছিলাম। তুই শুনছিলিনা। একটা বাজে অবস্থায় ফেলে দিয়েছিলি তুই আমাকে। বেনকে মিথ্যা বলতে বলছিলি। আমি সরাসরি না করে দিয়েছিলাম তোকে। তারপর রাগ করে কিছুদিন কথা বলিনি তোর সাথে। সপ্তাখানেক পর তুই বলেছিলি সব শেষ। ওদিকে ভুলেও যাচ্ছিস না আর।"

"আমি কি মিথ্যা বলেছিলাম?"

"আমি জানি না। এর কিছুদিন পরই তুই হারিয়ে যাস। পরে ব্রাইটনে তোর খোঁজ পাওয়া যায়।

"বেন কি পরকিয়ার ব্যাপারে কিছু জানতো?"

"না," ক্ল্যারি বলল, "তোর খোঁজ পাওয়ার আগে ও এরকম কিছু স্বপ্নেও ভাবেনি। ভয়াবহ শক খেয়েছিল বেচারা। প্রথমে সবাই ভেবেছিল তুই বোধহয় আর বাঁচবি না। তখন বেন আমার কাছে জানতে চেয়েছিল যে ব্রাইটনে তুই কি করছিলি সেটা আমি জানি নাকি। আমি পুলিশকে আগেই সব বলে দিয়েছিলাম। তারপর ওকেই বলতে হয়েছিল। আর কিছুই করার ছিল না আমার।"

BanglaBook.org

অনুশোচনায় আমার বুক ভারী হয়ে এলো। এতো চমৎকার একটা সংসার, দেবশিশুর মতো একটা ছেলে, বিশ্বস্ত একজন জীবনসঙ্গীকে আমি এভাবে ধোঁকা দিয়েছিলাম? কী হয়েছিল আমার?

"ও তোকে ক্ষমা করে দিয়েছিল," ক্ল্যারি বলল, "সে এমন একটা ভাব করেছিল যে কিছুই হয়নি। নিজের সবটুকু দিয়ে তোকে সুস্থ করতে চেয়েছিল ও। এমনকি কোনদিন আর একটা কথাও উচ্চারণ করেনি এই ব্যাপারে বেন।"

বেনের প্রতি একটা অদ্ভুত ভালোবাসা অনুভব করতে পারলাম মনের ভেতর। লোকটা এতো ভালো কেন? ওর জায়গায় আমি হলে কখনোই ক্ষমা করতে পারতাম না নিজেকে। অথচ আমি কিনা ওর যত্নেই এখন পর্যন্ত বেঁচে আছি!

"বেন আমাকে সত্য ঘটনাগুলো বলছে না। আমাকে চিন্তামুক্ত গিয়ে সে আমার পুরো অতীতটাই পাল্টে ফেলেছে। সবকিছু গোপন করছে সে। সব। এর কারণ একটাই হতে পারে। ও আমাকে প্রটেক্ট করছে। ও আমাকে হারাতে চায় না। কিন্তু আমি সত্যটা জানতে চাই ক্ল্যারি!"

"বেন যে এমন কেন করছে আমি বুঝতে পারছি না। ও এরকম করার মানুষ না।"

"ও জানে না যে আমি ডায়েরীতে সবকিছু লিখে রাখছি। ও ধরেই নিয়েছে আমি আর কখনোই সুস্থ হবো না। বাধ্য হয়ে আমাকেও ওর কাছ থেকে অনেক কিছু গোপন করতে হচ্ছে। এই লুকোচুরি খেলা আমার আর ভালো লাগছে না।"

"এই কাজটা করা ঠিক হচ্ছে না। আমার মনে হয় তুই বেনকে সবকিছু খুলে বললেই ভালো করবি।"

"আমি পারছি না। ওকে বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। ও গতকাল স্বীকার করেছে যে তোর সাথে ওর যোগাযোগ আছে। এর আগে কখনোই তোর কথা বলেনি। আমাকে বলেছে তুই দেশেই নেই। তুই নাকি নিউজিল্যান্ডে!"

এই প্রথম ক্ল্যারির মুখের অভিব্যক্তি পাল্টালো। বিস্মিত হয়েছে বোঝাই গেলো।

"আমি জানি ও আমাকে ভালোবাসে," বললাম, "কিন্তু আমি চাই ও আমাকে সত্য বলুক। সবকিছু খুলে বলুক আমাকে।"

কিছুক্ষণের নীরবতা। আমরা কেউ কোন কথা বললাম না।

BanglaBook.org

"ক্রিসি," আমার হাতের উপর হাত রাখলো ক্ল্যারি, "হসপিটালে তোকে রেখে বেন যখন দূরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন ও আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিল। বলেছিল কখনও যদি তুই সুস্থ হয়ে যাস তাহলে যাতে তোকে জিনিসটা পড়তে দেই। আমার মনে হয় এখন সেই সময় এসে গিয়েছে।"

ক্ল্যারি ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করে আমার হাতে ধরিয়ে দিল। একবার ভাবলাম খুলে এখনই পড়ে ফেলি চিঠিটা। কিন্তু ক্ল্যারির সামনে জিনিসটা পড়তে কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল । তাই ব্যাগে রেখে দিলাম।

"আর আরেকটা কথা ...," বলতে যেন অস্বস্তি হচ্ছে ওর, "আমি জানি বেন কেন তোকে বলেছে যে ওর সাথে আমার আর কোন যোগযোগ নেই।"

"কেন?"

"আমরা দু'জনই একটা ভুল করে ফেলেছিলাম।"

ভয়ের একটা স্রোত খেলে গেল আমার শরীরে। তার মানে আমি যা ভাবছিলাম সেটাই কি সত্য?

"বেনের সাথে কি তোর গোপন কোন সম্পর্ক আছে?"

"কি!," চমকে উঠল সে, "না! বিষয়টা সেরকম কিছুই না!"

"কি তাহলে?"

একটু বিরতি নিলো সে। তারপর বড় একটা শ্বাস নিয়ে বলতে শুরু করল, "তোর অবস্থা তখন খুব খারাপ। সাইক্রিয়াটিক ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে তোকে। আমি বেন আর অ্যাডাম প্রতিদিন তোকে দেখতে যেতাম। তুই আমাদের চিনতেই পারতি না। ভয়ে উন্মাদের মতন আচরণ করতি। বেন তোকে প্রচণ্ড ভালোবাসতো। তোর এই পরিণতি কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিল না সে। একরাতে বেন প্রচণ্ড মাতাল অবস্থায় ছিল। সেদিন আমি তোদের পুরনো এ্যাপার্টমেন্টটাতেই ছিলাম। বাড়িতে ফিরে ও হাউমাউ করে কাঁদছিল। আমি ওকে শান্তনা দিতে চেয়েছিলাম। তারপর আসলে কীভাবে যে কি হয়ে গেল ... আসলে ঠিক বলে বোঝাতে পারব না ..."

"তুই ওর সাথে সেক্স করেছিলি। তাই না?"

"হ্যাঁ," লজ্জিত কণ্ঠে বলল, "আমি সরি ক্রিসি। সত্যি বলছি। আমরা কারও হুশ ছিল না সেদিন। প্রচণ্ড খারাপ লেগেছিল বিষয়টাতে আমাদের। এই ঘটনার পরই বেনের সাথে আমার যোগাযোগ একেবারেই কমে যায় আমার।"

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না আমি। অনেক কষ্টে বললাম, "আর এই কারণেই ও আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল?"

"না ক্রিসি! আমার কারণে ও তোকে ছেড়ে যায়নি। বিশ্বাস কর! তুই চিঠিটা পড়লেই সব বুঝতে পারবি," অনুরোধের সুরে বলল ও, "এরপর কয়েক মাস আমার অ্যাডামের সাথে যোগাযোগ ছিল। তারপর বেনের অনুরোধে সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। ও আমাকে বলেছিল আমি যাতে ওর সাথে বা অ্যাডামের সাথে কোন যোগাযোগ না রাখি। এরপর একদিন বেন আমার সাথে দেখা করে চিঠিটা ধরিয়ে দিয়ে তোকে দেখে রাখার অনুরোধ করে। আমি সেই অনুরোধ রেখেছিলাম। কিন্তু যতবারই তোকে দেখতে যেতাম তুই প্যানিকড হয়ে যেতি। আমাকে একদমই চিনতে পারতি না। তাই আস্তে আস্তে তোকে দেখতে যাওয়াও কমিয়ে দেই। প্রথমে প্রথমে সপ্তাহে একবার। তারপর মাসে একবার। দূর থেকে তোকে দেখে চলে আসতাম," একটু থেকে আরেকটা সিগারেট ধরালো ও, "কয়েকমাস আগে ওয়েরিং হাউজে গিয়ে শুনলাম বেন তোকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছে। বেনের সাথে অনেক বছর কোন যোগাযোগ ছিল না আমার। ওর ঠিকানাও জানতাম না আমি। হসপিটাল থেকেও কোন ঠিকানা দিল না ওরা। বলল ওদের কাছে চিঠি দিয়ে দিলে ওরা ফরওয়ার্ড করে দিতে পারবে সেগুলো। আমি তাই করলাম। বেনের কাছে ক্ষমা চাইলাম। বললাম যে কোন কিছুর বিনিময়ে আমি তোকে দেখতে চাই। তারপর একদিন তোর চিঠি পেলাম ..."

"আমার চিঠি?," চমকে গেলাম আমি।

"হ্যাঁ। তোর চিঠি। তুই আমাকে বলেছিলি তুই সবকিছু জানতে পেরেছিস। আমি যাতে জীবনে আর কখনও তোকে মুখ না দেখাই।"

অনেক চেষ্টা করেও এমরকম একটা উত্তর দেওয়ার কথা আমি মনে করতে পারলাম না। আমি সত্যিই এতো রূঢ় আচরণ করেছিলাম ওর সাথে? নিশ্চয় বেন আমাকে সবকিছু খুলে বলেছিল। খুব সম্ভবত এসব ডক্টর ন্যাশের সাথে পরিচয় হওয়ার আগের কথা।

"আমি দুঃখিত ক্ল্যারি।"

"তুই কি কখনও আমাকে ক্ষমা করতে পারবি?"

"আমি তোকে ক্ষমা করে দিয়েছি," মুচকি হেসে বললাম, "সত্যি বলছি!"

BanglaBook.org

ক্ল্যারির কছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে এলোম আমি। ও আমাকে প্রমিজ করল, আর কখনোই যোগাযোগ বন্ধ করবে না। ফিরে আসার সময় ট্যাক্সিতে আমি খাম খুলে চিঠিটা বের করলাম।

প্রিয় ক্রিস্টিন

জীবনের সব থেকে কঠিন কাজটা এই মুহূর্তে করতে হচ্ছে আমাকে। আমি চেষ্টা করব সবকিছু গুছিয়ে লিখতে। কিন্তু পারব নাকি জানি না। আমি তো আর তোমার মতন ভালো লিখতে পারি না!

আমি তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসি। এবং সবসময় বাসবো। ব্রাইটনে সেদিন কি হয়েছিল তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যাথা নেই। তুমি যখন কোমায় ছিলে তখন মনে হচ্ছিল আমার একটা অংশ যেন মারা যাচ্ছে প্রতিটা মুহূর্তে। প্রতিটা সেকেন্ড আমি ঈশ্বরের কাছে তোমার জীবন ভিক্ষা চাইছিলাম। যখন ওরা বলেছিল যে তুমি বিপদমুক্ত, বিশ্বাস করো, আমার থেকে বেশী সুখী আর কেউ ছিল না এই পৃথিবীতে।

ডক্টররা প্রথমে বলল শেষ কয়েকদিনের স্মৃতি তুমি হারিয়ে ফেলেছ। আমি খুশি হয়েছিলাম। বিশ্বাস করো। আমি প্রচণ্ড খুশি হয়েছিলাম যে তোমার সেই দুঃসহ স্মৃতি আর কখনোই মনে পড়বেনা। কিন্তু ঘটনা তখন আরেকদিকে মোড় নিলো। প্রথম প্রথম তুমি কয়েকজনকে চিনতে পারছিলে না। কারও কারও নাম ভুলে যাচ্ছিলে। ডক্টররা ভেবেছিল এটা শকের কারণে হচ্ছে। কিন্তু আস্তে আস্তে তোমার অবস্থা এতো খারাপ হলো যে তুমি আর কাউকেই চিনতে পারছিলেনা। কিছুই মনে করতে পারছিলেনা। এমনকি কিছু মনেও থাকছিল না তোমার। প্রতি এক মিনিট পর পর তুমি ভুলে যাচ্ছিলে সবকিছু।

BanglaBook.org

একটা সময় তোমাকে সাইক্রিয়াটিক ওয়ার্ডে ট্রান্সফার করতে বললেন তারা। আমার বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল। কিন্তু তোমার আরোগ্যের স্বার্থে আমি সেটাও করলাম। আগে ছুটির দিনগুলোতে তোমাকে মাঝে মধ্যে বাসায় আনা যেত। যদিও তুমি প্রায়ই পালিয়ে যেতে চাইতে বাসা থেকে। কিন্তু সেই সময়টাও আমার কাছে স্বর্গীয় ছিল। যতটুকু সময় তোমাকে পাশে পেতাম, মনে হতো আমার আর কিছু লাগবে না এই জীবনে।

ওখানে যাওয়ার পর তোমার অবস্থার চূড়ান্ত অবনতি হলো। তুমি আমাদের দেখলেই প্যানিকড হয়ে যেতে। অ্যাডামকেও চিনতে পারতে না। আমার মনে হলো তোমাকে এখানে কিছুতেই রাখা যাবে না। তোমার আরও ভালো চিকিৎসা দরকার। অনেক খাটাখাটনি করে তোমাকে ওয়েরিং হাউজে নিয়ে এলাম তখন। এখানে আসার পর তোমার অবস্থার সামান্য উন্নতি হওয়া শুরু করল। কিন্তু মারাত্মক প্যারানয়েড থাকতে তুমি সবসময়। মাঝে মধ্যে তুমি আমাদের চিনতে পারতে তখন। একদিন হঠাৎ তুমি বলে উঠলে আমি নাকি ইচ্ছে করে অ্যাডামকে তোমার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। তুমি অ্যাডামকে কোলে তুলে নিয়ে হসপিটাল থেকে পালিয়ে যেতে চাইছিলে। সে এক নারকীয় অবস্থা। অনেক কষ্টে শান্ত করা হয়েছিল তোমাকে। ডক্টররা বললেন তোমার সাথে দেখা করা যেন কমিয়ে দেই। আমাদের দেখলেই নাকি তুমি প্যানিকড হয়ে যাও। তোমার প্যারানয়ার লেভেল অনেক বেড়ে যায়।

আস্তে আস্তে তোমার সাথে দেখা করা কমিয়ে দিলাম। অ্যাডামও আর আসতে চাইতো না। তোমাকে দেখে ভয়ে পেতো ও। আমি ফোনে তোমার খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করলাম। সেখানে ভালো বন্ধু পেয়েছিলে তুমি। নার্সদের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল তোমার। একজন নার্সের সাথে তোমার খুবই ভালো সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। একটা সময় খেয়াল করে দেখলাম, আমাদের না দেখে তুমি ভালোই আছো। না, তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য

BanglaBook.org

বলছি না। আমাদের কথা তোমার মাথাতেই থাকতো না। তাই তেমন কষ্টও পেতে না।

কিন্তু মন তো আর মানে না আমার। তারপরও তোমাকে দূর থেকে দেখতাম মাঝে মাঝে। বেশ হাসিখুশি থাকতে। মাঝে মধ্যে নার্সদের সাথে তাসও খেলতে তুমি। একদিন আমি বুঝতে পারলাম তোমার জীবন এখন এমন একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছে যেখানে আমার অস্তিত্ব একটা অনাকাংখিত উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই না।

তবুও একদিন তোমার সামনে এসেছিলাম আমি। তুমি মৃগী রোগীদের মতন আচরণ করছিলে আমাকে দেখে। চিৎকার করে বলছিলে আমি নাকি তোমাকে খুন করতে এসেছি। সেদিন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আর না। তোমার এই নতুন জীবনে আমি আসলেই একটা অভিশাপ। তাই ক্রিস্টিন, বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে রেখে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছি। আমি চাই তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো। যে কোন মূল্যে আমি তোমাকে সুস্থ দেখতে চাই।

আমি তুমি আর অ্যাডাম একদিন আবার একসাথে থাকব। একদিন আমার তুমি ফিরে আসবে আমাদের মাঝে, প্রতিটা মুহূর্তে আমি সেই প্রার্থনা করব।

আমি যাচ্ছি। তোমার ভালোর জন্যই। আমি চাই তুমি ভালো থাকো। আমাকে ক্ষমা করে দিও ক্রিস্টিন।

ইতি

বেন।

ভেজা চোখ নিয়ে আমি ডায়েরী লিখছি এখন। আমি মন থেকে বিশ্বাস করি বেনকে। এতোবড় এটা অঘটন ঘটানোর পরও যে এতো আবেগ নিয়ে

BanglaBook.org

এরকম একটা চিঠি লিখতে পারে তাকে আর যাই করা যায়, অবিশ্বাস করা যায় না।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বেন ফিরে আসবে। ওকে দেখার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আর কোন লুকোচুরি নয়। অনেক হয়েছে। আমি আজই বেনকে সব খুলো বলব।

আমি ন্যাশকে ফোন করলাম। বললাম আমি তাকে আমার ডায়েরীটা আরেকবার পড়তে দিতে চাই। তিনি একটু অবাক হলেন। মঙ্গলবার দেখা করতে বললেন আমাকে।

দীর্ঘদিন পর বড় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৩.

আজকে

পৃষ্ঠা উল্টালাম। এর পরে আর কিছুই নেই। আমার কাহিনী এখানেই শেষ। কয়েকঘন্টা ধরে পড়ে মাত্র শেষ করলাম ডায়েরীটা। প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগল নিজেকে। মনে হলো আমার পুরো জীবন আমি শেষ কয়েক ঘন্টায় কাটিয়ে দিয়েছি। নিজেকে পুরোপুরি অন্যএকজন মানুষ মনে হলো। আমি আর আগের মতো অন্ধকারে নেই। এখন আমার একটা অতীত আছে। আমি জানি আমার কি আছে আর কি নেই। আজ সকালে ন্যাশের সাথে দেখা করে আসার পর থেকেই নিজেকে যেন নতুন করে চিনতে পারছিলাম আমি।

আমি চাইলেই এখন বেনকে বিশ্বাস করতে পারি। ডক্টর ন্যাশ আর ডায়েরীটার ব্যাপারে কি কথা বলেছিলাম ওর সাথে? নিশ্চয় বলেছিলাম। আজ সকালে ঘড়ি আর ক্যালেন্ডার দেখে বুঝতে পেরেছি এর মাঝে আরও একটা সপ্তাহ চলে গিয়েছে এবং এর মাঝে আর কিছুই লেখা হয়নি। হয়তো লেখার মতো কিছুই হয়নি। সবকিছু স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে গিয়েছে। নিশ্চিন্ত মনে কিচেনে গেলাম এক কাপ কফি বানাবো বলে। সেই হোয়াইট বোর্ডটাতে বেনের হাতের লেখা দেখতে পেলাম। সেখানে লেখা *আজ রাতে ব্যাগ গুছিয়ে রাখতে হবে*। তাহলে আজই সেই দিন? আমি আর বেন আজ বাইরে যাচ্ছি ছুটি কাটাতে। কিন্তু লেখাটা দেখে আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগল। ঠিক বলে বোঝাতে পারব না অনুভূতিটা।

আমি ডায়েরীটা আবার খুললাম। প্রথম পৃষ্ঠাতে সেই পুরনো তিনটে বাক্য।

বেনকে ভুলেও বিশ্বাস করো না!

BanglaBook.org

একটা কলম হাতে নিয়ে কেটে দিলাম বাক্যটা। এখন আর এই সতর্কবাণীর প্রয়োজন নেই আমার। লিভিং রুমে স্ক্র্যাপবুকটা খুঁজে পেলাম। সেখানে এখনও অ্যাডামের কোন ছবি নেই। সাথে সাথে একটা কথা মাথায় বেজে উঠল আমার। আজ সকালে সে আমাকে অ্যাডামের কথা বলেনি। এখনও ওই মেটাল বক্সটা নিজে থেকে খুলে দেখায়নি আমাকে। হঠাৎ করে একটা বিচিত্র অনুভূতি জেগে উঠল আমার মনে। আমি যা ভাবছি, যা লিখেছি সেসব কি আসলেই সত্য?

আমি ভয় পেলাম না। মনে হলো এসব প্রমাণ করা সম্ভব। আমি বেডরুমে ফিরে এলোম। বিছানার পাশের ড্রয়ারটাতেই চাবিটা খুঁজে পেলাম। বক্সটা জায়গা মতোই পাওয়া গেল। তবে সেটা খুলে চমকে গেলাম আমি। অ্যাডামের ছবিগুলো নেই সেখানে। দ্যা মর্নিঙ বার্ডসের একটা কপি পড়ে আছে শুধু।

বইটা হাতে তুলে নিলাম আমি। এই কপিটা নতুন। ডক্টর ন্যাশের কপিটার উপরে কফি মগের ছাপ ছিল একটা। এখানে সেটা নেই। বেন কি এটা আমাকে দেওয়ার জন্য কিনে এনেছে? বইটার নিচে আমাদের দু'জনের সাম্প্রতিককালে তোরা একটা ছবি পাওয়া গেল। পেছনে একটা সাইনবোর্ড জ্বলজ্বল করছে। সেখানে লেখা *ওয়েরিং হাউজ*। খুব সম্ভবত এটাই ছিল ওই হসপিটালে আমার শেষদিন। কিন্তু অ্যাডামের ছবিগুলো কোথায় গেল?

ফোনের আওয়াজ পেয়ে লিভিংরুমে এলোম। স্ক্রিনে বেনের নাম ভেসে উঠল। আমি রিসিভ করলাম কলটা।

"ক্রিস্টিন তুমি ঠিক আছো?"

"হ্যাঁ। ঠিক আছি।"

"আজ বাইরে গিয়েছিলে?"

সে কি ন্যাশের ব্যাপারে সবকিছু জানে এখন? অবশ্যই জানে। কারণ আমি বেশ স্পষ্ট করে লিখে রেখেছিলাম যে আর কোন লুকোচুরি থাকবেনা আমাদের মাঝে।

"হ্যাঁ," বললাম, "ডক্টর ন্যাশের সাথে এ্যাপয়েনমেন্ট ছিল আজ।"

"আচ্ছা," বেন বলল, "ব্যাগ প্যাক করার কথা মনে আছে তো?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

BanglaBook.org

"তুমি পারলে আমার ব্যাগটাও একটু ঠিক ঠাক করে রাখো। আমি ট্র্যাফিকে আটকা পড়েছি। ব্যাগ গোছানো থাকলে একটু আগেই বের হয়ে যেতে পারব আমরা।"

"ঠিক আছে বেন।"

"তোমাকে ভালোবাসি ক্রিস্টিন।"

"আমিও তোমাকে ভালোবাসি বেন," উত্তর দিলাম আমি।

*

আমি ব্যাগ গুছিয়ে রেডি করে রেখেছি সব। বেন যে কোন মুহূর্তে চলে আসবে। ফোনে ওকে ডক্টর ন্যাশের কথা বলার পরও কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। সে কি শুনতে পেরেছিল আমার কথা? কনফিউজড লাগছে আমার। ও আসলে কি ওকে আরেকবার জিজ্ঞেস করব বিষয়টা?

বাইরে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। বেন এসে পড়েছে। আমি ওকে ভালোবাসি। বিশ্বাস করি। কিন্তু মনের একটা অংশ ওকে খুব ভয়ও পায়। কারণটা আমার জানা নেই। সিঁড়িতে ওর পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো ও। বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে ওকে।

"কাজ কেমন হলো আজ?," প্রশ্ন করলাম আমি।

"কাজের কথা বাদ দাও তো!," হেসে বলল ও, "আমি পুরোপুরি হলিডে মুডে চলে গিয়েছি।"

"তুমি কি জানো আজ কোথায় গিয়েছিলাম আমি?"

"হ্যাঁ," স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল ও, "ডক্টর ন্যাশের সাথে দেখা করতে।"

"তুমি ওনার ব্যাপারে সবকিছু জানো?"

"জানব না কেন? তুমিই তো আমাকে বলেছিলে সব।"

"তুমি রাগ করোনি তো?"

"এখানে রাগের কি আছে?," বেন বলল, "আমি বরং আরও বিরক্ত হয়েছিলাম তুমি আগে সবকিছু জানাওনি বলে।"

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম, "তুমি কি আমার ডায়েরীটা পড়েছ?"

"না। তুমি বলেছিলে ওটা প্রাইভেট। তাই আর আগ্রহ দেখাইনি।"

"তুমি কি জানো যে আমি এখন অ্যাডামের বিষয়ে সবকিছু জানি?"

"জানব না কেন?"

BanglaBook.org

"তাহলে এখনও পুরো বাড়িতে ওর কোন ছবি নেই কেন?"

ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, "আমি তোমাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম।"

"কি রকম?," আমার কণ্ঠে কৌতুহল।

"দাঁড়াও," বলে সে ব্যাগ থেকে একটা ছবির এ্যালবাম বের করল। বাচ্চারা ম্যাজিক দেখানোর আগে চোখে যেরকম আনন্দ ফুটে ওঠে ঠিক সেভাবেই আচরণ করল সে, "ওর সব ছবি এই এ্যালবামটাতে গুছিয়ে দিয়েছি। এখন যখন খুশি ওকে দেখতে পারবে পারবে তুমি।"

কালো লেদারে বাঁধাই করা বেশ দামী একটা এ্যালবাম। বেশিরভাগ ছবিই সেই মেটালবক্সে লুকিয়ে রাখা ছিল। কয়েকটা নতুন ছবিও দেখা গেল সেখানে। একটা ছবি একেবারেই নতুন। আগে কখনও দেখিনি সেটা। অ্যাডাম একটা মেয়ের সাথে বেশ ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শেষমেষ ওর বড়বেলার একটা ছবি দেখার সৌভাগ্য হলো আমার!

"এই মেয়েটা কে?," মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"ওর গার্লফেন্ড, হেলেন।"

"মেয়েটা এখন কোথায়? কি করছে?"

"জানি না। অ্যাডাম মারা যাওয়ার পর ওর সাথে কোন যোগাযোগ হয়নি আর।"

"মারা যাওয়ার আগে কি এই মেয়েটার সাথেই সম্পর্ক ছিল ওর?"

"হ্যাঁ," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেন, "বিয়ে করারও প্ল্যান ছিল দু'জনের।"

ছবিটার দিকে তাকিয়ে আমার ভেতরে একটা অসীম হাহাকার জন্ম নিলো। এরকম প্রাণবন্ত, সম্ভাবনাময় একটা ছেলের এভাবে অকালে চলে যেতে হলো?

"তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও ক্রিস্টিন," বেন বলল, "রওনা হতে হবে।"

"এ্যালবাম'টার জন্য ধন্যবাদ বেন," কৃতজ্ঞচিত্তে বললাম। তবে বেন কোন উত্তর দিল না। অনুভূতিহীন একটা চেহারা নিয়ে আমার হাত'টা খুব শক্ত করে ধরে রাখলো শুধু।

*

অন্ধকার নেমে এসেছে। গাড়ি হাইওয়ে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে তুমুল গতিতে। আমি এখনও জানি না আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমার ভেতরে একটা অদ্ভুত প্রশান্তি। অনেক দিন পর বুকের উপর থেকে একটা পাথর সরে গিয়েছে।

BanglaBook.org

ক্ল্যারি আর ডক্টর ন্যাশ আমার পাশে আছে। বেনকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি। আমার অবস্থারও উন্নতি হচ্ছে। আমি চাইলেই লেখা শুরু করতে পারি আবার। সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করতে পারি চাইলেই!

"আমরা কোথায় যাচ্ছি বেন?," জানতে চাইলাম।

"সমুদ্রের কাছে ক্রিস্টিন," সে বলল, "তুমি সমুদ্র পচ্ছন্দ করো। জানো তে?"

"না," হেসে ফেললাম, "আমি জানতাম না।"

"সমস্যা নেই," বলল সে, "তোমার ডায়েরীটায় লিখে রেখো। তাহলেই মনে রাখতে পারবে।"

কি সহজেই সে ডায়েরীটার কথা বলে ফেলল। অথচ এই ডায়েরী নিয়েই কতো ভয়, কতো অস্বস্তি।

"ক্রিস্টিন," বেন বলল, "তুমি কি সত্যিই আমাকে ক্ষমা করেছ?"

"কেন?"

"তোমাকে ওয়েরিং হাউজে ফেলে আসার জন্য?"

"তুমি আমাকে ওয়েরিং হাউজে ফেলে আসোনি বেন। আমি তোমার সেই চিঠিটা পড়েছি। তুমি কখনোই আমাকে ফেলে আসোনি সেখানে। আর এজন্য ক্ষমা চাওয়ারও কিছু নেই।"

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বেন, "ধন্যবাদ ক্রিস্টিন!"

"ইটস ওকে," মুচকি হেসে বললাম।

ল্যাম্পপোস্টের আলো পড়ে পুরো হাইওয়েটাকে একটা অপার্থিব সত্তার মতো মনে হচ্ছে। আমার মনেও একটা অপার্থিব সুখ। দীর্ঘদিন পর আমি জীবনের অর্থ খুঁজে পাচ্ছি। আমাকে আর কখনোই অন্ধকারে হাতড়াতে হবে না। আমার একটু ঠাণ্ডা লাগছিল। বেন হিটারটা বাড়িয়ে দিয়ে একটা পরিচিত সাউন্ডট্র্যাক ছেড়ে দিল। বেশ পরিচিত একটা ট্র্যাক। বিথোভেনের ফর এলিস। সিটে মাথা এলিয়ে দিলাম আমি। একটা আরামদায়ক তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব ছড়িয়ে পড়ল পুরো শরীরে।

খুব সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। ঠিক কতক্ষণের জন্য সেটা বলতে পারব না। বেন আমাকে ডেকে তুলে বলল, "এসো চমৎকার একটা দৃশ্য দেখাবো তোমাকে।"

BanglaBook.org

রাস্তাটা প্রায় খালি। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। আকাশে প্রকান্ড একটা চাঁদ উঠেছে। গাড়িটা থামিয়ে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ালাম আমরা। সমুদ্রটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। কিন্তু সমুদ্রের পানিতে চাঁদের আলো এসে পড়াতে সেটা কীভাবে যেন আলোকিত করে রেখেছে চারিদিক।

"এই জায়গাটা আমার অনেক প্রিয়," বেন বলল।

আরাম করে বসে দূর থেকে সমুদ্র দেখার জন্য বেশ উপযুক্ত একটা জায়গা এই রাস্তাটা। আশে পাশের সবগুলো বেঞ্চই খালি পড়ে আছে। পছন্দ মতো একটা জায়গায় বসে বেনের কাঁধে মাথা রেখে অনেকক্ষণ সমুদ্রের আওয়াজ শুনলাম আমি। আমি চাই আমার জীবনটা এই মুহূর্তটার মতনই সুন্দর হয়ে উঠুক। কখনও কি আদৌ হবে সম্ভব হবে সেটা? আমি কি আমার স্মৃতি ফিরে পাবো? একটা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারব?

"সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, তাই না?"

একটা হাত দিয়ে আমার কোমড় জড়িয়ে ধরল বেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে। ভয় পেও না তুমি। আমি আছি।"

"আমার খুব ক্লান্ত লাগছে।"

"চলো তাহলে হোটেলে চলে যাই। কাল সকালে বীচে যাব আমরা। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

হোটেলে ফিরতে আর বেশিক্ষণ সময় লাগল না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সেখানে। গাড়িটা পার্কিং এ থামাতেই সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল আমার। *রিয়ালটো গেস্ট হাউজ*। অযাচিত একটা উদ্বেগ জেগে উঠল আমার ভেতরে।

হোটেল!

একটা হোটেলে থাকতে হবে আজ দু'জন কে। ওই ঘটনার পর কি আর কখনও হোটেলে থাকা হয়েছিল আমার?

"আমরা কোথায় আছি এখন বেন?"

মুচকি হাসল সে, "গেস্ট হাউজে। চলো নামা যাক।"

আমি গাড়ি থেকে নাএলোম। বড়সড় একটা হোটেল। নামটাও বিশাল বড় একটা নিওন সাইনে লেখা। পাশেই একটা বার। সেখানে ফুল ভলিউমে জ্যাজ

BanglaBook.org

মিউজিক বাজছে। খুব সম্ভবত ট্যুরিস্ট অফ সিজন চলছে এখানে। বাইরে থেকে বেশিরভাগ রুমই অন্ধকার দেখাচ্ছে। কেউ নেই? নাকি সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে?

একটা অস্বস্তি শুরু হলো আমার ভেতর। একবার মনে হলো বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু বেনের সাথে একটা দূরত্ব চলে এসেছে আমার। এখন বাড়ি ফিরে গেলে সেই দূরত্ব কমানোর আর কখনও সুযোগ হবে কিনা তাও জানি না। কোন এক অদ্ভুত কারণে জায়গাটা আমার পরিচিত মনে হতে লাগল।

"বেন," ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি, "এখানে কি আগেও এসেছি আমরা?"

"না। তবে কাছাকাছি একটা হোটেলেই ছিলাম একবার। কেন?"

"না। কিছু না।"

রুম আগে থেকেই বুক করা ছিল। রিসেপশন থেকে চাবি নিয়ে আমরা দশ তলায় উঠে এলোাম। হোটেলের একটা ছেলে আমাদের রুম দেখিয়ে দিল। ব্যাগগুলো পৌঁছে দিল আরেকজন। বেন দু'জনকেই টিপস দিয়ে বিদেয় করে করল।

"ফ্রেশ হয়ে নাও ক্রিস্টিন," বেন বলল, "আমি আসছি পাঁচ মিনিটের মধ্যে।"

বেন দরজা লাগিয়ে দিয়ে বাইরে চলে গেল। করিডোরে ওর পদশব্দ পাওয়া গেল কিছুক্ষণ। রুমে এসে আমার অস্বস্তিটা আরও বেড়ে গিয়েছে। ইচ্ছে করছে বেরিয়ে যাই এখান থেকে। ভয়ে রুম'টা ভালো মতো দেখতেও পারছি না। মনে হচ্ছে ভয়াবহ একটা কিছু অপেক্ষা করছে এখানে।

বেন আমার সাথে আছে। আমার কিছুই হবে না - নিজেকে বোঝালাম আমি। তারপর ধীরে ধীরে নজর বোলানো শুরু করলাম রুমটাতে। মাশরুম গ্রে রঙের কার্পেট বেছানো পুরো জায়গাটা জুড়ে। খুবই সাধারণ একটা বেড, একটা ড্রেসিং টেবিল, সেটার পাশে একটা পুরনো পেইন্টিং। পুরোপুরি সাধারণ একটা রুম। ছুটি কাটাতে কেউ এরকম হোটেলে আসতে পারে আমার ধারণাতেই ছিল না।

আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বৃষ্টির ছাঁটে কাঁচটা ঘোলা হয়ে আছে। তবে এটা সত্য যে, রুম থেকে সমুদ্রের ভিউটা খুবই সুন্দর। জানালাটা খুলতেই একটা আরামদায়ক ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল শরীরে। তবে আমি খুশি হতে পারলাম না। আতংকে জমে গেলাম সামনে থাকা বার'টার নাম দেখে।

BanglaBook.org

ব্রাইটন বার।

আতংকটা আমাকে অবশ করে দিল একদম। এসবের মানে কি। বেন এসব কী করছে আমার সাথে!

সাথে সাথে আমার ডক্টর ন্যাশের কথা মনে পড়ল। তিনি একবার আমাকে ব্রাইটনে যেতে বলেছিলেন। আমি খুব কড়াভাবে নিষেধ করেছিলাম তাকে। কিন্তু বেন আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছে? যেখান থেকে সবকিছু শুরু সেখানে কেন নিয়ে আসা হয়েছে আমাকে? এসবের মানে কি!

বাইরে বেনের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এটা কি সত্যিই সেই জায়গা নাকি আমি প্যারানয়েড আচরণ করছি? কীভাবে নিশ্চিত হবো আমি? একটা প্রমাণ দরকার আমার। বিদ্যুত চমকের মতন একটা দৃশ্য আমার মাথায় ভেসে আসল। আমি পায়ে পায়ে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। লাইট জ্বাললাম। আমার হৃদপিন্ড কয়েকটা বিট মিস করল।

সাদা কালো টাইলস!

সাইক্রিয়াটিক ওয়ার্ড থেকে ফেরার সময় যেই ফ্ল্যাশব্যাক হয়েছিল সেখানে এই টাইলসই দেখতে পেয়েছিলাম আমি। ভয়ে ঘেমে উঠল পুরো শরীর। মনে হচ্ছে কোন হরর সিনেমার প্লট যেন জীবন ফিরে পেয়েছে। এখানে কোনোভাবেই থাকা সম্ভব না! বেন কি ভেবেছে আমাকে এখানে নিয়ে এলে আমি সুস্থ হয়ে যাব?

প্রবল আতংকে আমার চিন্তা ভাবনা এলোমেলো হয়ে গেল। মনে হলো হোটেলের এই রুমটা জীবন্ত। গ্রাস করতে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে ক্রমশ। মাথাটা পরিষ্কার করার একটা ব্যার্থ চেষ্টা করে মনস্থির করলাম আমি। এখান থেকে বের হতে হবে আমার। যে কোন মূল্যে। বেন যদি যেতে না চায় তবে আমি একাই ফিরে যাব। ডক্টর ন্যাশের উপর প্রচণ্ড রাগ উঠল আমার। এই পরিকল্পনা খুব সম্ভবত তারই। সে-ই নিশ্চয় বেনকে রাজি করিয়েছে আমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য? বেন আমার চিকিৎসার বিষয়ে কখনোই আগ্রহী ছিল। ন্যাশই খুব সম্ভবত ওর ব্রেইনওয়াশ করেছে!

আমি ছুটে গিয়ে আমার ব্যাগ খুললাম। ডায়েরীটা আমার লাগবেই। অ্যাডামের একটা ছবিও নেওয়া যায় সাথে। এখান থেকেই বের হয়েই ক্ল্যারিকে একটা ফোন দিতে হবে। বিশ্বাস করার মতো কেউ নেই আমার।

BanglaBook.org

বেন আর ন্যাশ মিলে এমন একটা কাজ আমার সাথে কীভাবে করতে পারল? ভয়ে আমার পুরো শরীর কাঁপছে। হাত দুটোকে কোনভাবেই স্থির করতে পারছি না আমি।

আমি ডায়েরীটা খুঁজে পেলাম। সেটা হাতে নিতেই ভেতর থেকে বাদামী রঙের মোটা একটা খাম পড়ে গেল কার্পেটের উপর। আমার কোন ধারণাই নেই এই খাম এখানে কীভাবে এসেছে। প্রচণ্ড আতংকে আমার মাথা ঘুরে গেল। আমি কোন হিসেব এলোতে পারছি না। এটা কিসের খাম?

কাঁপা কাঁপা হাতে আমি সেটা তুলে নিলাম। লাল মার্কার দিয়ে সেখানে "প্রাইভেট" শব্দটা লেখা। শরীরের সবটুকু সাহস সঞ্চয় করে খামটা খুলতেই একটাতাড়া কাগজ বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। সাথে সাথে ভয়টা যেন কয়েক লক্ষ-গুণ বেড়ে গেল। নীল কালি দিয়ে এলোমেলো হাতের লেখায় একগাদা ইংরেজি বর্ণমালার অস্তিত্ব যেন আগুনের মতো জ্বলছে সেখানে। উপরে লাল মার্জিন। বুকটা ধক করে উঠল। এগুলো আমার ডায়েরীর পৃষ্ঠা!

কাগজগুলো হাতে নিয়ে ভয়ে আমার চোয়াল ঝুলে পড়ল। আমি সাথে সাথে আমার ডায়েরীটা খুললাম। শুক্রবারের শেষ এন্ট্রিটার পর থেকে ব্লেড দিয়ে খুব নিখুঁত ভাবে কাটা হয়েছে অনেকগুলো পৃষ্ঠা। সেই পৃষ্ঠাগুলো এখন আমার হাতে। ভালোমতন খেয়াল না করলে কারও সাধ্য নেই সেটা বোঝার!

মেঝেতে ধপ করে বসে পড়লাম আমি। চোখের সামনে তুলে ধরলাম সেই পৃষ্ঠাগুলো। প্রথম লাইনটা পড়েই আমি জমে গেলাম একদম। শুক্রবার। নভেম্বরের তেইশ তারিখ। বাড়ি ফিরে আসার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বেনকে সবকিছু খুলে বলার। এই লেখাগুলো নিশ্চয় বেনের সাথে ওই ব্যাপারে আলাপ হবার পরই লেখা হয়েছিল! অনেক কষ্টে চোখগুলোকে সেই লেখাগুলো উপর স্থির করে আমি পড়তে শুরু করলাম।

> আমার আশে পাশে রক্তে ভেজা অনেকগুলো টিস্যু। আমার রক্তে ভেজা টিস্যু। শরীরে এক বিন্দু শক্তিও বেঁচে নেই। আমি তবুও লিখছি। আজ সন্ধ্যায় বেনের সাথে ডক্টর ন্যাশের বিষয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। প্রসঙ্গটা খুব সুন্দর করেই তুলেছিলাম। কিন্তু ঘটনাটা যে এভাবে শেষ হবে সেটা আমি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

BanglaBook.org

বেন আর আমি লিভিংরুমে বসে একসাথে টিভি দেখছিলাম। বেন হাসিমুখে খেলা দেখছিল। আমি হঠাৎ করেই বলে উঠলাম, "বেন, আমি একটা ডায়েরীতে সবকিছু লিখে রাখি।"

"রাখো লিখে। সমস্যা কোথায়?," স্ক্রিন থেকে চোখ না সরিয়েই উত্তর দিল সে।

"প্রতিদিন আমার সাথে যা হচ্ছে আমি সেসব লিখে রাখি। আমি জানি তুমি আমাকে মিথ্যা বলো। অ্যাডামের বিষয়ে মিথ্যা বলো, আমার নভেলের বিষয়ে মিথ্যা বলো, আমার এ্যাকসিডেন্টের আসল ঘটনাও গোপন করে রাখো আমার থেকে।"

এক মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল বেন। হঠাৎ করেই প্রচণ্ড রেগে গেল সে, "কি বলছ তুমি এসব? কোথায় সেই ডায়েরী?"

"ওটা আমি লুকিয়ে রেখেছি।"

চোখেমুখে অনিয়ন্ত্রিত একটা ক্রোধ নিয়ে আমার দিকে তাকালো বেন, "নিয়ে এসো ডায়েরীটা।"

"না। ওটা ব্যক্তিগত।"

"মানে?," চেচিয়ে উঠল সে, "কিসের ব্যাক্তিগত ডায়েরী!"

"আমার ব্যাক্তিগত ডায়েরী। আমি সেটা তোমাকে দেখাতে চান না!"

"কী লিখেছো তুমি সেখানে?"

"অনেক কিছু।"

"সেই অনেক কিছু গুলো কি? আমি জানতে চাই! আমার সম্পর্কে কিছু লিখেছো সেখানে?"

"হ্যাঁ, লিখেছি।"

"কি লিখেছো? আমি পড়তে চাই সেসব," প্রচণ্ড রাগ নিয়ে বলল সে।

"ওসব তোমাকে দেখাতে চাই না আমি," আমি চেঁচিয়ে উঠলাম

BanglaBook.org

"কিন্তু কেন ক্রিস্টিন? মানে কি এসবের?"

"আমি আমার জীবনের একটা অর্থ খুঁজে বের করতে চাই!"

"তুমি কি আমার সাথে সুখী নেই?"

"সুখ কী আমি সেটাই জানি না বেন!," চিৎকার করে উঠলাম, "প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে নিজেকে বিশ বছর বয়স্ক তরুণী মনে হয়। নিজেকে ভূতের মতন লাগে আমার। আমার কোন অতীত নেই, কোন স্মৃতি নেই। সবকিছু ব্ল্যাংক। এভাবে আমি কয়দিন বেঁচে থাকব বেন?"

"আমি খুবই দুঃখিত ক্রিস্টিন ... ওই গাড়ি অ্যাকসিডেন্টটা সব শেষ করে দিয়েছে আমাদের!"

"গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট!," প্রচণ্ড রেগে গেলাম, "বেন তুমি এখনো মিথ্যা বলছ! আমি সব জানি এখন বেন। সব। আমি জানি আমাকে অ্যাটাক করা হয়েছিল!"

বেনের মুখ হাঁ হয়ে গেল আতংকে, "তুমি কীভাবে জানো? ক্ল্যারি বলেছে তাই না? ওই কুত্তিটা ঝামেলা পাকানোর ওস্তাদ!"

"ক্ল্যারি বলেনি বেন," বললাম, "ডক্টর ন্যাশ বলেছেন আমাকে।"

সে যথেষ্ট অবাক হলো, "ডক্টর ন্যাশ?"

"হ্যাঁ, উনিই আমার চিকিৎসা করছেন বর্তমানে।"

"এই লোকই তোমাকে জঘণ্য আইডিয়াটা দিয়েছেন? যে সবকিছু লিখে রাখতে হবে? উনার সাথে পরিচয় কীভাবে তোমার?"

"উনিই বাড়িতে এসে আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন। ডায়েরী লেখার আইডিয়াটাও তার থেকেই পাওয়া।"

"উনি কি তোমাকে ড্রাগস দিচ্ছেন?"

"না। শুধু টেস্ট, এক্সারসাইজ আর কাউনসেলিং।"

বেন আরও অবাক হলো, "তুমি এসব করছো কীভাবে? পথ ঘাট কিছুই তো চেনা নেই তোমার!"

"এ্যাপয়েনমেন্ট থাকলে উনি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান ... আর প্রতিদিন সকালে ফোন দিয়ে ডায়েরী লেখার কথা

BanglaBook.org

মনে করিয়ে দেন ... আর এসব ছাড়াও একবার একটা এম.আর.আই করিয়েছিলেন আমার।"

"এম.আর.আই?,"বেন চিৎকার করে উঠল। সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পাশের দেয়ালটাতে জোরে জোরে ঘুসি দিল কয়েকটা, "এম.আর.আই করাচ্ছেন? বাড়িতে এসে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন? আমি যখন বাড়িতে থাকিনা তখন তুই এসব করে বেড়াস!?"

বেন পুরো জানোয়ারের মতন চিৎকার করে উঠল। আমি হতবাক হয়ে গেলাম, "তুমি এরকম করছো কেন বেন? কি হয়েছে তোমার? তুমি কি চাওনা আমি সুস্থ হয়ে উঠি?"

"না চাই না!," প্রচণ্ড রেগে আছে সে, "তুমি সবসময় এমন ছিলে। সবসময়। তোমাকে কে বলেছে এসব করতে? কে? তুই নিশ্চয় ওই ডক্টর ব্যাটার সাথে শুয়ে বেড়াচ্ছিস তাই না?"

ওর ভাষা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম, "কি বলছ তুমি এসব বেন!"

"কতদিন ধরে চলছে এসব। বলো!"

"বেন কিছুই চলছে না! উনি শুধু আমার ট্রিটমেন্ট করছেন।"

ও খপ করে আমার হাত চেপে ধরল। প্রচণ্ড শক্ত সেই হাত দিয়ে আমার হাতটায় ভয়াবহ একটা চাপ দিল সে, "সত্যি করে বল হারামজাদী! কতোদিন ধরে লাগিয়ে বেড়াচ্ছিস তোরা?"

"বেন আমি ব্যাথা পাচ্ছি। কী হয়েছে তোমার? আমি সত্যি বলছি। প্রমিজ। উনার সাথে আমার কোন সম্পর্কই নেই!"

ও আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। আমি আরেকটু হলেই তাল হারিয়ে পড়ে যেতাম, "বেন, আমি তোমার চিঠিটা পড়েছি। ক্ল্যারি তোমার চিঠিটা আমাকে দিয়েছে। আমি জানি তুমি আমাকে প্রটেক্ট করতে চাও। কিন্তু আমি সুস্থ হতে চাই বেন। প্লিজ!"

কিছু বুঝে ওঠার আগেই বেন প্রচণ্ড জোরে আমার গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফ্লোরে পড়ে গেলাম। নাকে প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। বেন একটা কথাও

BanglaBook.org

বললনা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। মেঝে থেকে ওঠার মতন শক্তিও পাচ্ছিলাম না আমি। গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এলো কানে। বেন চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে আমি কিছুই জানি না।

আমি কী করলাম এসব? ঠিক করতে গিয়ে আমি সবকিছু নষ্ট করে ফেলেছি! কেন বলতে গেলাম ওকে এসব! আমার প্রচণ্ড ভয় লাগছে। প্রচণ্ড।

ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে আছে। এসব ২৩ তারিখের কথা। তার মানে আজ থেকে আরও এক সপ্তাহ আগে ঘটেছে এসব। সে ছিঁড়ে রেখেছিল এই পৃষ্ঠাগুলো। একটা সপ্তাহ আমি বিশ্বাস করেছি যে সবকিছু ঠিক হয়ে গিয়েছে। বেনের কোন সাড়া শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না বাইরে। কোথায় গিয়েছে ও? ওর প্ল্যান কী? সে ইচ্ছে করেই খামে ডায়েরীর এই অংশটুকু রেখে দিয়েছে নাকি? তাই তো মনে হচ্ছে! ও চাইতো যাতে আমি এই লেখাগুলো এখানে বসে পড়ি। বাকি পৃষ্ঠাগুলোর দিকে তাকাতেই আমার ভয় লাগছে। সেখানে কি অপেক্ষা করছে আমার জন্য?

BanglaBook.org

আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়েই যাচ্ছে। থামছে না। পাগলের মতো ফোন করছি ক্ল্যারিকে। সে ফোন ধরছে না। একদম শেষ ভরসা হিসেবে ডক্টর ন্যাশকেও ফোন দিয়েছি। কিন্তু এখন রাত হয়ে গিয়েছে। তিনি অফিসে নেই। পার্সোনাল নাম্বারটাতেও কল করলাম। ধরলেন না। সবার কী হয়েছে আজকে?

আমি বেডরুমে ফিরে এলোম। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে আমার। ডায়েরীটা সেই আগের জায়গাতে রেখে ঘুমাতে গেলাম। অবস্থা এতোই খারাপ যে কাল সকালে এসব কীছুই মনে থাকবে না আমার।

*

সোমবার। নভেম্বরের ২৬ তারিখ।

গত শুক্রবার বেন আমার গায়ে হাত তুলেছে। অথচ এর মাঝের দুইদিন আমি কিছুই লিখিনি। কারণ কী? আমার কি ডায়েরীটার কথা মনে পড়েনি? ন্যাশ কি আমাকে কল করেননি?

আমি জানি না। মনে করতে পারছি না। আজ সকালে অবশ্য ন্যাশ ফোন করেননি। আমি নিজে থেকেই খুঁজে পেয়েছি ডায়েরীটা।

আজ সকালে উঠেও কিছু মনে করতে পারছিলাম না আমি। বেন আমাকে যা বলছিল তাই বিশ্বাস করছিলাম। ওকে বিদেয় দিয়ে রুমে ফিরে ক্লজেটের দিকে তাকানোর সাথে সাথে আমার ডায়েরীটার কথা মনে পড়ে গেল। পড়া শেষ করেই আমি কল করলাম ক্ল্যারিকে। ও ফোন ধরা মাত্রই আমি কেঁদে ফেললাম। বললাম, "বেন আমার গায়ে হাত তুলেছে ক্ল্যারি।"

"মানে! কী বলছিস এসব?," প্রচণ্ড অবাক হলো সে।

"সত্যি বলছি!"

"কিন্তু কেন?"

"ওকে সবকিছু খুলে বলার পরও আমাকে সন্দেহ করা শুরু করেছে। ওর ধারণা, ন্যাশের সাথে গোপন সম্পর্ক চলছে আমার। প্রচণ্ড বাজে ব্যবহার করেছে আমার সাথে।"

"ক্রিসি!," ক্ল্যারি বলল, "তোর কোথাও ভুল হচ্ছে। বেন এমন কখনোই করতে পারে না! ওর চরিত্রেই নেই এসব ব্যাপার। হাত তোলা তো দূরের কথা!"

"কী বলছিস এসব তুই?"

"সত্যি বলছি আমি ক্রিসি! ও মাছ পর্যন্ত খেতে পারতো না। বলতো, মাছেদেরও তো বাঁচার অধিকার আছে!"

"বেন ভেজিটেরিয়ান!," অবাক হলাম আমি।

"কেন তুই জানিস না?"

"না! আমি তো ওকে মাংস খেতে দেখেছি!"

"বলিস কী? বেন কোথায়? ওকে ফোনটা দে দেখি!"

"ও স্কুলে।"

"স্কুলে মানে? স্কুলে কী করছে ও?"

"ও একটা স্কুলের কেমিস্ট্রি বিভাগের হেড।"

BanglaBook.org

ক্ল্যারি চুপ হয়ে গেল কয়েক সেকেন্ডের জন্য, "বেন কোন স্কুলে কাজ করে?"

"আমি ঠিক জানি না।"

"ওর কাগজপত্র ঘেটে দেখ। আমাকে এখনই জানা!"

"কি হয়েছে ক্ল্যারি?"

"কিছু না। আমি ওর সাথে কথা বলতে চাই।"

"আচ্ছা দাঁড়া, আমি দেখছি।"

বেশি কষ্ট করতে হলো না। ওর অফিসের টেবিলটাতেই একটা প্যাড পাওয়া গেল। সেটার উপর স্কুলের নাম ছাপা আছে।

"ক্ল্যারি লাইনে আছিস?"

"আছি।"

"ওর স্কুলের নাম সেইন্ট এ্যান।"

"ঠিক আছে। আমি তোকে আধঘন্টা পর ফোন দিচ্ছি।"

ক্ল্যারি ফোন কেটে দেওয়ার সাথে সাথে একটা সম্ভাবনা আমার মাথায় উঁকি দিয়ে গেল। জেনারেল ওয়ার্ডে থাকার সময় বেন যখন আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসতো, তখন আমি প্রায়ই পালিয়ে যেতাম। বলতাম বেন আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। প্যারানয়া! খুব বাজে রকমের প্যারানয়া। সবই ছিল কল্পনা। কিন্তু নিশ্চয় সবকিছু বাস্তব মনে হতো আমার কাছে! এই মুহূর্তে কি আমার সাথে সেরকম কিছুই হচ্ছে? যদি এটা সত্য হয়, তাহলে চরম অবনতির দিকে যাচ্ছে আমার অবস্থা। প্রচণ্ড আতংকে পাথর হয়ে গেলাম। ক্ল্যারির ফোনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। ও বিশ মিনিট পর ফোন করল আবার।

"ক্রিসি?," ওর গলার আওয়াজ শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

"কি হয়েছে বল? বেনের সাথে কথা হয়েছে?"

"না। আমি শুধু চেক করার জন্য ফোন দিয়েছিলাম যে ও আসলেই স্কুলে কাজ করে নাকি।"

"কেন? তুই ওকে বিশ্বাস করিস না?"

BanglaBook.org

"বেন স্কুলে কাজ করে জেনে আমি অবাক হয়েছিলাম। আর্কিটেকচারে পড়াশোনা করেছে ও, একটা ফার্মও খুলেছিল। স্কুলে কেমিস্ট্রি কীভাবে পড়াচ্ছে সেটাই এলোতে পারছিলাম না আমি।"

"এখন এলোতে পারছিস?"

"না। সেখানে ফোন করে বলেছিলাম, আমি উনাকে কিছু অফিসিয়াল কাগজপত্র মেইল করতে চাই। তাই ডেজিগনেশন জানতে চেয়েছিলাম। ক্রিসি, ও কোন ডিপার্টমেন্টেরই হেড না। ও একজন ল্যাব এ্যাসিটেন্ট।"

"ও আমাকে ওর জব নিয়েও মিথ্যা বলেছে!," হতবাক হয়ে গেলাম আমি, "এসব আমার ভুলের কারণেই হয়েছে! ও হয়তো লজ্জা পাচ্ছিলো নিজের অবনতির কথা বলতে। আমার দেখাশোনা করতে গিয়েই হয়তো কাজ হারিয়েছে বেন, আর এখন ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট এর কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে!"

"এসব তোর ভুল না ক্রিসি!"

"এসব আমারই ভুল ক্ল্যারি," চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এলো আমার, "আমি একটা নির্জীব মানুষ। আমাকে বিয়ে করে ও কিছুই পায়নি। এমনকি আমাদের ছেলের শোক কাটানোর সময়ও আমি ওর পাশে থাকতে পারিনি!"

"ছেলের শোক মানে!," ক্ল্যারি হতভম্ব হয়ে গেল, "অ্যাডামের কি হয়েছে?"

"অ্যাডাম মারা গেছে ক্ল্যারি।"

"মানে! কবে? কখন?"

"গত বছর, আফগানিস্তানে।"

"আফগানিস্তানে কী করছিল ও?"

"ও আর্মিতে ছিল ... ওর ট্রুপসকে বাঁচানোর সময় ..."

"এসব তোকে কে বলেছে ক্রিসি?," আমাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিল সে।

"কেন?," অবাক হলাম আমি, "বেন?"

BanglaBook.org

"অ্যাডাম মারা যায়নি ক্রিসি। ও বার্মিংহামে আছে ওর গার্লফ্রেন্ড হেলেনের সাথে। তোর ছেলে কখনোই আর্মিতে ছিল না। ও একজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার!"

"অ্যাডাম বেঁচে আছে? কী বলছিস তুই?," মনে হলো আমি যে কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলব, "কিন্তু আমি যে বেনের অফিসে একটা পেপার কাটিঙে দেখলাম - অ্যাডাম হুইলার, বয়স উনিশ, ট্রুপসকে বাঁচাতে গিয়ে ..."

"ক্রিসি, আমি হলোপ করে বলতে পারি যে ওটা ভুয়া ছিল," বলল সে।

"ভুয়া?"

"এখন কম্পিউটার দিয়ে নকল অনেক কিছুই বানানো যায়, ক্রিসি।"

"বেন আমাকে এতো বড় মিথ্যা বলেছে?!"

"সেটা আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না ক্রিসি!"

"আমি অ্যাডামকে দেখতে চাই ক্ল্যারি!" এক নিমিষে আমার সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে গেল, "যত দ্রুত সম্ভব!"

"আমি ব্যবস্থা করছি। তুই থাক, আমি আসছি তোর বাড়িতে। বেনের সাথে কথা বলব আমি।"

"তুই সত্যিই আসবি?"

"হ্যাঁ!"

"অ্যাডামের ছবিগুলো নিয়ে আসিস তাহলে," অনুরোধ করলাম, "আগুনে ওর বেশিরভাগ ছবিই পুড়ে গিয়েছে।"

"কবে আগুন লেগেছিল!"

"দিন-তারিখ মনে নেই। তবে এখানে না, আমাদের পুরনো এ্যাপার্টমেন্টে।"

"ক্রিস্টিন," জোর গলায় বলল মেয়েটা, "তোদের পুরনো এ্যাপার্টমেন্টে কখনোই আগুন লাগেনি।"

"কী বলছিস? কিন্তু আমি তো দেখেছিলাম ... মানে, আমার কিছু স্মৃতির ফ্ল্যাশবাক হয় প্রায়ই। এমনই একটা ফ্ল্যাশব্যাকে

BanglaBook.org

আমি দেখেছিলাম- একটা দরজা আগুনে পুড়ছে ... আর তার জন্য আমিই দায়ি ছিলাম!"

ওপাশে কিছু সময়ের নীরবতা। ও হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "ক্রিসি, বেন দেখতে কেমন?"

"মানে?," ওর গলার স্বরের পরিবর্তন আমার ভয় ধরিয়ে দিল।

"বেনের বর্ণনা দে আমাকে। ও দেখতে কেমন? লম্বা?"

"হঠাৎ এই প্রসঙ্গ কেন? আগুনটা কি তাহলে আমিই লাগিয়েছিলাম?"

"না ক্রিসি," বলল সে, "পুরোটাই তোর কল্পনা। ওখানে কোনদিনই এমন কিছু হয়নি। হলে আমি সবার আগে জানতাম। এখন তুই বেনের কথা বল। ও দেখতে কেমন?"

"বেশি লম্বা না।"

"কালো চুল?"

"ঠিক বলতে পারব না। প্রায় সাদা হয়ে এসেছে ওর চুল। আচ্ছা দাঁড়া," বলে এক দৌড়ে ওয়াশরুমে চলে গেলাম। পুরনো ছবিগুলো খেয়াল করলাম, "না কালো না। বাদামী।"

"ওর গালে কোন কাটা দাগ আছে?," উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল সে।

ভালো মতন খেয়াল করলাম ছবিগুলো, "না। নেই!"

"কি বলছিস!," ক্ল্যারি চেচিয়ে উঠল, "দাগটা থাকতে বাধ্য! ও পাহাড়ে চড়তে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করেছিল!"

ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে ভয়ে গলা কেঁপে উঠল আমার, "নেই। কোন কাঁটা দাগ নেই ক্ল্যারি!"

"ক্রিস্টিন," প্রচণ্ড আতংকিত শোনাল ওর গলা, "আমি জানি না তুই কার সাথে আছিস। সে আর যে-ই হোক না কেন, ও কোনদিনই বেন হতে পারে না!"

"মানে!"

"সত্যি বলছি আমি!"

BanglaBook.org

পার্কিং-এ গাড়ি থামার আওয়াজ পেলাম। বেন যে কোন মুহূর্তে ভেতরে চলে আসবে। আমি বাথরুমের দরজা লক করে দিলাম।

"ক্রিসি ... আমি এখনই আসছি। তোর ঠিকানা বল আমাকে!"

"আমি-," ভয়ে কাঁপছিলাম আমি, "আমি আমার ঠিকানা জানি না ক্ল্যারি," প্রায় ফিসফিস করে বললাম, "বেন চলে এসেছে!"

"ও মাই গড," ক্ল্যারি আর্তনাদ করে উঠল, "মনে করার চেষ্টা কর! ফর গডস সেক!"

"ঠিকানাটা ডায়েরীতে লেখা থাকতে পারে। কিন্তু ডায়েরীটা আমি লুকিয়ে রেখেছি। এখন বের করতে পারব না," কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে যাচ্ছিল আমার।

"এখন তাহলে কী করবি তুই?"

"আজ রাতটা কোনভাবে কাটিয়ে দেব। ও কাজে বের হওয়া মাত্রই তোর কাছে চলে আসবো আমি।"

"তুই কি পারবি?"

"পারব!"

"সাবধানে থাকিস ... আর ডায়েরীতে এসব লিখে রাখতে ভুলিস না।"

"ভুলবো না আমি," দৃঢ় কণ্ঠে বললাম।

"আমার খুব চিন্তা হচ্ছে ক্রিস্টিন ...," প্রায় কেঁদে ফেলল সে।

একটু হাসার চেষ্টা করলাম, "আমার কিছুই হবে না ক্ল্যারি!"

*

লেখা শেষ। এরপরে আর কিছুই নেই। আতংকে শরীর অবশ হয়ে আছে আমার। ফ্লোর থেকে উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও আমার শরীরে অবশিষ্ট নেই। এসব কী হচ্ছে?! এই লোকটা তাহলে কে?

তার মানে, এর কিছুক্ষণ পরই সে আমার ডায়েরীটা খুঁজে পেয়েছিল। তারপর খুব সাবধানে এই পৃষ্ঠাগুলো কেটে নিয়েছে। পরদিন ঘুম ভেঙে আমি

BanglaBook.org

কিছুই মনে করতে পারিনি। ক্ল্যারিও আর আমাকে খুঁজে পায়নি। এতোবড় শহরে যদি কেউ লুকিয়ে থাকতে চায়, তাকে খুঁজে বের করা বেশ কঠিন একটা কাজ। তার মানে পরদিন যখন ডক্টর ন্যাশকে ডায়েরীটা পড়তে দিয়েছিলাম, তিনিও কিছুই বুঝতে পারেননি!

আচ্ছা! তাহলে এ কারণেই বোর্ডে বেনের সেই লেখাটা দেখে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল ? তার মানে আমার অবচেতন মন জানতো যে ওই হাতের লেখাটা বেনের নয়। কী গাধা আমি! ক্ল্যারির দেওয়া চিঠিটার সাথে ওটা একবার মিলিয়ে দেখলেও তো পারতাম। কিন্তু কীভাবে দেখবো? এর আগে তো কখনও এতো মারাত্মকভাবে সন্দেহই হয়নি ওকে!

আমি দরজার লক খোলার আওয়াজ পেলাম। লোকটা ভেতরে ঢুকলো। হাসিখুশি, প্রাণবন্ত একটা মুখ। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে সব?"

"কে তুমি?," কাঁপা কাঁপা স্বরে জানতে চাইলাম আমি।

"আমি বেন। তুমি ভালো মতোই জানো সব," একেবারে স্বাভাবিক ভাবে কথাগুলো বলল সে।

"না," বললাম আমি, "তুমি কখনোই বেন হতে পারো না। ক্ল্যারি আমাকে ফোনে সব বলেছে!," অনুভব করলাম, সেদিনের পুরোটা সময় মনে করতে পারছি। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সব। ডায়েরী পড়ে শুধুমাত্র ঘটনা জেনে বলছি না। আমার স্মৃতি কি ফিরে আসছে?

"ওই বেশ্যা মাগীটার কথা বিশ্বাস করার কোন কারণই নেই," সে বিরক্তি নিয়ে বলল, "আমি বেন না তো কে? কি বলছ তুমি এসব?"

"আমি সত্যি বলছি!"

"তাই?," বলে সে ফ্লোরে বসে পড়ল। আমার মুখোমুখি। ওর ব্যাগ থেকে একটা এ্যালবাম বের করল। একটা ছবি দেখিয়ে বলল, "এই দেখো আমাদের বিয়ের ছবি।"

এই ছবিটা আমি আগেও দেখেছি। ওই মেটাল বক্সটাতে। ক্ল্যারির কথাটা আমার মাথায় ভেসে উঠল। *এখন কম্পিউটার দিয়ে নকল অনেক কিছুই বানানো যায় ক্রিসি।*

"এগুলো এডিট করা যায়!," চিৎকার করে বললাম, "সত্যি করে বলো তুমি কে?"

BanglaBook.org

"আমিই বেন, ক্রিস্টিন," বেন বরলো, "তোমার মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। হোটেল দেখে তুমি প্যানিকড হয়ে গিয়েছো।"

"অ্যাডামের সাথে তোমার কোন ছবি আছে?," আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললাম, "তুমি যদি ওর বাবা হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই ওর সাথে তোমার ছবি থাকবে!"

"অবশ্যই আছে। কিন্তু এখন তো ওই ছবিগুলো আমার সাথে নেই।"

"তুমি অ্যাডামের বাবা হতে পারো না কোনভাবেই। তুমি বেন নও!," কথাটা বলার সাথে সাথে কালো চুলের সুদর্শন এক যুবকের ছবি ভেসে উঠল মাথায়। গালে একটা কাঁটা দাগ। ওর ছবি আমাকে স্ক্যানের সময়ও দেখানো হয়েছিল। আমি সেবারও চিনতে পারিনি ওকে। তবে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই লোকটা কে? ওয়েরিং হাউজের কোন পাগল? নাকি সাইক্রিয়াটিক ওয়ার্ড থেকে পালিয়ে আসা কেউ? ও কী চায় আমার কাছে?

"ক্রিস্টিন," সে বলল, "এখন আমি আছি তোমার জীবনে। অ্যাডামকে তোমার আর প্রয়োজন নেই। ওকে ভুলে যাও।"

"মানে!," প্রচণ্ড অবাক হলাম আমি, "কী বলতে চাও তুমি?"

"আমি আছি তোমার সাথে। তুমি আমাকে ভালোবাসো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। সহজ হিসাব। বেন আর অ্যাডামকে ভুলে যাও তুমি।"

বেন আর অ্যাডামকে। এই প্রথম সে স্বীকার করে নিলো যে সে বেন নয়! ভয়ের একটা স্রোত খেলে গেল আমার পুরো শরীরে। জানালা দিয়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। কিন্তু আমি ভিজে জবজবে হয়ে আছি একদম।

"তুমি কী চাও?," প্রচণ্ড ভয় নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

"কিছুই চাই না আমি," বলল লোকটা, "শুধু আমাকে মনে করলেই চলবে। শুধু একবার মনে করো কতোটা ভালোবাসতে তুমি আমাকে। কতোটা চাইতে তুমি আমাকে!"

"তোমাকে ভালোবাসতাম আমি?," চিৎকার করে উঠলাম, "আমি তোমাকে জীবনেও দেখিনি। কে তুমি?"

লোকটার চেহারায় কষ্টের একটা স্পষ্ট ছাপ পড়ল, "তুমি আমার কথা মনে করতে পারছো না? চেষ্টা করো। অবশ্যই পারবে," সে হামাগুড়ি দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো একটু। আতংকে পিছিয়ে গেলাম আরও। প্রচণ্ড ভয়ে আমি যেন ছিটকে পড়লাম। দাঁড়ানোর কোন শক্তিই পাচ্ছি না শরীরে।

BanglaBook.org

"ওই ডায়েরীতে লিখেছো যে তুমি আমাকে ভালোবাসো। অনুভব করতে পেরেছো, আমাকে ভালোবাসো তুমি!"

"আমার ডায়েরী!," চমকে উঠলাম। সে আমার ডায়েরীর সবকিছু পড়ে ফেলেছে। যদিও এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। খুব সম্ভবত আরও আগে থেকেই আমার ডায়েরী পড়া শুরু করেছে লোকটা, "তুমি কতোদিন ধরে আমার ডায়েরী পড়ছো?"

আমার প্রশ্নটা যেন শুনতেই পেলো না ও। একটা টেবিলের গায়ে শরীর এলিয়ে দিল। বাইরে থেকে নিওন সাইনের লাল আলো ওর মুখে এসে পড়ছে। সাক্ষাৎ শয়তানের মতন লাগছে ওকে। প্রচণ্ড আতংকে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে এলো।

"বুকে হাত রেখে বলতে পারবে তুমি আমাকে ভালোবাসো না?," সে একটু এগিয়ে এলো আমার দিকে। ড্রেসিং টেবিলটার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দিলাম আমি। আমার পায়ে হাই হিলো। কাছাকাছি আসলে ওর মুখের উপর লাথি মারতে পারব। একটুখানি সাহস অনুভব করলাম নিজের ভেতর, "তুমি বলতে পারলে না, দেখলে? কারণ তুমি আমাকে ভালোবাসো। ওই বেজন্মা মাদারচোদ বেনকে তুমি জীবনেও ভালোবাসতে পারোনি। ও তোমাকে ফেলে পালিয়েছিল। আমি সবসময় তোমার পাশে ছিলাম," সে হাসল, " আমার কথা মনে পড়েছে তোমার? কীভাবে দেখা হয়েছিল আমাদের?"

ও বলেছিল লাইব্রেরীতে ওর উপর কফির ফেলে দিয়েছিলাম। সেটা নিশ্চয় একটা নিপাট মিথ্যা ছিল!

"মনে আছে সেই ক্যাফেটার কথা?," হাসল সে, "যেখানে তুমি প্রতিদিন একটা টাইপরাইটার নিয়ে খটখট করতে? প্রতিদিন একটা চেয়ারেই বসতে। জানালার পাশে। মাঝে মধ্যে স্ট্রলারে একটা বাচ্চা ছেলে থাকতো। আমি প্রতিদিনই খেয়াল করতাম তোমাকে। আমিও সেই ক্যাফেটাতে প্রতিদিন যেতাম। একদিন আবিষ্কার করলাম আমি শুধু তোমাকে দেখতেই প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে বসে থাকছি "

ক্যাফে!

হ্যাঁ। ক্ল্যারি আমাকে একটা ক্যাফের কথা বলেছিল। তার মানে এখন সে সত্যি বলছে। একটুখানি বিরতি নিয়ে সে আমার বলতে শুরু করল, "তোমাকে দেখতে একটা জ্যান্ত পরির মতো লাগতো। সবসময় ছুঁতো খুঁজতাম তোমার সাথে একটু কথা বলার। কিন্তু সাহস করে এগোতে পারতাম না। ভয়

BanglaBook.org

হতো। কিন্তু উপরওয়ালাও চাইছিল যে আমাদের মাঝে কিছু একটা হোক। তিনিই একদিন সুযোগ করে দিলেন কথা বলার। কফি আর ব্রাউনির বিল দিতে গিয়ে দেখলে পার্স ভুলে বাসায় ফেলে এসেছো। সেদিন আমি নিজ থেকে এগিয়ে গিয়ে তোমাকে ধার দিয়েছিলাম। তুমি বলেছিলে তোমার ইজ্জত বাঁচানোর জন্য সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে তুমি আমার প্রতি।"

তার মানে এই সেই লোক!

বুক ধড়ফড় করতে লাগল আমার। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে মারা যাব। সে আবার শুরু করল, "পরদিন আবার দেখা হয়েছিল আমাদের। তুমি নিজে থেকে জানতে চেয়েছিলে, আমি কেমন আছি। সেদিন থেকেই আমাদের আলাপ শুরু। আমাদের দু'জনের অনেক পছন্দ মিলে গিয়েছিল। খুব ভালো বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। কিছু মনে পড়ছে?"

না। আমার কিছুই মনে পড়ছিল না। আমার চেহারা দেখে খুব সম্ভবত সে বুঝতে পারল বিষয়টা। আবার বলতে শুরু করল, "তারপর থেকে প্রতিদিন দেখা হতো আমাদের। আমরা এদিকে সেদিকে ঘুরতে যেতাম। প্রচুর ছবি তুলতাম। আমাদের সম্পর্কটা আরও গভীর হতে শুরু করে একদিন। খুব গভীর ..."

সেই পুরনো অনুভূতি। আমার মাথায় একটা স্মৃতি ভেসে উঠল। পুরোপুরি নগ্ন হয়ে বিছানায় শুয়ে আছি দু'জন। ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে। সুখের চরম আবেশে সময় কাটিয়ে আমরা দু'জনই ক্লান্ত। সে আমাকে আবার কিস করা শুরু করল।

"থামো ... প্লিজ থামো। বেন যে কোন মুহূর্তে চলে আসবে।"

সে কোন কথাই শুনলো না।

"মাইক থামো! প্লিজ!"

বিদ্যুত চমকের মতো ওর নামটা আমার মাথায় খেলে গেল, "মাইক! তোমার নাম মাইক। তাই না?," কথাটা বলতে গিয়ে ভয়ে গলা কেঁপে গেল আমার।

তীব্র আনন্দের ছাপ পড়ল লোকটার মুখে, "তুমি মনে করতে পেরেছো ক্রিস্টিন! আমি জানতাম তুমি পারবে। হ্যাঁ আমার নাম মাইক!"

ঘৃণায় গা রি রি করে উঠল আমার। এতোটা জঘন্য ছিলাম আমি? এতোটা? আমি আমার দ্বিতীয় বইয়ের কাজ করছিলাম। বেন সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলো। অনেক কষ্টের পর কপালে মা হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আর

BanglaBook.org

বেন যখন বাড়িতে থাকতো না, তখন আমি অন্য একটা ছেলের সাথে এসব করে বেড়াতাম?

আমার মুখে কোন কথা ফুটলো না। মাইকের কণ্ঠে অনুনয় ঝরে পড়ল, "আরেকটু চেষ্টা করো ক্রিস্টিন! আরেকটু! তাহলেই মনে করতে পারবে তুমি কতোটা ভালোবাসতে আমাকে!"

"আমি কখনোই তোমাকে ভালোবাসিনি," চিৎকার করে বললাম আমি, "তুমি একটা অসুস্থ মানুষ। উন্মাদ!"

"তুমি আমার নাম মনে করতে পেরেছো!," খুশিতে ঝলএলো করে উঠল সে, "ভালো যে বাসতে সেটাও মনে করতে পারবে তুমি!"

"না," চেচিয়ে উঠলাম, "আমি কখনোই তোমাকে ভালোবাসিনি। আমি শুধু তোমার নামটাই মনে করতে পেরেছি!"

সে বিচ্ছিরি ভাবে হেসে উঠল, "ক্রিস্টিন! তুমি বেনের কোন স্মৃতিই মনে করতে পারো না ... সেখানে তুমি লিখেছো তুমি আমাকে ভালোবাসো, আমার নাম মনে করতে পেরেছো। এর মানে কী? এর মানে তুমি বেনকে কখনোই ভালোবাসোনি! তুমি আমাকে ভালোবাসতে!," সে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো আমার দিকে। আমি ছুটে পালাতে চাইছিলাম, কিন্তু পারছিলাম না। সে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি ক্রিস্টিন ... তোমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই। বেন আর অ্যাডামকে তুমি ভুলে যাও। ওরা তোমাকে ঘৃণা করে। পঁচে মরবার জন্য ওরা তোমাকে ওই হসপিটালে রেখে পালিয়েছিল। আমরা এই শহর থেকে দূরে চলে যাব। নতুন জীবন শুরু করব।"

ভয় ছাপিয়ে প্রচণ্ড রাগে পুরো শরীর কেঁপে উঠল আমার। ধাক্কা দিয়ে ওর আলিঙ্গন থেকে ছুটে বেরোতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। প্রচণ্ড জোর সেই হাতে, "কুত্তার বাচ্চা!," চিৎকার করে বললাম আমি, "তুই কোন মুখে ওদের নিয়ে এসব আজেবাজে কথা বলিস!"

"আস্তে, ক্রিস্টিন, আস্তে!," যেন সে কোলে নিয়ে একটা ছোট বাচ্চাকে ঘুম পাড়াচ্ছে, "এভাবে চেঁচিয়ো না। কেউ শুনে ফেলবে," ফিসফিস করে বলল, "আমাকে রাগিয়ো না, প্লিজ। আমার রাগ খুব বাজে। সেদিন আমাকে না রাগালে, আর এইদিন দেখতে হতো না!"

BanglaBook.org

সাথে সাথে আমার মাথায় কিছু স্মৃতি সিনেমার দৃশ্যের মতন ভেসে উঠল। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এই লোকটাকে। আমাদের পুরনো এ্যাপার্টমেন্টের জানালার কাঁচ পরিষ্কার করছিলাম আমি। রাস্তার ওপাশে মাইককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এক ছুটে নিচে নাএলোম। রাস্তার পাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কী করছো এখানে?"

"বেনের সাথে দেখা করতে এসেছি, ক্রিস্টিন!"

"কেন?," আমি ভয়ে আঁতকে উঠলাম।

"ওকে সবকিছু জানাতে," সে বলল, "বেনকে বলব যে তুমি ওকে আর ভালোবাসো না। তুমি আমাকে ভালোবাসো। ও যাতে তোমাকে ছেড়ে দেয়!"

"মাইক, তুমি পাগল হয়ে গিয়েছো! কি বলছ এসব!"

স্পষ্ট মনে করতে পারলাম, সেদিন অনেক বেগ পেতে হয়েছিল ওকে বিদেয় করতে। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিলাম আমি। সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এই পাগলের সাথে আর না। সম্পর্ক শেষ করার অভিজ্ঞতাটাও খুব বাজে ছিল। উন্মাদের মতো কাঁদতে শুরু করেছিল ও। আমার পা জড়িয়ে ধরে বলছিল, ওকে যেন ছেড়ে না যাই!

বেনের সাথে সম্পর্ক এমনিতেই অনেক খারাপ যাচ্ছিল। একদিন রাতে প্রচণ্ড ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই আমি। কলেজের এক বান্ধবীর বাসায় গিয়ে উঠি। সে আমাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরত পাঠায়। পরদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে, লেখার টেবিলে টাইপরাইটারের ওপর টাইপ করা একটা নোট, টিকেট আর একতোড়া ফুল খুঁজে পাই। নোটটায় লেখা ছিল -

> আমি সবকিছুর জন্য দুঃখিত ক্রিস্টিন। আমি তোমাকে ভালোবাসি। প্লিজ, চলো সবকিছু ঠিক করে ফেলি। আজকের আবহাওয়াটা খুব সুন্দর। রাতটা আরও সুন্দর হবে। ঠিক রাত বারোটায় ব্রাইটনের রিয়ালটো গেস্ট হাউজের ১০১০ নাম্বার রুমে আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্য।
>
> - বেন।

BanglaBook.org

আনন্দে আমার মন ভরে উঠেছিল নোটটা দেখে। আমিও চাইছিলাম যাতে সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। বেন সেটার জন্য এতো সুন্দর একটা সুযোগ করে দেবে আমি ভাবতেই পারিনি। সাথে সাথে ব্যাগ গুছিয়ে ট্রেনে উঠে ব্রাইটনে চলে এসেছিলাম। রিসেপশন থেকে চাবি নিয়ে রুমে ঢুকেই আলো আঁধারীর খেলা আর শ্যাম্পেইনের বোতল দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, বেন আমার আগেই চলে এসেছে। আমি বাথরুমে গিয়ে গোসল সেরে বেনের জন্য সাজলাম, যেভাবে ও পছন্দ করতো ঠিক সেভাবেই। তখনই দরজায় নক! দরজা খুলে আতংকে জমে গিয়েছিলাম আমি। সেখানে বেনের বদলে দাঁড়িয়ে ছিল মাইক!

আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো, "তুমি!," কান্নায় ভেঙে পড়লাম, "তুমিই আমার এই অবস্থা করেছিলে সেদিন!"

"এমনটা করতে চাইনি, বিশ্বাস করো," নিজের সাফাই গাইলো সে, "আমি অনেক চেষ্টা করেও তোমার সাথে দেখা করতে পারছিলাম না। তোমার কোন খবরই পাওয়া যাচ্ছিল না। অথচ তোমাকে দেখার জন্য আমি পাগল হয়ে ছিলাম। তারপর এক সন্ধ্যায়, চুরি করে ঢুকলাম তোমার বাড়িতে। কেউ ছিল না সেদিন। প্ল্যানটা আগেই করা ছিল। বেনের নামে একটা ভুয়া নোট লিখলাম তোমার টাইপরাইটারে। পাশে ব্রাইটনে যাওয়ার একটা ট্রেনের টিকেট আর কিছু ফুল রেখে এসেছিলাম। রুমটা আগেই বুক করা ছিল। আমি জানতাম ফাঁদটা কাজে দিবে। বেনের সাথে খারাপ সম্পর্ক যাচ্ছিল তোমার। সেটা ঠিক করার এই সুযোগ তুমি হেলোয় হারাতে না!"

লজ্জায় নিজের ভেতরটা একদম বিষিয়ে উঠল। এইরকম একটা ফাঁদে কীভাবে পা দিয়েছিলাম আমি? শুধুমাত্র একটা টাইপ করা নোটের ভরসায় আমি এখানে চলে এসেছিলাম?

"কেন আমার সাথে এমন করলে, মাইক? আমি কী করেছিলাম?"

"কী করেছিলে?," মাইক অবাক হলো, "তুমি বুঝতে ভুল করেছিলে, ক্রিস্টিন। তুমি বেনকে চাইতে না কখনোই। তুমি আমাকে ভালোবাসতে। আমাকে চাইতে ... তুমি বেনের কাছে পঁচে মরবে, সেটা মেনে নিতে পারিনি আমি। তোমাকে বোঝাতে চাইছিলাম সব। তুমি কিছু না বুঝেই আমাকে চড় মারলে। বেরিয়ে যেতে চাইলে এখান থেকে। আমি তোমরা পায়ে ধরে প্রেম ভিক্ষা চেয়েছিলাম। তুমি লাথি মেরেছিলে আমার মুখে ...," সে থামলো। গলার স্বরে নাটকীয় পরিবর্তন এলো ওর, "তারপর আমার রাগ উঠে গেল। আমার রাগ খুব বাজে রাগ। রাগলে আমি অমানুষ হয়ে যাই, ক্রিস্টিন। বিশ্বাস

BanglaBook.org

করো, আমি ইচ্ছে করে এমন করি না। এটা একটা রোগ। মানসিক রোগ। তারপর যে কী হয়ে গেল, আমি বুঝতেই পারলাম না। নিজের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সব রাগ, সব ক্ষোভ আমি তোমার উপরে মেটালাম!"

"বেজন্মা!," চিৎকার করে উঠলাম আমি, "তুই আমাকে ভালোবাসতি? তাহলে আমার এই অবস্থা করেছিলি কেন! আমাকে ফেলে পালিয়েছিলি কেন? আমার সব আইডেনটিটি ধ্বংস করে দিয়ে তুই পালিয়েছিলি সেদিন!"

"চুপ!," আমার মাথাটা দুই হাতে চেপে ধরে আমার দিকে তাকলো, "চেঁচিও না। আমাকে রাগিও না, প্লিজ! আমি চাইছিলাম তোমাকে মেরে ফেলতে। তোমাকে মরার জন্য ফেলে রেখে গিয়েছিলাম আমি। আই.ডি কার্ড সরিয়েছিলাম, কারণ আমি চাইতাম ওই বেন মাদারচোদটা যাতে তোমার লাশটাও খুঁজে না পায় ... আর আমি পালাইনি, ক্রিস্টিন। বরং তোমার আরও কাছে যেতে চেয়েছিলাম। আর তাই, হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন।"

"মানে!," চমকে উঠলাম আমি।

"আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তুমি আর বাঁচবে না। আত্মহত্যা করতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু পারছিলাম না। শেষ বারের মতো মায়ের কবরটা দেখতে ইচ্ছে করছিল। সেটা দেখতে গিয়েই দেরি হয়ে গেল। ফিরে এসে খবরের কাগজে পড়লাম তুমি বেঁচে আছো!"

ভয়ে আতংকে আমার গলা শুকিয়ে গেল। চেষ্টা করেও একটা শব্দ বের হলো না মুখ দিয়ে।

"আমি প্রতিদিন তোমাকে দেখতে যেতাম, ক্রিস্টিন। ওরা আমাকে ঢুকতে দিতো না। দূর থেকে তাকিয়ে থাকতাম আমি। ওই বেন বেজন্মাটা সারাক্ষণ আশেপাশেই থাকতো তোমার। তারপর তোমাকে ওরা সাইক্রিয়াটিক ওয়ার্ডে নিয়ে গেল। সেখানে আরও বেশি কড়াকড়ি। তোমাকে আটকে রাখতো ওরা। ঢোকার সুযোগই ছিল না। ভুয়া ভলান্টিয়ার, রিসার্চার পরিচয় দিয়ে অনেক কষ্টে সেখানে ঢুকতে হতো আমার। দরজার বাইরে দিয়ে তোমাকে দেখতাম। ঘন্টার পর ঘন্টা ..."

"আমার এই অবস্থা করেও সাধ মেটেনি তোমার? তারপরও আমার পেছনে পড়ে ছিলে?"

"আমি যে তোমাকে ভালোবাসি, ক্রিস্টিন! তোমার জন্য আমি সব করতে পারি। তুমি কী জানো, ভুয়া পরিচয় দিয়ে ওয়েরিং হাউজ থেকে তোমাকে বের

BanglaBook.org

করতে কতোটা ঝামেলা করতে হয়েছে আমার?," সে বেশ গর্বের সাথে বলল, "যখন দেখলাম বেন আর প্রতিদিন তোমাকে দেখাতে আসছে না, প্রচণ্ড খুশি হয়েছিলাম। ক্ল্যারি মাগিটাও আসা কমিয়ে দিয়েছিল। একসময় মাসে একবার, দু' মাসে একবার আসতো ও। আমি সেই সুযোগটাই নিলাম। আমার কপাল ভালো যে তুমি যেই ওয়ার্ডে থাকতে সেখানে দু'জন নতুন নার্স জয়েন করেছিল। পুরনো দুইজন কোন এক কারণে চাকরী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ওরা আমাকে চিনতোনা। তবে প্রতিদিন দেখতো। নিকোল তো আমার ভালোবাসা দেখে আমার ভক্তই হয়ে গেল। তারপর একদিন ঠিক করলাম, আর না! এবার তোমাকে আমার কাছে আসতেই হবে। বেনের আইডেনটিটি প্রমাণ করতে যত রকমের ভুয়া কাগজ লাগে, সব জোগাড় করেছিলাম আমি ... তারপর ..."

ওর আর কথাটা শেষ করতে হলো না। এর আগেই সেই দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। রিসেপশন ডেস্কের উপর একটা ফাইলে সাইন করছে বেন। ওর পাশে একটা নার্সের ইউনিফর্ম পরা মেয়ে দাঁড়ানো। কাছে এগিয়ে এসে, আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমি অনেক ভাগ্যবতী। এমন হাজবেন্ড পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। তোমাকে অনেক মিস করব আমি!"

আমার চোয়াল ঝুলে পড়ল ভয়ে, "কতদিন ধরে তুমি বেন সেজে অভিনয় করছো আমার সাথে?"

"যেদিন থেকে তোমাকে নিয়ে ক্রাউচ এন্ডে উঠেছি। এ ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না ক্রিস্টিন ...," বলল সে, "তবে এই বেন হয়ে থাকতে থাকতে বেনের উপর ঘেন্নাটা আরও বেড়ে গেছে। আমি আর বেন থাকতে পারব না। আমি এখন থেকে মাইক। বুঝেছো কিছু? তুমি তোমার ডায়েরীতে লিখেছিলে, এই দিনটার কথা মনে করতে পারলে তোমার পুরনো সব স্মৃতি মনে পড়ে যাবে। নাও, নিয়ে এসেছি তোমাকে এখন। মনে করো সেই দিনটার কথা!"

এই উন্মাদের হাত থেকে পালাতে হবে যে কোন মূল্যে - ভাবলাম আমি। এই হোটেলে থেকে বেরোতে হবে আমার। একবার বেরোতে পারলেই ওর সব খেল খতম। আমি কি চিৎকার করব? চিৎকার করার ঝুঁকি আমি নিতে চাই না। তাহলে ও আঘাত করার সুযোগ পেয়ে যাবে। বাইরের বারটায় প্রচণ্ড জোরে মিউজিক বাজছে। এই ফ্লোরে বসেও বেইজের বিট অনুভব করতে পারছি আমি। আর তাছাড়া হোটেলটাও খালি। চিৎকার করলেও কি কেউ শুনবে?

"আমি তোমার বিষয়টা বুঝতে পেরেছি মাইক," নিচু স্বরে বললাম, "তুমি আসলেই আমাকে অনেক ভালোবাসো!"

BanglaBook.org

ওর মাথায় বাজ পড়লেও হয়তো এতো অবাক হতো না সে, "সত্যি বলছ তুমি?!"

"হ্যাঁ। যখন আমার হাজবেন্ড, ছেলে, বেস্টফ্রেন্ড সবাই আমাকে ফেলে চলে গিয়েছিল, তখন শুধু তুমিই আমার পাশে ছিলে!"

ওর চোখ ভিজে উঠল, "আমি জানতাম ক্রিস্টিন, আমি সত্যি জানতাম যে একদিন তুমি বুঝবে ..."

"চলো, আমরা তাহলে বাড়ি ফিরে যাই ..."

"বাড়ি ফিরে যাই?," সে চিৎকার করে উঠল, "বাড়িতে ফেরার কোন সুযোগ নেই হাতে! সব তোমার জন্য হয়েছে! তুমি ক্ল্যারিকে বলে দিয়েছো যে আমি বেন না, অন্য কেউ!," আমাকে প্রচণ্ড জোরে চেপে ধরল সে, "কেন করলে কাজটা? আমরা কি ভালো ছিলাম না? নকল বেন হয়ে আমি কি তোমাকে ভালোবাসছিলাম না? একটা ফোনকল ... শুধুমাত্র একটা ফোনকল দিয়ে তুমি সব নষ্ট করে দিলে," সে একটু থামলো। পিছিয়ে গিয়ে আবার টেবিলের গায়ে ঠেস দিয়ে বসল, "তবে একদিক দিয়ে ভালোই করেছ। আমাকে আর বেনের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে না।"

আবার হামাগুড়ি দিয়ে আমার দিকে এগোতে শুরু করল মাইক, "বলো ক্রিস্টিন। তোমার কি মনে পড়েছে? কতোটা উন্মাদের মতন ভালোবাসতে তুমি আমাকে?"

প্রচণ্ড ভয় পেলাম। মনে হলো ভয়াবহ অশুভ একটা কিছু পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। না! এ আমি হতে দিব না কিছুতেই। একবার এই জানোয়ারটার কারণে সবকিছু হারিয়েছি। আর সেটা হতে দিচ্ছি না আমি।

কাছে আসতেই প্রচণ্ড জোরে ওর নাক বরাবর পা চালালাম। অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে, নাক চেপে ধরে মেঝেতে শুয়ে পড়ল সে। এই সুযোগ। পালাতে হবে আমাকে। তবে তার আগে আমার ডায়েরীটা নিতে হবে।

মেঝের একদিকে পড়ে আছে জিনিসটা। বাজপাখির মতন ছোঁ দিয়ে তুলে নিলাম। খাম থেকে বের করা পৃষ্ঠাগুলো নিয়ে, ডায়েরীর ভেতর রেখে দরজার দিকে দৌড় দিলাম। তবে পালাতে পারলাম না।

মাইক হামাগুড়ি দিয়ে এসে আমার পা ধরে প্রচণ্ড টান দিল। তাল হারিয়ে নিচে পড়ে গেলাম আমি। চোয়ালে প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। মুখ ভরে গেল নোনা রক্তের স্বাদে। দাঁত দিয়ে জিভ কেটে গেছে আমার।

BanglaBook.org

"কোথায় পালাচ্ছিস তুই খানকি মাগি?," প্রচণ্ড বিচ্ছিরি ভাবে বলে উঠল সে। ওর চেহারা দেখে ভয়ে আঁতকে উঠলাম আমি। আমাকে নিচে চেপে ধরে বুকের উপর উঠে প্রচণ্ড জোরে একটা চড় বসালো ও, "বলেছি না আমাকে রাগাবি না? কথা কানে যায় না তোর?"

অ্যাড্রেনালিনের স্রোত বয়ে গেল শরীরে। এক মুহূর্তে কোথায় যেন উবে গেল সব ভয়। মন থেকে কে যেন সাহস দিল, এই নরকের কীটের হাতে আমি কোনভাবেই নিজেকে সমর্পণ করব না। কিছু বুঝের ওঠার আগেই ওর ডান হাতটা টেনে দিয়ে শরীরের সব শক্তি দিয়ে কামড় বসালাম।

আর্তচিকার করে উঠল ও। প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুষি চালালো পেটে। ফুসফুসের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেলো। ছেড়ে দিলাম ওর হাত। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম ওকে উপর থেকে।

"ক্রিস্টিন," বাম হাত দিয়ে ডান হাতের তালু চেপে ধরে আছে সে। কাঁতরাচ্ছে যন্ত্রণায়, "প্লিজ, এমন করো না। আমাকে ছেড়ে যেও না তুমি।"

ওকে আবার আঘাত করতে হবে। যেভাবে পারি। ড্রেসিং টেবিলের উপর দুটো ফুলদানি পাওয়া গেল। দুটোই প্রচণ্ড জোরে ওর মাথায় ভাঙলাম। তীব্র যন্ত্রণায় মেঝেতে নেতিয়ে পড়ল ও। ডায়েরীটা আবার তুলে নিলাম আমি। এবার যে কোন মূল্যে বেরোতে হবে আমার।

তবে পারলাম না। বুনো শুয়োরের মতন ধেয়ে এলো ও, দরজার সামনে থেকে ছুড়ে ফেলল আমাকে। মেঝেতে ছিটকে পড়লাম আমি।

"বেশ্যা মাগি কোথাকার," আক্রোশে মুখ বিকৃত হয়ে আছে ওর, "কোথায় যাচ্ছিস তুই? লাগিয়ে বেড়াতে? আজ আমি মাইক হয়েই বের হবো এখান থেকে। আর সেটা যদি না পারি, দুটো লাশ বের হবে এই ঘর থেকে।

সেই পুরনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি। চুল ধওে আমাকে বাথরুমের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল ও।

"না!," আমি চিৎকার করলাম, "প্লিজ, হেল্প! কেউ কি আছেন আশেপাশে?"

না। কোন প্রতুত্তর নেই। চড়া বেইজের সাউন্ড যেন ব্যাঙ্গ করে উঠল আমাকে।

"মাইক, আমাকে ছেড়ে দাও প্লিজ!"

BanglaBook.org

প্রচণ্ড শক্তিতে আমার মাথাটা নিয়ে মেঝের সাথে আছড়ে ফেলল ও। একবার, দু'বার, তিনবার - না, এরপরে আরও কয়বার আঘাত করল আমি জানি না। আমার আর কিছু মনে নেই। খুব সম্ভবত জ্ঞান হারাচ্ছি আমি ।

*

আমার সামনে মাইক বসে আছে, শার্ট ছিড়ে গেছে ওর। পুরো মুখ আঘাতের চিহ্নে বিকৃত হয়ে আছে। সাদা শার্ট রক্তে লাল। চেহারায় আক্রোশে ছাপ। আমার দিকে নরম দৃষ্টিতে তাকালো সে, "উঠেছো তুমি? গুড মর্নিং ক্রিস্টিন!," ঘাড়টা নাড়াতেই প্রচণ্ড ব্যথায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল আমার।

"এই দেখো, কী এটা!," বলে আমার ডায়েরীটা আমার চোখের সামনে তুলে ধরল ও। বাচ্চারা যেভাবে বন্ধুদের নতুন খেলনা দেখায় ঠিক সেভাবেই। আমি সেটা নিতে হাত বাড়াতেই খেয়াল করলাম, আমাকে একটা চেয়ারের সাথে বেঁধে রেখেছে ও। মুখে একটা কাপড় গুঁজে দেওয়া।

মাইক একটা স্টিলের বড় পাত্র তুলে নিলো হাতে। তার ভেতর ডায়েরীটা রেখে পকেট থেকে ম্যাচের বাক্স বের করল সে। ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে ডায়েরী কোনায় ধরে রাখলো কিছুক্ষণ। আগুনের ফুলকি দেখা দিল একটু একটু করে। আমি চিৎকার করতে চাইলাম। পারলাম না। অস্ফুট গোঙানি ছাড়া আর কিছুই বেরিয়ে এলো না মুখ থেকে।

চোখের সামনে আমার একমাত্র সম্বল পুড়ছে। আমার কিছুই করার নেই। শুধু দেখছি।

"ঘুমিয়ে পড়ো ক্রিস্টিন," বললাম আমি। কাল থেকে তোমার নতুন জীবন শুরু হবে। প্লিজ, ঘুমিয়ে পড়ো!"

প্রচণ্ড শক্ত বাঁধন। টানাটানি করেও কোন লাভ হলো না।

"লাভ নেই ক্রিস্টিন। খুলতে পারবে না। ঘুমিয়ে পড়ো। নতুন গল্প বানাতে হবে তোমাকে শোনানোর জন্য।"

এই শুওরের কাছে আমি কোনভাবেই হার মানছি না!

ভেতর থেকে কথাটা অনুভব করলাম আমি। নিজের শরীর সুদ্ধ চেয়ারটা নিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম। প্রচণ্ড জোরে নড়াচড়া শুরু করলাম। তেমন একটা লাভ হলো না। শরীরের সব শক্তি এক করে আরেকবার চেয়ার সহ ঝাপিয়ে পড়লাম বেনের উপর।

হ্যাঁ, এবার পারলাম। চেয়ার নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম বেনের উপর। ওর হাত থেকে ছিটকে পড়ল সেই পাত্রটা। আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে

BanglaBook.org

গিয়ে আমার শরীরের ভারে আমার নিচে চাপা পড়ে গেল ও। মট করে একটা শব্দ হলো। কীসের আমি জানি না। দু'জনের কারও হয়তো হাড় ভেঙেছে!

বেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। এই প্রথম সে কোন উপকার করল আমার। চেয়ার নিয়ে চিৎ হয়ে পড়াতে চেয়ারের পেছনের অংশটা ভেঙে গেল। আমার হাত দুটো মুক্ত হয়ে গেল মুহূর্তেই।

"ও মাই গড!," চিৎকার করে উঠল বেন।

ওর চোখ লক্ষ্য করে তাকালাম আমি। ওই স্টিলের পাত্রটা থেকে ডায়েরীটা কার্পেটের উপর ছিটকে পড়েছিল। সেখান থেকে আগুন ধরে গিয়েছে কার্পেটে। ছড়াতে ছড়াতে পর্দা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়বে আগুন।

এতো বড় বিপদেও কীভাবে মাথা ঠাণ্ডা রাখলাম আমি জানি না। একটানে খুলে ফেললাম নিজের পায়ের বাঁধন। অতি দ্রুত পরিকল্পনা সাজিয়ে নিলাম। ডায়েরীটা এখন আর নেই। আমি আহত। যেভাবেই হোক নিচে নামতে হবে। ফোন করতে হবে ক্ল্যারি অথবা ন্যাশকে। ঘুমিয়ে পড়ার আগেই করতে হবে সব।

এক ছুটে দরজার দিকে দৌড় দিলাম আমি। এবারও পারলাম না। বেন আমাকে টেনে ভেতরে নিয়ে গেল।

"আমাকে ছেড়ে যেও না ক্রিস্টিন!," বলল সে, "হয় আজ দু'জন বেঁচে ফিরব, নাহয় কেউই না।"

এতো শক্তি এতোক্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিল আমি জানি না। ধাক্কা দিয়ে কার্পেটের উপর ছিটকে ফেললাম ওকে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে কাঁঠের একটা ভারী টুল ছিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেটা ওর উপর ছুড়ে ফেললাম। একটা পায়া ভেঙে গেল সেটা। প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে সেটা তুলে নিলাম আমি। উন্মাদের মতো আঘাত করতে শুরু করলাম ওর শরীরে, মাথায়। কপাল ফেটে রক্ত বের হয়ে এলো ওর। আমি থাএলোম না তবুও। ও নিস্তেজ না হওয়া পর্যন্ত মারতেই থাকলাম।

প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছে। আমি কি জ্ঞান হারাচ্ছি? শরীরের সবটুকু শক্তি এক করে দরজার দিকে এগোলাম। সেটা খুলে এক দৌড়ে করিডোরে চলে এলোম। আমার হাতে এখনো সেই পায়াটা ধরা। ফায়ার অ্যালার্মের কাঁচ ভেঙে ফেললাম। এক সেকেন্ড পরই বাজতে শুরু করল সেটা। জীবনে এই আওয়াজ কখনও এতো মধুর শোনায়নি আমার কানে!

BanglaBook.org

*

"আম্মু ... আম্মু ..."

দূর থেকে কথাটা যেন ভেসে আসছে। আমার চারিদিকে অন্ধকার। খুব ধীরে ধীরে চোখ এলোলাম আমি। কালো চুল, দাঁড়ি, চোখে, চশমা, সুদর্শন একজন যুবক!

বেন!

আমার বুকটা ছ্যাত করে উঠল।

না। বেনের বয়স তো এতো কম নয়। কে এই ছেলেটা? অবিকল বেনের মতো লাগছে দেখতে ওকে!

"আম্মু আমি অ্যাডাম!," কথাটা শুনে আমার চোখ বড়বড় হয়ে গেল।

"অ্যাডাম," আমি কেঁদে ফেললাম। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছিল। শরীরটা একটু নড়ে উঠতেই প্রচণ্ড ব্যাথায় কুঁকড়ে গেলাম, "ক্রিস্টিন তুই থাম," পাশ থেকে ক্ল্যারির আওয়াজ শুনতে পেলাম, "তোর কলারবোন ভেঙে গিয়েছে। বেশি নাড়াচড়া করিস না!"

"আমি কোথায়?," জানতে চাইলাম।

"হসপিটালে। তোর কিছু হয়নি ক্রিসি," আমার দিকে তাকিয়ে হাসল সে, "তুই ঠিক আছিস।"

"আর ওই লোকটা?," মাইকের কথা মনে পড়তেই ভয়ে চমকে উঠলাম আমি।

"ও মারা গিয়েছে ক্রিস্টিন," নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো সে।

"কীভাবে?"

"আগুনে পুড়ে," জবাব দিল ক্ল্যারি, "খুব বাজে ভাবে পুড়ে গিয়েছিল ও। মাথাতে আঘাতও পেয়েছিল অনেক। হসপিটালে নেওয়ার পথেই ও মারা গিয়েছে।"

"তুই কি জানিস লোকটা কে ছিল?"

"পুলিশ ওর পরিচয় বের করেছে ক্রিস্টিন। ওর নাম মাইক।"

"জানি," বললাম, "আমি চাইছিলাম ওর যাতে বিচার হয়।"

"ওর বিচার হয়ে গিয়েছে ক্রিস্টিন," আমার হাতের উপর হাত রাখলো ক্ল্যারি।

BanglaBook.org

"আমাকে খুঁজে পেয়েছিস কীভাবে?"

"পুলিশ অনেক সাহায্য করেছে আমাদের," উত্তর দিল ও, "তোর ফোন না পেয়ে পরদিন খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম আমি। ওয়েরিং হাউজে তোর ঠিকানার জন্য ফোন দিয়েছিলাম। ওরা কিছুতেই তোর ঠিকানা দিতে রাজি হচ্ছিল না। তখন ডক্টর ন্যাশের কথা মনে পড়ল আমার। বুঝতে পারলাম, একমাত্র এই লোকই তোর ঠিকানা দিতে পারবে। কারণ তুই বলেছিলি এ্যাপয়নমেন্ট থাকলে উনি তোকে বাড়ি থেকে নিতে আসতেন। ভদ্রলোককে অনেক কষ্টে খুঁজে বের করে ক্রাউচ এন্ডে'র ওই বাড়িটাতে গিয়ে দেখলাম সেখানে কেউ নেই। তখন ন্যাশ বললেন, যতদ্রুত সম্ভব আমাদের পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা উচিত। আমরা তাই করলাম। পুলিশ তোর খোঁজ নেওয়া শুরু করল। ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে দেখো গেল সেইন্ট এ্যান স্কুলে সে বেন হুইলার পরিচয় দিয়ে কাজ করছিল। ওর কাগজপত্র সবকিছু ভুয়া। ওয়েরিং হাউজ এর কর্তৃপক্ষরা নিজেদের ভুল স্বীকারই করছিল না প্রথমে। ওদের রেকর্ড ঘেটে বেনের নাম্বার নেয় পুলিশ। যোগাযোগ করার পর বেন জানায় গত কয়েক বছরে ওর সাথে কোন কথাই হয়নি তোর। "

"তারপর?"

"আম্মু," অ্যাডাম আমার কপালে হাত রেখে বলল, "একটু বিশ্রাম নাও তুমি। এসব পরে জানলেও চলবে।"

"না অ্যাডাম," ওর হাত ধরলাম, "অনেক দিন অন্ধকারে ছিলাম আমি। প্লিজ আমাকে খুলে বল সব!"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বলতে শুরু করলো, "তুমি কোথায় থাকতে পারো সে বিষয়ে কোন ধারণাই দিতে পারছিল না কেউ। এর মাঝে তিনদিন চলে গিয়েছে। পুরো শহর চষে ফেলা হয়েছে তোমার খোঁজে। কোথাও কোন হদিস পাওয়া যায়নি। তখন ডক্টর ন্যাশের মনে পড়ে, একবার নাকি তুমি বলেছিলে এই মাসের শেষে তোমরা সমুদ্রের দিকে বেড়াতে যাচ্ছো। ক্রাউচ এন্ড থেকে সব থেকে কাছের সী বীচ'টা ব্রাইটনে। গাড়িতে মাত্র ঘন্টা দুয়েকের পথ। পুলিশ সেখানেই প্রথমে খোঁজ নেবে বলে ভাবলো। তখন ক্ল্যারি আন্টি বললো রিয়ালটো গেস্ট হাউজে যেন একবার খোঁজ নেওয়া হয়। এর আগের বার সেখান থেকেই তোমার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশ তাই করলো। আমাদের কপাল ভালো ছিল। ওখান থেকে জানাল ক্রিস্টিন লুকাসের নামে একটা রুম বুকড করা হয়েছিল আরও চারদিন আগে এবং গেস্টরা বর্তমানে

BanglaBook.org

ভেতরেই আছেন। এ কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ব্রাইটনের দিকে রওনা দিয়ে দেই।"

"তুই কীভাবে বুঝেছিলি আমাকে ওখানে পাওয়া যাবে?," জিজ্ঞেস করলাম ক্লারাকে।

"সেদিন তোর সাথে ফোনে কথা হওয়ার পর থেকে আমি শুধু এটাই চিন্তা করেছি যে লোকটা কে হতে পারে। আমার মন বলছিল ওই রাতের ঘটনার সাথে তোর আবার নিখোঁজ হওয়ার মাঝে একটা যোগসূত্র অবশ্যই আছে। কিন্তু সেটা কি আমি কোনভাবেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পুলিশ যখন ব্রাইটনে খোঁজ নেওয়ার কথা বলছিল আমার কেন যেন মনে হলো ওই হোটেলে তোর খোঁজ পাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে," ক্ল্যারির চোখে পানি, "এখন থেকে সবসময় তোর কাছে থাকব আমি। প্রতিজ্ঞা করছি।"

"ওখানে পৌঁছানোর পর শুনলাম তোমাকে এই হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। দশতলার করিডোরে তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করেছিল দমকল বাহিনীর লোকজন।"

"হেলেন কেমন আছে অ্যাডাম?"

"ভালো আছে আম্মু," বলে হাসল ছেলেটা, "দেখো, তোমাকে দেখতে কে এসেছে।"

অবিকল অ্যাডামের মতো দেখতে একটা লোক আমার দিকে তাকিয়ে ম্লানভাবে হাসল। জিজ্ঞেস করলো, "কেমন লাগছে ক্রিস্টিন?"

আমি সে প্রশ্ন উত্তর দিলাম না। বললাম, "আমাকে ক্ষমা করে দিও বেন।"

*

দ্বিতীয়বারের মতন জ্ঞান হারিয়েছিলাম আমি। মৃত্যুর কোল থেকে ফেরত আসার পরও আমার ভেতরে কোন ভয় কাজ করছিল না। আমার ভালোবাসার মানুষরা সবাই আমার পাশে আছে। ভয় পাওয়ার কোন কারণই নেই আমার। কিছুক্ষণ আগে ডক্টর ন্যাশের সাথে কথা হয়েছে। মনে যত খটকা ছিল সব দূর করে দিয়েছেন তিনি।

আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল আমার এতো এতো ছবি মাইক কোথায় পেয়েছিল? স্বীকার করে নিতে কষ্ট হলেও কাজটা সে খুব সহজেই করেছিল। কয়েকটা ছবির এ্যালবাম আমার হসপিটাল বেডের পাশেই থাকতো। সেখান থেকেই হয়তো চুরি করেছিল সে। আর তাছাড়া আমার চিকিৎসার প্রয়োজনে অনেক ছবির প্রয়োজন ছিল। আমাকে ভর্তি করনোর সময় বেন অনেকগুলো ছবির

BanglaBook.org

এ্যালবাম দিয়ে গিয়েছিল ওয়েরিং হাউজে। ডিসচার্জ করার সময় সেই ছবিগুলোও মাইকের হাতে আসে। তারপর আমাকে বাড়িতে নিয়ে নিজের বানোয়াট গল্পগুলোকে আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে কিছু ছবি ওর রেখে বেশিরভাগ ছবিই ও লুকিয়ে ফেলেছিল কোথাও। আর হ্যাঁ, ওর দেখানো বিয়ের ছবিটা আসলেই ভুয়া ছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল, ক্ল্যারি অনেক চেষ্টা করেও ওয়েরিং হাউজ থেকে আমার ঠিকানা বের করতে পারেনি। অথচ ন্যাশ আমাকে বলেছিলেন এখান থেকে ঠিকানা জোগাড় করেই নাকি আমার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন তিনি। কিন্তু কাজটা করেছিলেন কীভাবে? আর হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ করার সময় সব ছবি যদি মাইকের কাছেই যায়, তাহলে তিনি ছবিগুলো পেয়েছিলেন কোথায়?

ন্যাশ জানালেন, আগের হসপিটাল থেকে ঠিকানাটা বের করতে একটু "বুদ্ধি" খাটাতে হয়েছিল তাকে। কথাটা তিনি আমাকে আগেই বলেছিলেন। সেই বুদ্ধিটা ছিল "ঘুষ"। আর আমার কেইসটা নিয়ে উনি অনেক আগে থেকেই রিসার্চ করছিলেন। সেই রিসার্চের কাজেই তিনি ওয়েরিং হাউজ থেকে আমার বেশ কিছু ডকুমেন্ট আর দু'টো ছবির এ্যালবাম কপি করে নিয়েছিলেন। সেটাও ঘুষের সাহায্যেই!

তৃতীয় খটকাটা ছিল, আমার স্মৃতি নিয়ে। কিছু না লিখেও আমি অনেক কিছুই মনে করতে পারছিলাম। এই যেমন গভীর ঘুম হওয়ার পরও আমি শেষ কয়েকদিনে অনেকবার আমার ডায়েরীর কথা নিজে থেকেই মনে করতে পেরেছি। ন্যাশ বললেন, ওই স্ক্যানের পর প্যাক্সটন আমার সমস্যাগুলো নিয়ে অনেকে ঘাটাঘাটি করেছেন। এম.আর.আই - এর রেজাল্ট বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে আমার ব্রেইনে কোন ইন্টারনাল ড্যামেজ নেই। আমার পুরো অসুখটাই হয়েছে ট্রমার কারণে। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার একটা সম্ভাবনা থাকলেও সেটা বেশ সময়সাপেক্ষ।

"আশা করব আপনি ডায়েরী লেখা থামাবেন না," বলে আমার হাতে একটা নতুন ডায়েরী ধরিয়ে দিলেন ন্যাশ, "নতুন জীবনে স্বাগতম ক্রিস্টিন!

"ধন্যবাদ," কথাটা বলতে গিয়ে আমার চোখ ভিজে গেল।

*

আঠাশ দিন পর হসপিটাল থেকে ছাড়া পেয়েছিলাম। এখন অ্যাডাম, হেলেন, বেন আর আমি একই সাথে থাকি। ক্ল্যারির বাসা থেকে খুব কাছেই

BanglaBook.org

আমাদের বাড়িটা। ও একটা নতুন জব নিয়েছে। সপ্তাহে দু'দিন ওর ছেলেটা আমার কাছেই থাকে।

এখনও সবকিছু একটা ডায়েরীতে টুকে রাখি আমি। না, পুরোপুরি সুস্থ হইনি। কখনও হবো নাকি তাও জানা নেই। তবে আমার কাছের মানুষগুলো আমাকে যেভাবে আগলে রেখেছে তাতে কখনও সুস্থ না হলেও আমার কোন মনে কোন আক্ষেপ থাকবে না।

বেন কয়েকদিন আগে আমাকে একটা ল্যাপটপ কিনে দিয়েছে। প্রথমে জিনিসটাকে বিরক্তিকর লাগলেও, এখন ভালোই লাগে আমার। নতুন উপন্যাসটা আমি ল্যাপটপেই লিখছি কিনা!

প্রতিদিন রাতে যখন জানালাটা খুলে দিয়ে লিখতে বসি, ঠাণ্ডা বাতাস এসে চুল এলোমেলো করে দিয়ে যায়। নিচ থেকে ভেসে আসে অ্যাডাম আর হেলেনের খুনসুটির শব্দ।

লেখালেখি করার সময় বেন আমাকে প্রায়ই জড়িয়ে ধরে, সাহস দেয়, ভরসা দেয়। সেই দুঃসহ স্মৃতিগুলো এখন আর তাড়িয়ে বেড়ায় না আমাকে। সবকিছু আমি স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিয়েছি।

তবে মাঝে মধ্যে আকাশে অনেক বড় একটা চাঁদ উঠলে একটু বিষণ্ন হয়ে পড়ি। তখন মনে হয়, জীবনটা আরেকটু আরও দীর্ঘ মন্দ হতো না!

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG